BANGLA POST Year: 20 ♦ Issue: 961 ♦ Friday 31 March - Thursday 06 April 2023 FREE

# বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

# EAST LONDON MOSQUE & LONDON MUSLIM CENTRE

46–92 Whitechapel Road, London E1 1JX **T:** 020 7650 3000
**E:** info@eastlondonmosque.org.uk **W:** eastlondonmosque.org.uk

## আসুন, রামাদ্বানে হৃদয়কে মসজিদের সাথে জুড়ে দিই

প্রতি বছরের মতো এবারও রামাদ্বানে ইস্ট লন্ডন মসজিদে থাকছে নানা আয়োজন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাফিজ ও আলেমগণ তারাবিহের নামাজ পড়াচ্ছেন। মাসজুড়ে মুসল্লীদের জন্য থাকছে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, ফ্রি-ইফতারী, ইতেকাফ, ফিতরা প্রদানের ব্যবস্থা ও ঈদুল ফেতরের জামাত।

## ফ্রি ইফতার

প্রতি রমজানে ৫শতাধিক মানুষের জন্য ইফতার আয়োজন করা হয়। কিন্তু এবার সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ৩ পাউণ্ড দান করে আপনি একজন রোজাদারকে ইফতার করাতে পারেন। আসুন, বেশি করে ইফতার সম্পসর করে রোজাদারের সমান সাওয়াব হাসিল করি।

## কুরআনিক আলোচনা

প্রতিদিন বাদ-আসর মসজিদের মেহরাবে কুরআনিক আলোচনা চলছে। নামাজ শেষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন। রাতে তারাবিহের নামাজে যতটুকু কুরআন তেলাওয়াত হবে তার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শুনুন।

## ইতেকাফ:

রামাদ্বানের শেষ দশকে ৮০ জনের মতো মানুষ ইস্ট লন্ডন মসজিদে ইতেকাফের সুযোগ পান। ৩১ মার্চ শুক্রবার তারাবিহ নামাজের পর লটারির মাধ্যমে আসন বরাদ্দ দেয়া হবে।

## তারাবিহ'র ইমাম:

সাউদি আরব থেকে এসেছেন শায়খ সাউদ নাফে আল-আনাজি, মিশর থেকে এসেছেন শায়খ মুহাম্মদ ফাতহী মোহাম্মদ আলী ও শায়খ হাজেম সাইফ। রয়েছেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম বৃটিশ-বাংলাদেশী শায়েখ সাঈদ আনিসুল হক।

## ফিতরা

এ বছর ফিতরার পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে জনপ্রতি ৭ পাউন্ড। ২০ রামাদ্বানের মধ্যে মসজিদের রিসেপশনে অথবা ফিতরার নির্ধারিত দানবক্সে পরিশোধ করতে পারেন।

## চ্যারিটি জন্য ফান্ডরেইজিং

প্রতিদিন জোহর ও তারাবিহের নামাজের পর বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থা ফান্ডরেইজ করছে। এতে শরীক হোক। রমজানে ১ পাউন্ড দান করলে আল্লাহ তায়ালা তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

## ঈদুল ফিতরের জামাত

প্রথম জামাত : ৭.০০ মিনিট
দ্বিতীয় জামাত : ৮.৩০ মিনিট
তৃতীয় জামাত : ১০.০০ মিনিট
চতুর্থ জামাত : ১১.৩০ মিনিট

৮ এপ্রিল '২৩ — CHANNEL S | SKY 777 — (১৭ রামাদ্বান)

## লাইভ চ্যারিটি অ্যাপিল

৮ এপ্রিল (১৭ রামাদ্বান) বিকেল ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত চ্যানেল এস টিভিতে অনুষ্ঠিত হবে লাইভ ফান্ডরেইজিং। মসজিদের মূল হলের বাম দিকে ২.২ মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয়ে প্রায় ৬০০ ক্যাপাসিটির আরো দুটো হল (নিচতলা ও প্রথমতলায়) সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ৫শ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে নির্মাণ কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। পুরো কাজ শেষ করতে এখনও ১.৭ মিলিয়ন পাউণ্ড প্রয়োজন। আসুন, হল দুটোর কাজ যথাশীঘ্র সম্পন্ন করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।

BANGLA POST Year: 20 ◆ Issue: 961 ◆ Friday 31 March - Thursday 06 April 2023
FREE
বাংলা পোস্ট
BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

## আহলান সাহলান মাহে রমজান

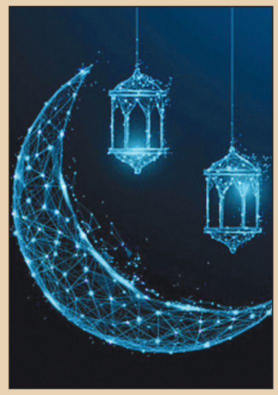

**পোস্ট ডেস্ক :** রমজান মাস বেশি করে ইবাদত বন্দেগীর মাস। এ মাসে ইবাদতের সওয়াবও বহুগুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া ফরজের পাশাপশি বেশি বেশি নফল ইবাদত বান্দাকে আল্লাহর কাছাকছি নিয়ে যায়। রমজান মাস মুসলমানদের কাছে সে সুযোগকে বাড়িয়ে দেয় অনেক। আল্লাহর বেশি করে ইবাদাত বন্দেগী --২৪ পৃষ্ঠায়

# ব্রিটেনে খাদ্যশস্য ও সবজি সংকট

**পোস্ট ডেস্ক :** যুক্তরাজ্যে খাদ্যপণ্যের দাম সবচেয়ে আকাশচুম্বী হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ব্যয় আর অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া দেশটির অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যে কারণে দেশটিতে খাদ্য ঘাটতি তীব্র হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমদানি ব্যাহত হওয়ায় ব্রিটেনের নাগরিকরা তাজা সবজির ঘাটতির মুখোমুখিও হতে পারেন বলে সতর্ক করে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

উত্তর আফ্রিকায় ফসলের উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায় ব্রিটেনে খাদ্যশস্য ও সবজি সরবরাহ কমে গেছে। গত কয়েক সপ্তাহে ব্রিটিশ ক্রেতারা টমেটো, শসা এবং মরিচের ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের কর অফিসের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ২ লাখ ৬৬ হাজার ২৭৩ টন সবজি আমদানি করেছে ব্রিটেন; যা ২০১০ সালের পর যেকোনও জানুয়ারি মাসের আমদানির হিসেবে সবচেয়ে কম ছিল। যদিও দেশটির জনসংখ্যা এখনকার তুলনায় সেই সময় প্রায় ৭ শতাংশ কম ছিল।

চলতি বছর যুক্তরাজ্যে সালাদের বিভিন্ন ধরনের উপাদানের উৎপাদন রেকর্ড সর্বনিম্নে নামতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ব্যয়বহুল জ্বালানির কারণে ব্রিটিশ উৎপাদকরা গ্রিনহাউসে ফসল রোপণে বাধা পাওয়ায় উৎপাদন হ্রাস হওয়ার এই শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

চলমান এই কঠিন পরিস্থিতি ব্রিটেনে খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে এমন এক স্তরে ঠেলে দিতে সহায়তা করেছে; যা গত প্রায় ৫০ বছরেও দেশটিতে দেখা যায়নি।

মঙ্গলবার বাজার গবেষক কান্তারের শিল্প তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, যুক্তরাজ্যে গত চার সপ্তাহের মধ্যে মুদিপণ্যের মূল্যস্ফীতি রেকর্ড সাড়ে ১৭ শতাংশে পৌঁছেছে। মূল্যস্ফীতির এই রেকর্ড দেশটির --২৪ পৃষ্ঠায়

## স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার হলেন হামজা ইউসুফ

**পোস্ট ডেস্ক :** স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার নির্বাচিত হয়েছেন হামজা ইউসুফ। গত মঙ্গলবার স্কটিশ পার্লামেন্টে ভোটাভুটিতে আধা-স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রধানের পদটি নিশ্চিত করেছেন তিনি। গত মাসে পদত্যাগ করা নিকোলা স্টার্জেনের স্থলাভিষিক্ত হলেন হামজা।

তিন বিরোধী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাঁদের জয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ১২৯ আসনের পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির ৬৪টি ও গ্রিনদের সাতটি ভোট পেয়ে বিজয়ী হন ৩৭ বছর বয়সী হামজা। দুই দলের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি আছে।

এসএনপি প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির ডগলাস রস নিজ দলের ৩১ সদস্যের সবার ভোট পান। এ ছাড়া --২৪ পৃষ্ঠায়

## গাড়ি বিক্রি করলেন রাজা চার্লস

**পোস্ট ডেস্ক :** নিজের ব্যবহার করা একটি পুরনো গাড়ি বিক্রি করেছেন যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লস। ল্যান্ড রোভার গাড়িটি নিলামে তুলে বিক্রি করা হয়েছে ১২ হাজার ৫০ পাউন্ডে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা। খবর এনডিটিভির।

খবরে বলা হয়েছে, গাড়িটি ল্যান্ড রোভারের ডিসকভার ৩ মডেলের। রঙ হালকা সবুজ। গাড়িটি ২০০৭ সালের শুরুর দিকে প্রিন্স অব ওয়েলস থাকাকালে পেয়েছিলেন চার্লস। ওই সময় গাড়িটি চার্লস ও তার স্ত্রী ক্যামিলার রাজকীয় আবাস হাইগ্রোভ হাউসে আনা হয়েছিল।

গত শুক্রবার গাড়িটি নিলামে বিক্রি করা হয়েছে। নিলামে তোলে কালেক্টিং কারস নামের একটি নিলামকারী প্রতিষ্ঠান। বর্ণনায় বলা হয়েছে, গাড়িটির একটি ব্রেক লাইট ভাঙা রয়েছে। একটি দরজার কাঁচেও আঘাতের --২৪ পৃষ্ঠায়

## ব্রিটেনে ৩ বছরে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ

### চালু হচ্ছে ইনোভেটর ফাউন্ডার ভিসা

**পোস্ট ডেস্ক :** বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী উদ্যমী ব্যবসায়ীদের জন্য প্রায় শূন্য বিনিয়োগে ইনোভেটর ফাউন্ডার ভিসা চালু করছে ব্রিটেন। এ সুযোগ বাংলাদেশীরাও গ্রহণ করতে পারবেন। আগামী মাস, অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল থেকে এ ভিসা কার্যকর হবে। ভিসার শর্ত পূরণ করতে পারলে তিন বছর পর ব্রিটেনে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ মিলবে।

বাংলাদেশসহ ব্রিটেনের বাইরে বসবাসরত যেকোনও আবেদনকারী ব্রিটেনে প্রস্তাবিত ব্যবসার ধারণাটি নতুন, উদ্ভাবনী ও সম্ভাবনায় এটি প্রমাণ

করাই হলো ইনোভেটর ফাউন্ডার ভিসার মূল শর্ত। মোট ৭০ পয়েন্টের পয়েন্ট বেইজড ভিসার শর্তের মধ্যে ব্যবসাটির ধারণাপত্র তৈরি ও সেটি পাস হলে ৩০ পয়েন্ট, ব্যবসার ধারণাটি ইনোভেটিভ বা উদ্ভাবনী হলে আরও ২০ পয়েন্ট যুক্ত হবে আবেদনকারীর হিসাবে। আর ১০ পয়েন্ট নির্ভর করবে ইংরেজি ভাষার পরীক্ষার ওপর। ইংরেজিতে সিইএফআর (কমন ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক অব রেফারেন্স) লেভেল বি টু উত্তীর্ণ হতে হবে। আর ভিসা আবেদনকারীর আর্থিক সক্ষমতার জন্য মিলবে আরও ১০ পয়েন্ট। আর্থিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে মাত্র ১২৭০ পাউন্ড আবেদনকারীর ব্যাংক হিসেবে ন্যূনতম ২৮ দিন থাকতে হবে। ১২৭০ পাউন্ড বাংলাদেশি টাকার মূল্যমানে এক লাখ ৭৭ হাজার টাকা। --২৪ পৃষ্ঠায়

## হাইকোর্টে প্রিন্স হ্যারি

**পোস্ট ডেস্ক :** ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মামলায় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় প্রিন্স হ্যারি অপ্রত্যাশিতভাবে হাইকোর্টে হাজির হয়েছেন। সাসেক্সে ডিউক এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা রবিবার ডেইলি মেইল এবং মেইলের প্রকাশক অ্যাসোসিয়েটেড নিউজপেপারস লিমিটেড (এএনএল) এর বিরুদ্ধে মামলাটি করছেন।

বেআইনিভাবে তথ্য সংগ্রহের অভিযোগকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন প্রিন্স হ্যারি, গায়ক স্যার --২৪ পৃষ্ঠায়

## উপজেলা পরিষদে কর্তৃত্ব হারালেন ইউএনওরা

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** উপজেলা পরিষদে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ-সংক্রান্ত উপজেলা পরিষদ আইনের ৩৩ ধারা বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। এর ফলে উপজেলা চেয়ারম্যানদের --২৪ পৃষ্ঠায়

## দেশে বেকার ২৬ লাখ ৩০ হাজার

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** দেশে এখন বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৬ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে বেকার পুরুষের সংখ্যা ১৬ লাখ ৯০ হাজার আর বেকার মহিলার সংখ্যা ৯ লাখ ৪০ হাজার।

বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত "শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২"-এ চিত্র উঠে এসেছে। আগারগাঁওয়ের পরিসংখ্যান ভবনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিবিএস। এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠী সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করার সুযোগও পায় না। বেকারত্বের এই হিসাব আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) দেয়া মানদণ্ড অনুযায়ী। আইএলও মনে করে, সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ না করলে ওই ব্যক্তিকে বেকার হিসাবে ধরা হয়। বিবিএসের হিসাবে, ২০১৬-১৭ --২৪ পৃষ্ঠায়

## রোজায় বর্ণিল সাজে লন্ডন

**পোস্ট ডেস্ক :** পবিত্রতম মাস রমজান উপলক্ষ্যে বর্ণিল সাজে সেজেছে ব্রিটিশ রাজধানী লন্ডনের পশ্চিম প্রান্ত। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গোটা এলাকা প্রায় ৩০ হাজার বাতির --২৪ পৃষ্ঠায়

# সিলেট রুটে বিমানের ভাড়া ন্যায্য মুল্য করন ও সিলেট ও সমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রুপান্তরিত করার দাবী নিয়ে আলোচনা সভা

১৯ মার্চ রবিবার পুর্ব লন্ডনের আইডিয়াল গ্রিন সিলেটের উদ্দোযগে লন্ডন-সিলেট রুটে বিমানের ভাড়া ন্যায্য মুল্য করন, ঠীকেট অন লাইনে পাওয়ার সুবিধা ও সিলেট ওসমানি বিমান বন্দরে সকল আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর দাবিতে ইষ্ট লন্ডনের সালমন লেইনে বায়তুল ইসলা একাডেমিতে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপত্তিত করেন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ও সুনামগঞ্জ জেলা এসোসিয়েশন এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আহবাব মিয়া ও সমাজসেবী জাফর আহমদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভয়েস ফর জাষ্টিস ইউকের সেক্রেটারি কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মুফতি আব্দুল অদুদ(লতিফি) সভা অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রধানবক্তা কমিউনিটি নেতাএমএরব, বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা, লুটিলার ক্যাম্পেইন নেতা জামান আহমদ ও নেছার আল আমিন, শাহনুর খান, আব্দুল মুমিন ইয়াহিয়া, মুহাম্মদ সামছুল হক, মেহেরবক্স, মৌলানা শরিফ আহমদ, নুর মিয়া তালুকদার, ওয়ালিদ আহমদ চৌধুরী, আলী সাদ্দাত, হাজী মজির উদ্দিন, আনামিয়া, মখসুদ আহমদ, ইসতিয়াক আহমদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন যুক্তরাজ্য সিলেট প্রবাসিদের প্রতি বৈষ্যম মুলক আচরন করা হচ্ছে। বিমানে লন্ডন সিলেট রুটে দুই-তিন গুন বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, সিন্ডিকেটদের হাত থেকে উদ্ধার ও অন লাইনে টিকেট করার ব্যবস্থা করার উদারত্ত আহবান করে।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বেলালআহমদ, সামছুলইসলাম, সাজ্জাদুররহমান, আব্দুল গফুর, ওবাইদুল রহমান চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম, ইসলাম উদ্দিন, আব্দুল কাইয়ুম, আব্দুল কাদির, বদরুল আহমদ চৌধুরীপ্রমুখ।

# লন্ডনে জাতীয় গণহত্যা দিবস পালন

লন্ডনে, যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যেগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে, জাতীয় গণহত্যা দিবস। শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সমাবেশ।

গত ২৫ মার্চ পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিলম্বিত হয়। তাই দেশে বিদেশে ঐক্যবদ্ধ ভাবে জাতিসংঘের সেই স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করার আহবান জানান তাঁরা।

একই সাথে লন্ডন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালিয়ে থাকা বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের খলনায়কদের ও শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আনসার আহমেদ উল্লাহ, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, বার্কিং ও ডেগেনহাম কাউন্সিলর মঈন কাদরী, ব্রিটিশ নাগরিক ওয়ারেন হেইসে , সর্ব ইউরোপিয়ান বঙ্গবন্ধু পরিষদের আনিসুর রহমান আনিস, সাবেক টাওয়ার হ্যামলেটস্ স্পীকার

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসর আলবদর-রাজাকার-জামায়াত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সবচেয়ে বড় গণহত্যা সংঘটিত করে। হত্যা করে ৩০ লাখ বাঙালি নারীপুরুষ, ইজ্জত হরণ করে দুই লাখ বাঙালি নারীর। একাত্তরের ২৫ মার্চ ঢাকায় প্রথম প্রহরেই হত্যা করে ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। পবিত্র রোজার মাসে ও এই বর্বর বাহিনী হাজার হাজার রোজাদার মুসলমান কে হত্যা করেছে। পাকিস্তানিদের এই সব বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আদালতের রায় বাস্তবায়নের জন্য সরাকারের প্রতি দাবী জানানো হয়।

যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সহ সভাপতি জামাল খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুনিরা পারভীনের পরিচালনায়, লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়া ও বিভিন্ন পেশার লোকজন এসে সমবেত হয়েছিলেন।

বিবেক হউক জাগ্রত ঘৃণিত হোক ঘাতক যতো শ্লোগান নিয়ে প্রতিবছরের মত আহবাব হোসেন, কেতন শিকদার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সাংবাদিক রাসেল, খালেদ চৌধুরী, মি ওয়ারেন, শহীদ পরিবারের সদস্য প্রশান্ত পুরকায়স্থ, শিক্ষক মোস্তফা কামাল মিলন, নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি আজাদ, নির্মূল কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রাজ, নির্মূল কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক সুশান্ত দাশ প্রশান্ত সহ অনেকে।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে

কলংকিত ইতিহা আমাদের নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে।

সেই সময় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এসব প্রচার হলেও স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন গণহত্যাকারী পাকিস্তানিদের কেবল সহযোগিতাই করেনি, গণহত্যার রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভে বিভিন্নভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ১৯৭৫ সালের প্রতিবিপ্লব ও জাতির জনককে হত্যা এবং পরবর্তী দুই দশক পাকিস্তানপন্থি শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকায় পালিত হয়েছে দিবসটি।

সমাবেশে সমবেত হয়েছিলেন বাংলাদেশ হাই কমিশিনের পক্ষে, এস কে মো: শাহরিয়ার মোশাররফ পলিটিক্যাল মিনিষ্টার বাংলাদেশ হাই কমিশন, শিক্ষাবিদ মো: শওকত আলী, লন্ডনে সফররত সিলেট নির্মূল কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সামির মাহমুদ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাবেক সভাপতি সৈয়দ এনামুল ইসলাম, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নির্মম গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে দিবসটি পালন করা হয়। নির্মূল কমিটির আন্দোলন এবং দাবির প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অন্তর্জাতিক ভাবে ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে নির্মূল কমিটি । ইতোমধ্যে এই অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জেনোসাইড ওয়াচ এবং লেমকিন

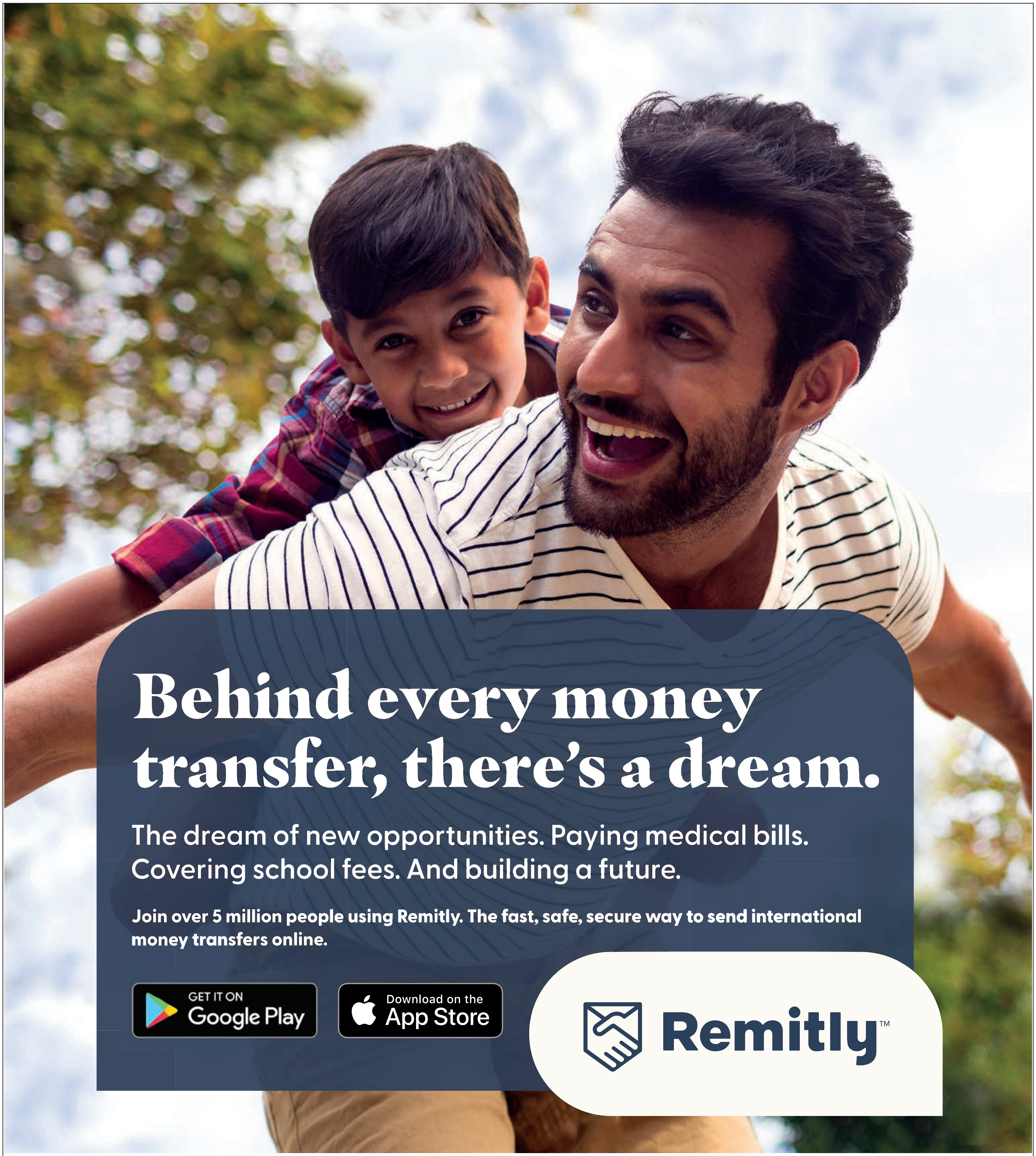


Remitly U.K., Ltd. is regulated by the Financial Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2017 (reference number: 728639) for the provision of payment services. We are also registered by the HMRC as a money service business (with registration number XCML00000164259). Remitly U.K., Ltd is a limited liability company registered in England with registered number 09896841. Registered address: 90 Whitfield Street, W1T 4EZ London, England, United Kingdom.

# যুবলীগ বৃস্টল বাথ এন্ড ওয়েষ্ট শাখার উদৌগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

**কামরুল ইসলামঃ** বাংলাদশেরে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬শে র্মাচ উপলক্ষে রবিবার যুবলীগ বৃস্টল বাথ এন্ড ওয়েষ্ট শাখার উদ্দ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস এর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুবলীগ বৃস্টল বাথ এন্ড ওয়েষ্ট শাখার সভাপতি ইন্জিনিয়ার খায়রুল আলম লিংকন এর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক লিটন আলম বদরুল এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুবলীগের সহ সভাপতি চমক আলী, ফকরুল ইসলাম, ওমর ফারুক, মোবারক আলী, যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হামিদ, আমিনুর রহমান জুনেল, যুবলীগের সহ দপ্তর সম্পাদক রিপন মুন্সি , যুবনতো আব্দুল গণি, যুবনতো আফজল হোসনে, নাজমুল ইসলাম, শাহনাজ মিয়া, জাহদে আহমদ, কাউসার আহমদ,মনির হোসেন,আরিফ হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, হাবিবুর রহমান, খন্দকার মানিকুজ্জামান।

বক্তাগণ সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভচ্ছো জানিয়ে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি র্সবকালের র্সবশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭১ সালরে ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙ্গালীর ওপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানকিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে র্দীঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদশে। দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ও ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এ স্বাধীনতা ধরে রাখতে হলে সমাজের প্রতিটি মানুষকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে যেতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননত্রেী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সব অপশক্তিকে রুখে দিয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সকলকে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান।

# মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার ৫২তম বার্ষিকী ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য র্মযাদা ও ভাব-গাম্ভীর্য্যের সাথে উদযাপন করেছে।

এ উপলক্ষে লন্ডনের কেনজিংটন টাউন হলে এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্থনীতি এবং লন্ডন বিষয়ক মন্ত্রী পল স্কালি এমপি এবং ডিপার্টমেন্ট অব লেবেলিং-আপ, হাউজিং ও কমিউনিটি বিষয়ক মন্ত্রী ফেলিসিটি বুকান এমপি সম্মানিত অতিথি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বক্তব্যে রাখেন।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে জাতির পিতার ও মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, "বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ ২৪ বছরের নির্ভীক, বিচক্ষণ ও ঐন্দ্রিজালিক নেতৃত্ব ছাড়া বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিশ্বে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো না।"

হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, "৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার আদর্শই অনুসরণ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।" এপ্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান।

হাইকমশিনার ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে যুক্তরাজ্যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সফর এবং ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ-এর সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক বৈঠকই বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের বিগত ৫০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করেছে বলে উল্লেখ করে আগামিতে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জলবায়ূ, প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তা ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সহযোগিতার বিষয়ে আরো গভীর হবে বলে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্তরাজ্য সরকার ও জনগণ এবং যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের অসাধারণ অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রী পল স্কালি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২তম বার্ষিকী ও জাতীয় দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের জনগণ ও ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং মায়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য মানবিকতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণ শরণার্থী হিসেবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা, মমতা ও মানবিকতাই আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের জনগণ রোহিঙ্গাদের প্রতি প্রদর্শন করছেন।" পল স্কালি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের ঐতিহাসিক সহযোগিতার সম্পর্ক ভবিষ্যতে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের ৫০ বছরের সূদীর্ঘ কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী ফেলিসিটি বুকান এমপি বলেন, "গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বিষয়ে দুইদেশের মধ্যে গভীর আদর্শিক মিল রয়েছে। বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষেত্রেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" তিনি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ আরো বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিকতার প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে হামদ ও নাথ পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী রাশিদা খান বানু এবং ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিশু-কিশোর শিল্পী শরিফ আহমেদ, মোহনা ও আয়ান মোহাম্মেদ। এতে টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পীকার, লন্ডনের বিভিন্ন এলাকার কাউন্সিলর ও ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

সকালে হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম দূতাবাসে কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের র্কমসূচির উদ্বোধন করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। পরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশের শান্তি ও অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

# বার্মিংহাম লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

অদ্য ২৮ মার্চ মঙ্গলবার ইউকে মিডল্যান্ডস - বার্মিংহাম লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের উদ্যোগে এক বিশেষ ইফতার ও দুআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমপ্লেক্স এ অবস্থিত সান্ডওয়েল গ্রান্ড মসজিদে আয়োজিত এই ইফতার ও দুআ মাহফিলে মিডল্যান্ডস ছাড়াও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে কমপ্লেক্সের শুভাকাংঙ্খী, লাইফ মেম্বার, ফাউন্ডার মেম্বার, অভিভাবক এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে কমপ্লেক্সের সার্বিক দিক তুলে ধরে এবং মাহে রামাদ্বানের তাৎপর্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান।

তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্য বলেন, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স আপনাদের উদার দান ও সহায়তায় সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কমপ্লেক্স, ব্রিটিশ মুসলিম স্কুল ও সান্ডওয়েল গ্রান্ড মাসজিদের অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করতে অনেক আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন। তাই আমরা আগামী ৩ এপ্রিল সোমবার এটিএন বাংলা টিভি চ্যানেলে বিকাল ৫ টা থেকে ফজর পর্যন্ত লাইভ ফান্ডরাইজিংয়ের আয়োজন করেছি। আশাকরি দ্বীনের এই মারকায ও আল্লাহর ঘর সংস্কারে সকলেই মুক্ত হস্তে দান করবেন। তিনি সকলের প্রতি এ আহ্বান জানান।

কমপ্লেক্সের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী ও দ্যা বৃটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা মাহবুব কামালের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমপ্লেক্সের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা রফিক আহমদ, কাজী আংগুর মিয়া, সেক্রেটারি মোঃ মিসবাউর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারী মোঃ খুরশেদ উল হক, মাস্টার আব্দুল মুহিত, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে বার্মিংহাম শাখার প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের সেক্রেটারী খছরু খান, আব্দুছ ছবুর, হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, মাওলানা গুলজার আহমদ, মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, হাজী হাসন আলী হেলাল, হাফিজ সামিম আল মামুন, হাজী সাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল গাফফার, হাফিজ হোসাইন আহমদ , কারী মাহফুজুল ইসলাম খান মিল্লাত ও আব্দুল হামিদ আয়না প্রমুখ। মাহফিলে কিরাত ও নাশিদ পরিবেশন করেন দ্যা বৃটিশ মুসলিম স্কুলের ছাত্ররা।

পরিশেষে বিশ্ব মুসলিমের কল্যান কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

# জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে হ্যাকনি শাখার ইফতার মাহফিল ও অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

বিগত ২৮ শে মার্চ মোতাবেক ৬ ই রমাদ্বান রোজ মঙ্গলবার জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে হ্যাকনি শাখা আনন্দমুখর পরিবেশে, রমাদ্বানের শিক্ষা লালন এবং নিজ জীবনে রমাদ্বানের শিক্ষা বাস্তবায়ন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ইফতার মাহফিল ও অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে হ্যাকনি শাখার সেক্রেটারী হাফেজ রশীদ আহমদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতারাম ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ সাহেব এবং প্রমূখ বক্তাগন দেশবাসীকে নিজ জীবনে রমাদ্বানের শিক্ষা ধারণ এবং রমাদ্বান পরবর্তী জীবনে রমাদ্বানের শিক্ষাকে প্রতিফলনের আহ্বান জানান। সেই সাথে পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত জীবন গঠন, আত্মশুদ্ধির ব্যপক অনুশীলন, রমাদ্বানকে কেন্দ্র করে গোটা বছরজুড়ে সমাজকে অপরাধমুক্ত আদর্শ সমাজ বিনিমার্ণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

উক্ত সভায় আকাবির ও আসলাফের রেখে যাওয়া আমানত শতবর্ষের ঐতিহাসিক সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পতাকাতলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রমাদ্বানকে ব্যপক ফলপ্রসু করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জমিয়তে উরামায়ে ইসলাম ইউকে শাখার মুহতারাম সভাপতি, বরেণ্য আলেমেদ্বীন ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ সাহেব হা.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম ও ইউকে জমিয়তের সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ। বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাফি আহমদ, স্পীকার টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিল, প্রবীন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিসবাহ জামাল, নিউহাম শাখার সভাপতি জনাব জিয়াউদ্দীন, কানাইঘাট জমিয়তের সাবেক সেক্রেটারী মাওলানা আলিমুদ্দীন, তার্কিস সোলাইমানিয়া মাসজিদের সম্মানিত ইমাম শায়খ বুরহানুদ্দীন সহ অন্যান্য প্রমুখ উলামায়ে কেরমাগণ। এতে সভাপতিত্ব করেন, মাওলানা আবদুল মজিদ, সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে হ্যাকনি শাখা।

এতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে শাখার সম্মানিত সভাপতি ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ সাহেব সহ ইউকে জমিয়তের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হ্যাকনি শাখা জমিয়তের বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তুষ প্রকাশ করেন এবং কাজকে আরো বেগবান, গতিশীল করার আশা ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে দেশ ও জাতীর কল্যাণে মুফতি আব্দুল মুনতাকিম সাহেবের দুআ ও মুনাজাতের মাধ্যমে সুন্দর ওসুষ্ঠভাবে সমাপ্ত হয় এই আয়োজন।

Application approval depends on financial circumstances and borrowing history. Smartpay Touch T&Cs apply. Barclaycard is a trading name of Barclays Bank PLC. Barclays Bank PLC is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority (Financial Services Register number: 122702). Registered in England No. 1026167. Registered Office: 1 Churchill Place, London E14 5HP.

# রহমত আলী রচিত সোনার হরিণ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ লোকসাহিত্য গবেষণা পরিষদ সিলেট বিভাগের আয়োজনে গত ১৯ মার্চ সিলেট নগরীর জিন্দাবাজারস্থ নজরুল একাডেমি মিলনায়তনে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট, কবি ও সাংবাদিক রহমত আলী রচিত কাব্য গ্রন্থ 'সোনার হরিণ' দ্বিতীয় খন্ডের প্রকাশনা ও সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ লোকসাহিত্য গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান কবি মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী। লোকসাহিত্য পরিষদ সিলেট বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কবি শাহ আব্দুস সালামের পরিচালনায় প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন। বই নিয়ে আলোচনা করেন সাংবাদিক ও গল্পকার সেলিম আউয়াল। বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালিক, কমরেড সিকন্দর আলী, কবি শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ, সাংবাদিক হৃষীকেশ রায় শংকর, মরমী কবি আব্দুল আজিজ চৌধুরী, অধ্যাপক জান্নাত আরা খান পান্না, কথা শিল্পী সেলিনা জাহান, এম এ আলী জালালাবাদী, আসাদুজ্জামান নূর, কবি কামাল আহমদ, কবি তালেব হোসেন, সাংবাদিক সোহেল আহমেদ, সাংবাদিক জুবায়ের আহমেদ সার্জন, এডভোকেট জাহাঙ্গীর আহমদ, চৌধুরী দেলোয়ার হোসেন জিলন, মাসুদ রানা চৌধুরী, ইমরান আহমেদ এডভোকেট, কবি সাহিনা জালালী পিয়ারা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি সাংবাদিক রহমত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন ও আবৃত্তি শিল্পী সেলিনা জাহান-কে বাংলাদেশ লোকসাহিত্য গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, কবি রহমত আলী' র সোনার হরিণ কাব্যগ্রন্থটির এটি ছিল দ্বিতীয় খন্ড। প্রথম খন্ডটি এর আগে প্রকাশিত হলে ২০১৯ সালে সেটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রকাশনার আয়োজন করেছিল, বাংলাদেশ পোয়েটস ক্লাব। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক। সভাপতিত্ব করেছিলেন, কবি মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী।

# ইংল্যান্ডের উচ্চ আদালতে সলিসিটর এডভোকেট নিবন্ধিত মাহাবুবুর রহমান

রয়টার্স নিউজ ও দৈনিক বাংলাবাজার -এর সাবেক সাংবাদিক মানবাধিকার আইনজীবী মোঃ মাহাবুবুর রহমান ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এর সব উচ্চ আদালতে সলিসিটর এডভোকেট হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন। যুক্তরাজ্যে সলিসিটরদের রেগুলেটরি সংস্থা সলিসিটরস্ রেগুলেশন অথরিটি (এসআরএ) চলতি সপ্তাহে তাঁর এই নিবন্ধন অনুমোদন করে।

এই নিবন্ধনের কারনে মোঃ মাহাবুবুর রহমান একজন আইনজীবী হিসেবে যে কোনো সিভিল মামলায় ক্লায়েন্টকে প্রাকটিসিং ব্যারিস্টার বা কাউন্সেলের মতোই সকল উচ্চ আদালতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন। কোর্ট অব আপীল এবং সুপ্রীম কোর্টের জটিল সিভিল কেইসে ক্লায়েন্টকে রিপ্রেজেন্ট করার যোগ্যতা অর্জন করায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের আইনী সহায়তার সুযোগ বাড়বে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এমনকি বাংলাদেশসহ কমনওয়েলথ্ভুক্ত অনেক দেশে তিনি হাইকোর্টে মামলা পরিচালনা করতে পারবেন।

বিশেষ করে হাইকোর্টে যে কোনো ধরণের রীট দায়ের, ইনজানকশন আবেদন, অ্যাসাইল্যাম আপীলের ক্ষেত্রে আপার ট্রাইব্যুনালে পারমিশন টু আপীল, জুডিশিয়াল রিভিউ, ডিপোর্টেশন শুনানি এবং কোর্ট অব আপীলে শুনানি করতে পারবেন।

এ বিষয়ে সলিসিটর অ্যাডভোকেট মোঃ মাহাবুবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, দীর্ঘ সাংবাদিকতা পেশা থেকে আইনে পড়াশুনা, সলিসিটর হিসেবে কোয়ালিফাইড হওয়া এবং সব উচ্চ আদালতের এই অন্তর্ভুক্তির পথ এতো সহজ ছিল না। এই দীর্ঘ চলার পথে যারা পাশে থেকে সহযোগিতা, সমর্থন ও দোয়া করেছেন সবার কাছে কৃতজ্ঞতা। সবার ভালবাসার প্রতিদান যাতে তিনি দিতে

পারেন, এজন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছন।

প্রসঙ্গত, এর আগে মোঃ মাহাবুবুর রহমান বিপিপি ইউনিভার্সিটি থেকে হাইয়ার রাইটস্ অব অডিয়েন্স - সিভিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরও আগে তিনি ওয়েস্টমিনিস্টার ইউনিভার্সিটি ল' স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা ইন ল' (জিডিএল) এবং লিগাল প্রাকটিস কোর্স (এলপিসি) সম্পন্ন শেষে ২০২১ সালের জানুয়ারী মাসে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এর সিনিয়র কোর্টের সলিসিটর হিসেবে নিবন্ধিত হন।

এর আগে তিনি ইংল্যান্ডের আপার ট্রাইব্যুনালের (হাইকোর্ট) জাজ ব্যারিস্টার মার্ক সায়েম-এর সহকারি হিসেবে কাজ করেছেন। যুক্তরাজ্যের বাংলা কমিউনিটিতে আইনী সেবা দিয়েছেন ইস্ট লন্ডন ভিত্তিক ল' ফার্ম জে.এস সলিসিটর এবং বার্কিং এন্ড ড্যাগেনহাম সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোতে। তিনি বর্তমান ডিপলক সলিসিটর নামে একটি ল' ফার্মে কনসাল্টেট হিসেবে আইনী পরামর্শ দেন। অ্যাসাইলাম, ডিপোর্টেশন এন্ড হিউমান রাইটস্সহ সব ধরণের ইমিগ্রেশন আবেদন, আপীল, জুডিশিয়াল রিভিউ ও ফারদার সাবমিশন আবেদনে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। অ্যাসাইলাম, ট্রাফিকিং, ডিপোর্টেশন এন্ড হিউমান রাইটস্ আইনের ওপর তাঁর অ্যাক্রিডিটেশন রয়েছে।

তাছাড়া, হাউজিং, ফ্যামেলি, বিজনেস, সিভিল এবং ক্রিমিনাল আইনের ওপর ক্লায়েন্টদেরকে আইনী পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশের বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানা নিবাসী মরহুম আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের ছোট ছেলে মোঃ মাহাবুবুর রহমান। ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। কাজ করেছেন রয়টার্স নিউজ-এর লন্ডন অফিসে, দৈনিক আমার দেশ, বাংলাবাজার পত্রিকা এবং দৈনিক খবর পত্রিকায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া ব্রিটিশ কাউন্সিলে ইংরেজী পরীক্ষা আইইএলটিএস-এর মার্কার হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কয়েক বছর। এখন তিনি একজন ফুলটাইম আইনজীবী এবং আইনী আপটেড ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে টেলিভিশন টকশো ও পত্রিকায় হাজির হন নিয়মিত।

# রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইকে'র উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২ তম বার্ষীকি ও ইফতার

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল স্বাধীনতার ৫২ তম বার্ষীকি ও জাতীয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুস্ঠিত হয়ে গেল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে।

রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইকে'র উদ্যোগে আয়োজিত এ সভা, সংঘটনের সাধারন সম্পাদক রুহুল

ইসলাম দুদুর পরিচাস্যলনায় ও আব্দুল হান্নান তরফদারের সভাপতিত্বে অনুস্ঠিত হয়।

শাহ চেরাগ আলীর কন্ঠে পবিএ কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সুচিত এ অনুস্ঠানে বক্তারা বলেন ২৬শে মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা। এ দিনে বিশ্ব ব্যাপী ছডিয়ে থাকা বাঙ্গালী জাতি স্মরণ করে বীর শহীদদের স্বাধীনতা দিবস তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে মুক্তির প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত হওয়া এক রক্তাক্ত ইতিহাস। পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয়া বাঙালি জাতির জীবনে অনন্য একটি দিন। স্বাধীনতা যুদ্বে রাজনগর এলাকা গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলেন বক্তারা।

১৯৯৮ সাল থেকে রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইকে স্থানীয় রাজনগর এলাকায় আর্তমানবতার সেবায় বিভিন্ন রকম কার্যক্রমের বিষদ বিবরন দেন কমিটির নেতৃবৃন্দরা । এ বছর রাজনগর এলাকার ২০ টি স্কুল ও মাদ্রাসার স্থানীয় ছাএ ছাএীদের বিনামূল্যো চক্ষু পরিক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার উদ্যোগের পাশাপাশি গ্রামের মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরী করারও উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ রকম মহতি উদ্যোগকে নিয়মিত করে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যানে নিয়মিত এ ধরনের কার্যক্রম করার অহ্বান জানান অনুস্ঠানে উপস্থিত সকলে।

সভায় অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযুদ্বা এম এ মান্নান, তারাউল ইসলাম, রুহুল ইসলাম রুলু, আবদুস সালাম, নজরুল ইসলাম কয়েছ, আবু সিদ্দেক, জাকির খান, খয়রুল ইসলাম, দেলওয়ার হোসেন, জাকির হোসেন জিতু, ওয়ারিছ আলি, হাজী সেলিম, শাওন রহমান, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। ইফতার পূর্ব দেশ ও জাতির কল্যানে বিশেষ দোয়া করেন মওলানা ইমাম সৈয়দ ইব্রাহিম।

# যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রচার সম্পাদক ডালিয়া লাকুরিয়ার পিতার মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির গভীর শোক

যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রচার সম্পাদক ডালিয়া লাকুরিয়ার শ্রদ্ধেয় পিতা শহিদুল ইসলাম লাকুরিয়া জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লন্ডনের একটি হাসপাতালে আজ ২৫ মার্চ ২০২৩ শনিবার রাত ২ ঘটিকার সময় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। শহিদুল ইসলাম লাকুরিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

আজ এক শোকবার্তায় যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ বলেন, "ডালিয়া লাকুরিয়ার পিতার মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত । তিনি সকলের কাছে একজন সৎ, সজ্জন, ধার্মিক ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন । একজন আদর্শবান পিতা হিসাবে তিনি মেধা ও শ্রম দিয়ে তার সন্তানদের সুশিক্ষিত ও সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এবং নিজেকে সর্বদা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছিলেন যা এলাকাবাসী চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে।"

শোকবার্তায় নেতৃদয় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

Produced in partnership with UK Government

যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে সম্পাদিত

# প্রতিটি পরিবারের জন্য এখন সাপোর্টের ব্যবস্থা রয়েছে

## জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে ৪০টির বেশি স্কীম রয়েছে আপনার সাহায্যার্থে

জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে আমাদের অনেকেই নিজেদের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন এবং কীভাবে তারা ইউটিলিটি, জ্বালানি এবং খাবারের ব্যয় বহন করবেন তা অনিশ্চিত।

আমাদের পাঠকরা নিশ্চিত হতে পারেন যে, যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তা রয়েছে। সহায়তা পাওয়ার মত উপযোগী হলে আমাদের জন্য ৪০টিও বেশি স্কীম আছে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে এনার্জি বিল, চাইল্ডকেয়ার, এছাড়াও রয়েছে সাধারণ হাউজহোল্ড বিল। আপনি কোনটি পাওয়ার যোগ্য তা জানতে ভিজিট করুন **gov.uk/helpforhouseholds**

## এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীম

এই শীতে এনার্জি বিলের জন্য সহায়তা রয়েছে। প্রতিটি পরিবার তাদের বিলের জন্য ৪০০ পাউন্ড পাবে। এই অটোমেটিক, অফেরতযোগ্য ডিসকাউন্টটি শীতকালে পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য অক্টোবর ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ছয়টি কিস্তিতে দেয়া হচ্ছে। আপনার যদি ট্রাডিশনাল প্রিপেমেন্ট মিটার হয়ে থাকে, তাহলে আপনি প্রতি মাসে সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট ভাউচার পাবেন এবং আপনার সরবরাহকারীর নির্দেশ অনুসারে পোস্ট অফিস শাখায় বা পেপয়েন্ট শপে এ ভাউচারগুলো রিডিম করা যাবে।

## স্কাম সতর্কতা

আপনাকে এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীমের জন্য আবেদন করার দরকার নেই এবং এর জন্য কখনই আপনার ব্যাংক একাউন্টের তথ্য চাওয়া হবে না। gov.uk/helpforhouseholds-এ ভিজিট করে আরও জেনে নিন।

## চাইল্ডকেয়ার

আপনি প্রত্যেক শিশুর জন্যে বছরে ২০০০ পাউন্ড পর্যন্ত ট্যাক্স-ফ্রি চাইল্ডকেয়ার সাপোর্ট পেতে পারেন (বা ৪০০০ পাউন্ড যদি ডিসএবল্ড চাইল্ড হয়) অথবা ইউনিভার্সেল ক্রেডিটের সাথে আপনার চাইল্ডকেয়ার খরচের ৮৫% পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারেন, সেইসাথে ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী কর্মজীবী পরিবার হলে ৩ এবং ৪ বছর বয়সীদের জন্য ৩০ ঘন্টা ফ্রি চাইল্ডকেয়ার সাপোর্ট পেতে পারেন। যোগ্যতার মানদণ্ড বা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রযোগ্য। gov.uk/helpforhouseholds - ভিজিট করে আরও জেনে নিন।

## সহায়ক বিল

অনেক প্রোভাইডার নির্দিষ্ট কিছু বেনিফিট গ্রহণকারীদের স্বল্পমূল্যের ব্রডব্যান্ড এবং মোবাইল ডিল অফার করছে। যারা বিল পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছেন তাদের জন্য ওয়াটার কোম্পানীগুলো হার্ডশিপ স্কীমের অফার দিচ্ছে। এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত ‘পারিবারিক সহায়তা তহবিল’ বা ‘হাউজহোল্ড সাপোর্ট ফান্ড’ অত্যাবশ্যক খরচের জন্য সহায়ক হতে পারে - আরও জানতে আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে কথা বলুন। অথবা ভিজিট করুন - www.gov.uk/helpforhouseholds

*কে এম আবু তাহের চৌধুরী*

বাংলা পোস্ট-এর পক্ষ থেকে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং কানেক্টিং কমিউনিটিজ-এর চেয়ারম্যান জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হয়। জনাব চৌধুরী ইস্ট লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় বসবাস করেন। জনাব চৌধুরী বলেন, “জনসাধারণ যখন বর্ধিত বিল পরিশোধ নিয়ে খুব চিন্তিত তখন সরকারের তরফ থেকে এনার্জি বিলের জন্য এই সহায়তা প্রশংসনীয়। আমাদের সকলের জানা দরকার যে, সরকার প্রদত্ত এই সহায়তা সবাই পেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ইউনিভার্সেল ক্রেডিটভুক্ত লোকেরাই নয়, যে কোনও পেশার লোকেরা এই সহায়তা পাবেন।”

UK Government

**প্রতিটি পরিবারের জন্য এখন সাপোর্টের ব্যবস্থা রয়েছে। জীবনযাত্রার খরচে সাহায্য করার জন্য ৪০টিও বেশি স্কীম রয়েছে। gov.uk/helpforhouseholds - ভিজিট করে কোনটির জন্য আপনি যোগ্য তা জেনে নিন।**

*মিস্টার এন্ড মিসেস নোমান*

বাংলা পোস্টের পক্ষ থেকে পূর্ব লন্ডনের মেনর পার্ক এলাকার মি. এবং মিসেস নোমানের সাথেও যোগাযোগ করা হয়। মি. এবং মিসেস নোমান বলেন, “আমরা পূর্ব লন্ডনে একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী। তাই, আমরা ইউনিভার্সেল ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্যতা রাখি না। আমাদের উপার্জনের অর্থ দিয়ে আমাদের পরিবারের সকল খরচ মেটাতে হয়। এই স্বল্প আয় থেকে আমাদের জন্য অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা কঠিন ছিল।

এনার্জি সাপোর্ট চালু করাটা অবশ্যই একটি মহতি উদ্যোগ। এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীম থেকে আমরা অক্টোবর ও নভেম্বরে ৬৬ পাউন্ড এবং ডিসেম্বরে ৬৭ পাউন্ড পেয়েছি। যুক্তরাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে আমরা এখন সত্যিই স্বস্তি পেয়েছি।”

**HELP IS AVAILABLE NOW FOR EVERY HOUSEHOLD**

There are over 40 schemes available to help you tackle the costs of living.

Find out more gov.uk/HelpForHouseholds

Help for Households

বাংলা পোস্ট

**Bangla Post**
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
**Tel: News - 0203 674 7112**
**Sales - 0203 633 2545**
Email: info@banglapost.co.uk
**Web: www.banglapost.co.uk**

**Honorary Chairman**
Sheikh Md. Mofizur Rahman
**Founder & Managing Director**
Taz Choudhury
**Marketing Director**
Sayantan Das Adhikari

**Board of Director**
Kamruz Zaman Shuheb

**Advisers**
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

**Editor in Chief**
Taz Choudhury
**Editor**
Barrister Tareq Chowdhury
**News Editor**
Hasan Muhammad Mahadi
**Head of Production**
Shaleh Ahmed
**Sub Editor**
Md Joynal Abedin
**Marketing Manager**
Mahfuzur Choudhury

**Sylhet Bureau Chief**
Hasanul Hoque Uzzal
**Birmingham**
H M Ashraf Ahmed

**Sylhet Office**
Abdul Aziz Zafran
**Dhaka Office**
Md Zakir Hossen

# জাতীয় সরকার ও বাস্তবতা

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। এই নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উৎসাহ থাকলেও জনগণ ভোট দিতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এইজন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন জরুরি হয়ে পড়েছে। কিছুদিন পরপরই জাতীয় সরকার নিয়ে আলাপ তোলা হয়। সম্প্রতি 'জাতীয় ইনসাফ কায়েম কমিটি' নামের একটি সংগঠনের সভায় নির্বাচনের পূর্বেই একটি জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে। সংগঠনটি ২০১৩ সালে গঠিত হলেও তেমন সক্রিয় ছিল না। রাজধানীর পাঁচতারা হোটেলে নৈশভোজের অনুষ্ঠানে জাতীয় সরকারের দাবি তুলে নতুন করে আলোচনায় এসেছে সংগঠনটি। স্বভাবতই সংগঠনটি নিয়ে নানা ধরনের মতামত লক্ষ করা যাচ্ছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, দেশে এখন জাতীয় সরকার কেন গঠন করতে হবে? বিএনপিসহ দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি ভোটের জন্য আন্দোলন করছে। দলগুলো বারবার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি করছে। তাই জাতীয় ইনসাফ কায়েম কমিটির জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই কমিটির প্রস্তাব অনুসারে একটি জাতীয় সরকার গঠন করে নতুন সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংস্কার করা হবে।

রাষ্ট্র সংস্কারের কথা অনেক দিন ধরেই বলা হচ্ছে। সাধারণ মানুষও চায়, রাষ্ট্রের সংস্কার করা হোক। কিন্তু জাতীয় সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের সংস্কার কতটুকু বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক, তা আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশ জাতীয় সরকার গঠনের মতো অবস্থায় উপনীত হয়েছে কি না। রাজনৈতিক বিভাজন ও সংকট মোকাবিলায় বিবদমান দলগুলো নিয়ে জাতীয় সরকারের গঠনের উদাহরণ নিকট অতীতে খুব বেশি নেই। সাধারণত রাষ্ট্রের ক্রান্তিকালে সব দল দিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৩১-৩৫ সালে ব্রিটেনে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠন করা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসানের পর নেলসন ম্যান্ডেলা সরকারকেও অনেকে জাতীয় সরকার বলে থাকেন। কিন্তু তাদের প্রেক্ষাপট ও আমাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমাদের দেশে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার গঠনের একটি সুযোগ ছিল। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে পথ ধরেনি। পরে অবশ্য ১৯৭৫ সালে দলটি নিজেদের বিলুপ্ত করে বাকশাল গঠন করেছিল।... কিন্তু এখন আমাদের দেশে জাতীয় সরকার গঠনের কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। এমনকি বিএনপির প্রস্তাব অনুসারে নির্বাচনের পর যে জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে তারও কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

বিএনপি কী বুঝে নির্বাচনের পর সবাইকে নিয়ে জাতীয় সরকারের প্রস্তাব করছে, তা বোধগম্য না। বিএনপি যে প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তা হচ্ছে, সবাইকে নিয়ে রাষ্ট্রের সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া।

# স্বাধীন হওয়ার কারণেই আমরা পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে

**মুঈদ রহমান**

আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। গত ৫২ বছর ধরে আমরা প্রতিবছরই এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করে আসছি। এ বছরও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ দিনগুলো কেবল আনুষ্ঠানিকতার জন্য উদযাপিত হয় না; বরং যে লক্ষ্য সামনে রেখে দিবসটির জন্ম তার একটি বছরওয়ারি খতিয়ান বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্য অর্জনে যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তবে তা পূরণের অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয়। আজ প্রায় অর্ধশতক পরে এসে আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে দুই ধরনের মূল্যায়ন চোখে পড়ে।

প্রথমটি হলো, যারা পাকিস্তানের অনিবার্য পতন আজও মেনে নিতে পারেননি, তাদের মতে আমাদের দেশ এখনো পাকিস্তান থাকলে মঙ্গল হতো। দ্বিতীয় মূল্যায়নটি স্বাধীনতার পক্ষশক্তির। তাদের মত হলো, স্বাধীনতার সনদে উল্লেখ করা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আমরা আজও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। এ দুটি মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করার একটি প্রয়াস নেওয়া যেতেই পারে। তবে এ কাজে সাবেক ইউজিসি প্রফেসর ড. মইনুল ইসলামের সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের সহযোগিতা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রথম মূল্যায়নটি-যেখানে বলা হয়ে থাকে, আমরা পাকিস্তান থাকলেই ভালো থাকতাম-পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে উত্থিত। এ ধরনের মূল্যায়নে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ) যে সীমাহীন শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, লুণ্ঠন ও রাজনৈতিক নিপীড়ন চালানো হয়েছিল, তা অবলীলায় অস্বীকার করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা জননির্ভর হওয়ার বিপরীতে সামরিকনির্ভর হয়ে পড়ে। গত ৭৫ বছর ধরে পাকিস্তানের কোনো সরকার জাতীয় বাজেটে সামরিক খাতের আধিপত্য খর্ব করার সাহস রাখেনি; আজও রাখে না। ২০২৩ সালে এসেও পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর সমর্থন ছাড়া কোনো সরকার গঠন ও পরিচালনা কল্পনাতীত বিষয় হয়ে আছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক হতাশা বিরাজ করলেও সামরিকতন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই। যারা আজও পাকিস্তানকে বাংলাদেশের তুলনায় অধিকতর স্বস্তিদায়ক মনে করেন, তারা কোনো সূচক ব্যবহার করেন না বা সূচকের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি এড়িয়ে যান এবং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ২০২৩ সালের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তুলনামূলক এমন কতগুলো সূচক আছে, যা থেকে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তান আজ আর কোনো তুলনীয় রাষ্ট্র নয়। সূচকগুলো হলো-এক. বাংলাদেশের মোট জিডিপি ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার, পাকিস্তানের জিডিপি ৩৪৬ বিলিয়ন ডলার, যা আমাদের চেয়ে ১১৯ বিলিয়ন কম। দুই. পাকিস্তানের মোট জিডিপি আমাদের চেয়ে কম, কিন্তু জনসংখ্যা বেশি। সেখানে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক ১ শতাংশ; আর বাংলাদেশে এ হার ১ দশমিক ২ শতাংশ। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ২২ কোটি; আর বাংলাদেশে ১৭ কোটি। অথচ ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৬ কোটি; আর সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটিরও বেশি। তিন. মাথাপিছু আয়কে সামনে আনা যাক। ২০২২ সালের জুনের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ২৭৯৩ ডলার; পাকিস্তানের ছিল ১৫৪৭ ডলার। তবে ২০২৩ সালের জুনে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে ২৮৪৬ ডলার হতে পারে; এর বিপরীতে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় কমে ১৪৪৬ ডলারে দাঁড়াতে পারে। চার. রপ্তানি আয়ের পার্থক্যটাও লক্ষণীয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৫২ বিলিয়ন ডলার; আর পাকিস্তানের ছিল প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার। পাঁচ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে সরকারের ও আইএমএফের হিসাবে গরমিল আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালে সরকারি হিসাবমতে কমে দাঁড়িয়েছে ৩২ বিলিয়ন ডলারে। কিন্তু আইএমএফ বলছে সঠিক হিসাব হলো, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ ২৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি নয়। আমরা যদি সর্বনিম্ন হিসাবটিও ধরি, তাহলেও তা দিয়ে তিন মাসেরও বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। অন্যদিকে একই সময়ে পাকিস্তানের রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৪ বিলিয়ন ডলার, যা দিয়ে মাত্র ৩ সপ্তাহের আমদানি ব্যয় মেটান যেতে পারে। ছয়. বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ জিডিপির ২০ দশমিক ৪৮ শতাংশ; আর পাকিস্তানের বেলায় তা জিডিপির প্রায় ৪৭ শতাংশ। সাত. নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বাড়ির আঙিনার বাইরে গিয়ে কর্মরত নারীর অনুপাত পাকিস্তানে ১৪ শতাংশের বেশি নয়; অথচ বাংলাদেশের বেলায় এ হার ৩৬ শতাংশেরও বেশি। আট. আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ২১ জন; অন্যদিকে পাকিস্তানে বর্তমানে তা হাজারে ৫৯ জন। নয়. বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু যেখানে ৭৩ বছর; পাকিস্তানের বেলায় তা মাত্র ৬৬ বছর। দশ. বাংলাদেশে শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে; কিন্তু পাকিস্তানে প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ এখনো বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে অবস্থান করছে। এগারো. স্থানীয় মুদ্রার কথায় আসি-২০০৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রুপির মূল্যমান বাংলাদেশের টাকার চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি ছিল। ২০২৩ সালে এসে বাংলাদেশের বাজারে ১০৭ টাকায় ১ ডলার কেনা যায়; কিন্তু পাকিস্তানে ১ ডলার কিনতে হলে ২৭৭ রুপি খরচ করতে হয়। বারো. বাংলাদেশের জনগণের সাক্ষরতার হার হচ্ছে ৭৬ শতাংশ; আর পাকিস্তানের বেলায় তা মাত্র ৫৯ শতাংশ। তেরো. জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে। ২০২২ সালের মানব উন্নয়ন সূচকে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২৯; আর পাকিস্তানের অবস্থান ১৪৭। এসব সূচক বিচেনায় নিয়ে স্পষ্টভাবেই বলা চলে, আজকের বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো তুলনা চলে না। বাংলাদেশের তুলনা হতে পারে সফল কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে।

সুতরাং মূল্যায়নকারীদের প্রথম অংশের বিচার-বিশ্লেষণ প্রমাণসাপেক্ষ নয়; নয় বাস্তবতার প্রতিফলন। নেহায়াতই পাকিস্তানপ্রীতি থেকে মূল্যায়ন-মন্তব্যটি করা হয়ে থাকে। এবারে আসা যাক স্বাধীনতার পক্ষশক্তির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে। এ অংশের বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা হচ্ছে বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অনন্য প্রাপ্তি। পৃথিবীর বুকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য স্বাধীনতা ছিল অপরিহার্য শর্ত। তবে একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, স্বাধীনতা সনদের যে মূলনীতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার-এ তিনটি নীতির প্রতি আমরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সুবিচার করতে পারিনি। এ মূল্যায়নটি আমলে নেওয়ার দাবি রাখে। আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে সক্ষমতা অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারলে আমরা আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে পারতাম। স্বাধীনতার প্রথম দুই দশক আমাদের গণতান্ত্রিক পথচলা দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। '৯০-পরবর্তী সময়ে নির্বাচনমুখী রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থা সন্তোষজনক পর্যায়ে ফিরে আসে। কিন্তু ২০১৪ সালের পর প্রচলিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থায় চিড় ধরতে থাকে। আজকের দিনে বলা যায়, সুষ্ঠু-গণতান্ত্রিক ধারার কোনো নির্বাচনের আশা জনগণ মন থেকে মুছে ফেলেছে। সুতরাং রাজনীতির বেলায় আমরা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাতে পারিনি। অন্যদিকে অর্থনীতিতে যদি দুর্নীতি, পুঁজি লুণ্ঠন এবং পুঁজি পাচার বন্ধ করতে পারতাম, তাহলে আজকের বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে অনন্য উদাহরণ হতে পারত।

সরকারি ভাষ্যমতেই আমাদের অর্থনীতিতে যে পরিমাণ কালোটাকা আছে, তা জিডিপির ৩৩ শতাংশের সমান; কিন্তু তার সুরাহা করতে পারছি না। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রেটি সারা বিশ্বের অবৈধ অর্থ প্রবাহ, দুর্নীতি, অবৈধ বাণিজ্য ও অর্থ পাচার নিয়ে গবেষণা করে। তাদের প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশ থেকে ১০ বছরে পাচার হয়েছে ৭ হাজার কোটি ডলার। তার মানে হলো, অর্থ পাচারের পরিমাণ গড়ে বছরে ৭০০ কোটি ডলার। যদি ১ ডলার সমান ১০০ টাকা ধরা হয়, তাহলে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে ৭০ হাজার কোটি টাকা; অথচ আমরা যে পদ্মা সেতু নিয়ে গর্ব করি, সেই পদ্মা সেতু নির্মাণে ৮ বছরে মোট ব্যয় করা হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। সেই হিসাবে পদ্মা সেতু নির্মাণে আমরা প্রতিবছর গড়ে মাত্র ৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয় করেছি। আমরা এ সমস্যারও কিনারা করতে পারছি না। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। ২ হাজার টাকার ঋণখেলাপি কৃষককে কোমরে দড়ি বেঁধে আইনের দরজায় নিয়ে যাওয়া হয়; কিন্তু ২ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে মন্ত্রিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। আয়বৈষম্য বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। একদিকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত দরিদ্র হচ্ছে; বিপরীতভাবে দিনদিন ধনীরা পরিণত হচ্ছে 'সুপার' ধনীতে। প্রচারিত ও প্রকাশিত প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির কোনো সুফল সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না। তাই মনে হয়, আমরা সাম্যের প্রতিশ্রুতি থেকে দিনকে দিন বিচ্যুত হচ্ছি।

*মুঈদ রহমান : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়*

# SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASAH & ORPHANAGE

**UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ**
**Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.**
**Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357**

This Project is run by our charity which is regulated by the People's Republic of Bangladesh NGO Affairs Bureau, (Registration Number 3052).
The Orphanage is registered and regulated by the Ministry of Social Welfare People's Republic of Bangladesh (Registration Number 1117/10).

## RAMADAN 2023

## LIVE FUNDRAISING APPEAL

## 17th & 25th Ramadan

বিকাল ৫:৩০টা থেকে ফজর পর্যন্ত From 5.30PM till Fajr

**জরুরী সাহায্যের আবেদন**

**on NTV Sky 780**

**Studio Hotline** 0203 515 5838
**Donation Hotline** 0208 090 1224

**Donation Number: 0798 335 7324**

### You can participate:

**SEHRI AND IFTAR**
1day: £1 per person
30 days £30 per person
1day for 2000 person: £2000
30 day £60,000 for 2000 person

**HAFIZ SPONSOR**
1year £250, 3years £750
Per **STUDENT** annual cost £ 250

**MEAL** for 1 student per month £30
**1 COW** £500, **1 GOAT** £100

**FIDYA £150pp FITRAH £5**

**1 Set CLOTHES for Orphan £20**
**1set KITAB £100**

Your donations and support can bring smiles to the faces of these helpless poor orphan students at Shahbag orphanage

**www.shahbagjamia.com**
UK Charity No. 1126168

### SUPPORT PROJECT
**TO GENERATE PERMANENT INCOME FOR ORPHANAGE**

Catel Farm £300,000
1 Cow £500, 1 Goat £100
Build 20 Shops £3000 per shop

**UK Bank Details:**
**Shahbagh Jamea Madania Quasimul Ulum Trust**
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

**Donate Generously Lillah**
**Zakat, Sadaqah, Fidya**
**Fitra & Mannat**
এছাড়াও লিল্লাহ, জাকাত, সাদাক্বাহ, ফিদিয়া ও মান্নত সাধ্য মোতাবেক দান করতে পারেন।
**You can donate monthly by Direct Debt**

**For further information please contact:**
**Maulana Abdul Hafiz, Principal**
**Mobile: 0798 335 7324**
**e: shahbagjamia@yahoo.com**

# জাতীয় নির্বাচন হতে হবে শেখ হাসিনাবিহীন নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে: তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে রেখেই নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠনে সংবিধান

কোনো বাধা নয়। শুধু সদিচ্ছার প্রয়োজন। দেশ স্বাধীন করার সময় সংবিধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এবার দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনেও সংবিধান বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপি আয়োজিত সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রোববার, ২৬ মার্চ ২৬,২০২৩, পূর্ব লন্ডনে দ্যা রয়েল রিজেন্সি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির আহবায়ক এম এ মালিক। যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদের পরিচালনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি ও বিএনপির মিডিয়া সেলের আহবায়ক জহির উদ্দিন স্বপন, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ড. জালাল উদ্দিন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, গোলাম রাব্বানি সোহেল, সলিসিটর ইকরামুল হক মজুমদার, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরু, মিছবাহউজ্জামান সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, মোশাহিদ আলী তালুকদার, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রহিম উদ্দিন, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাসির আহমেদ শাহিন ও আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক লিটন আফিন্দি।

সভায় তারেক রহমান বলেন, দেশের প্রায় বারো কোটি ভোটার। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ভোটার তালিকায় প্রায় ২ কোটি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছিল। এই সব ভোটারদের কাছে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, আপনারা কি, ২০১৪ সাল কিংবা ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পেরেছিলেন? আপনারা ভোট দিতে পারেননি কারণ ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে ভোট ছাড়াই এমপি বানিয়ে দিয়েছিলো বেহুদা নির্বাচন কমিশন। আর ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিনের বেলায় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ছিল। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বর দিবাগত নিশিরাতে জনগণের ভোট ডাকাতি করে গঠন করা হয়েছে নিশিরাতের সরকার।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরো বলেন, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল। এই কয় বছরে ভোটার তালিকায় দেশে আরো প্রায় দেড় কোটি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের এই দেড় কোটি ভোটার ঐক্যবদ্ধ হলে আর বিনা ভোটে শেখ হাসিনার ক্ষমতায় থাকার খায়েশ পূরণ হবেনা।

বারো কোটি ভোটারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় হয়েছে, 'আপনার ভোটের অধিকার কি ভোট ডাকাতদের কাছে সমর্পন করবেন নাকি নিজের ভোট দেয়ার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শামিল হবেন'।

ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলনে সবাইকে শামিল হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, সবাই নিজের ভোটের অধিকার প্রয়োগের প্রস্তুতি নিন। শপথ নিন 'আমার ভোট আমি দেব যাকে ইচ্ছে তাকে দেব'।

ভোটারদের উদ্দেশ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমার দল কথা দিচ্ছে, আপনার ভোট যেন আর কেউ ডাকাতি করতে না পারে সেজন্য বিএনপি আপনাদের পাশে ছিল, আছে, থাকবে'।

তিনি বলেন, দেশের বারো কোটি ভোটারের কাছে বিএনপির অঙ্গীকার, নাগরিকদের ভোটাধিকার আদায়ের জন্যই বিএনপির দাবি 'নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার'।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গণতন্ত্র ভোটাধিকার অর্জনের জন্য জনগণকে রাজপথের আন্দোলনে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ যাবে কোন পথে ফয়সালা হবে রাজপথে।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, গণতন্ত্রবিরোধী মাফিয়া চক্র বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ক্ষমতাসীন মাফিয়া সরকার বাংলাদেশকে আজ গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এখন আর আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে কোনো দেশকে দেখা যায়না।

তিনি বলেন, ২০১৭ সালে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এই রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বেড়ে এখন ১২ লক্ষাধিক। অথচ, গত ছয় বছরে একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে মাফিয়া সরকার।

তারেক রহমান বলেন, একটানা এতো বছর রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখলেও রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্বের একটি দেশকেও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড় করাতে পারেনি নিশিরাতের সরকার। দুঃখজনক হচ্ছে, কোনো কোনো দেশকে আওয়ামী লীগ তাদের পারিবারিক কিংবা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে পারলেও একটি দেশকেও বাংলাদেশের বন্ধু বানাতে ব্যর্থ হয়েছে।

তারেক রহমান বলেন, এমনকি প্রতিবেশী ভারতের কাছ থেকেও আওয়ামী লীগের অবৈধ সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ আদায় করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ একটানা একযুগের বেশি সময় ধরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার পরও ভারতের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি। বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি দূরে থাক, উল্টো তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের আওতায় ভারত তিস্তায় আরো দুটি বাঁধ নির্মাণ করতে যাচ্ছে। এ বাঁধ নির্মাণ করলে বাংলাদেশের উত্তর জনপদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে।

তিনি বলেন, অপ্রিয় বাস্তবতা হলো, গুম খুন করে বিনাভোটে ক্ষমতা দখল করে রাখা আওয়ামী লীগকে প্রায় প্রকাশ্যেই সমর্থন দিয়েছে প্রতিবেশী ভারত। বিনিময়ে আওয়ামী লীগ ভারতকে ট্রানজিট, ট্রান্সশিপমেন্ট এবং বাংলাদেশের বন্দর ব্যাবহারের সুযোগ দিয়েছে। বিপরীতে ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের একটি স্বার্থও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার আদায় করতে পারেনি। তবে আওয়ামী লীগ ভারতের কাছ থেকে একটি সুবিধা আদায় করেছে। সেটি হলো, আওয়ামী লীগ ভারতের কাছ থেকে গণতন্ত্রকামী মানুষকে সীমান্তের ওপারে ফেলে আসার সুবিধা আদায় করতে পেরেছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে আওয়ামী লীগের বেইমানির আরো নজির রয়েছে। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে নিশিরাতের সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রকাশ্যেই একটি দেশদ্রোহী কথা বলেছিলেন। অবৈধ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন, 'ভারতকে বলেছি, শেখ হাসিনার সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করা দরকার, সেটি করতে। 'আমি ভারতে গিয়ে বলেছি, শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।'

তারেক রহমান বলেন, একটি স্বাধীন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকার জন্য এভাবে আরেকটি করুনা ভিক্ষা একমাত্র আওয়ামী লীগের মতো অপশক্তির পক্ষেই সম্ভব। স্বাধীনতার ৫২ বছর পর ক্ষমতা লোভী মন্ত্রীর এমন নির্লজ্জতায় প্রমাণিত হয়েছে 'দেশের জনগণ এখন নিজ দেশেই যেন পরাধীন'।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আরো বলেন, স্বাধীনতার সঙ্গে আত্মমর্যাদার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন অপশক্তি শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার লোভে দেশের জনগণের 'আত্মমর্যাদা ও গৌরব'কে পরিকল্পিতভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।

আওয়ামী অপশক্তি জনগণের সামনে এমনভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরছে তাতে মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা কারো দয়ার দান।

এ প্রসঙ্গে তারেক রহমান ২০১৯ সালে ছাত্রলীগের জঙ্গিদের হাতে বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন। তারেক রহমান বলেন, পরগাছা ছাত্রলীগ জঙ্গিরা আবরার ফাহাদকে বুয়েটের আবাসিক হলে ঠান্ডা মাথায় পিটিয়ে হত্যা করেছে ।

# হাজী আব্দুল জলিল এন্ড মাহমুদা খাতুন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ইউকের পক্ষ থেকে দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তী বিতরন

পবিত্র মাহে রমজানকে সামনে রেখে প্রতিবারের মত এবারও হাজী আব্দুল জলিল এন্ড মাহমুদা খাতুন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে এর পক্ষ থেকে প্রায় ৩শত দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এবং আইনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫ জন মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদেরকে বৃতি প্রদান করা হয়েছে। এতে উপস্থিত ছিলেন আইনপুর পাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মামুন মিয়া।

২১শে মার্চ মঙ্গলবার মৌলভীবাজার সদর উপজেলার খলিলপুর ইউনিয়নের আইনপুর গ্রামে দুপুর ১২ ঘটিকার সময় নিজ বাড়ীতে মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজাদ বখ্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অভিবাবক কমিটির সদস্য হুমায়ুন আহমেদ এর পরিচালনায়, সভাপত্বি করেন হাজী আব্দুল জলিল এন্ড মাহমুদা খাতুন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে এর সভাপতি বাংলা পোষ্টের পত্রিকার সাব এডিটর প্রভাষক জয়নাল আবেদিন।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিথ ছিলেন, মৌরভীবাজার সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ব্যারিষ্টার ফয়েজ উদ্দিন আহমদ, ১নং খলিলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু মিয়া চৌধুরী, সমকাল পত্রিকার মৌলভীবাজার জেলা প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম, মৌরভীবাজার সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রাণ ও দূযোর্গ বিষয়ক সম্পাদক অলিউর রহমান অলি, খলিলপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আশরাফ আলী খান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হেকিম, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ছাবু মিয়া ও হাজী আব্দুল জলিল এন্ড মাহমুদা খাতুন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে এর প্রধান উপদেষ্টা আবু ইউসুপ আরও অনেকে।

# স্মল বোট লেজিনলেশন বিল বাতিলের দাবি লিবডেমের

যুক্তরাজ্যের লিবারেল ডেমোক্র্যাটস বা লিবডেম রক্ষণশীল টোরি সরকারের Small Boats Legislation মাইগ্রেশন বিল প্রত্যাখ্যান করে বিলটি বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

এর আগে লিবডেমের এক জরুরি সম্মেলনে বিতর্কের জন্য আনা একটি প্রস্তাবে লিবারেল ডেমোক্র্যাটসরা ব্যক্তিগতভাবে ও অনলাইনে ভোট দিয়ে সর্বসম্মতভাবে বিতর্কিত এই বিলটি প্রত্যাখ্যান করে বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

প্রস্তাবিত বিলটিকে অবৈধ অভিবাসন বিল উল্লেখ করে লিবডেম বলছে, এই বিলটির অর্থ হলো: অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে আসা ব্যক্তিদের দেশে বসতি স্থাপনে বাধা দেওয়া হবে এবং তাদের যুক্তরাজ্যে ফিরে আসা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়বে।

লিবডেম সূত্রে বলা হয়, লিবারেল ডেমোক্র্যাটস বিশ্বাস করে, 'কোন ব্যক্তি অবৈধ নয়' এবং শরণার্থীদের এখানে স্বাগত জানানো হয়। তাই তাদের দল টোরি সরকারের Small Boats Legislation, বিলের পরিবর্তে একটি ভালো বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে।

লিবডেমের প্রস্তাবে বিলটি বাতিলের জন্য টোরি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা, হয়, একটি সম্প্রসারিত, সঠিকভাবে অর্থায়নে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প প্রদানসহ সমস্ত দেশ থেকে শরণার্থীদের যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি নিরাপদ এবং আইনি পথ প্রদান করতে হবে।

লিবডেমের হোম অ্যাফেয়ার্সের মুখপাত্র এবং প্রস্তাবের প্রবর্তক অ্যালিস্টার কারমাইকেল, বলেছেন, "আমরা এই ক্ষতিকারক এবং বিপজ্জনক আইনের বিরোধিতা করবো এবং তাদের দল যে কোনও উপায়ে এই বিলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

এদিকে ২৭শে মার্চ, সোমবার রাতে লন্ডনের লিবারেল ডেমোক্র্যাটস Small Boats Legislation, বিল বাতিলের দাবিতে লয়েড জর্জ, পার্লামেন্ট স্কোয়ার, ওয়েস্ট মিনিস্টারে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, টোরি সরকারের মাইগ্রেশন বিলটি অবৈধ এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন। টোরি সরকারের একটাই স্লোগান, তা হলো: "নৌকা থামাও" কিন্তু আগামী নির্বাচনে লিবডেমের স্লোগান হলো 'ওদের বের করে দাও।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন, লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা মনিরা উইলসন এমপি, সারা ওলনি এমপি, হিনা বোখারি এএম, ইরিনাভন উইজ, এডওয়ার্ড লুকাস, আন্তোনিও ক্রিস মেইন, জনি সিং, নিকোলাস, জুলিয়ান, মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন প্রমুখ।

পূণ্যভূমি সিলেটে প্রথম স্বতন্ত্র পোস্ট গ্রাজুয়েট স্পেশালাইজেশন ইসলামী গবেষণা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

# জামেয়াতুল খাইর আল ইসলামিয়া সিলেট

JAMIATUL KHAIR

জামেয়ার নির্মাণাধীন পরিকল্পিত ৫ তলা ভবনের ১ম তলার দৃশ্যমান ক্যাম্পাসের একাংশ

জামেয়ার নির্মাণাধীন পরিকল্পিত ৫ তলা ভবনের ১ম তলার দৃশ্যমান ক্যাম্পাসের পিছনের একাংশ

জামেয়ার নির্মাণাধীন ৫ তলা ভবনের পরিকল্পিত ক্যাম্পাসের দৃশ্য

পূণ্যভূমি সিলেটে প্রথম স্বতন্ত্র পোস্ট গ্রাজুয়েট স্পেশালাইজেশন ইসলামী ইনস্টিটিউট জামেয়াতুল খাইর আল ইসলামিয়া সিলেট।

বর্তমানে মহাসড়ক সংলগ্ন সুপরিসর নিজস্ব ভূমিতে পাঁচ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট কয়েকটি ভবনের প্রথম তলার নির্মাণকাজ আলহামদুলিল্লাহ দৃশ্যমান। পাঁচ তলা পর্যন্ত অবশিষ্ট বেশিরভাগ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে প্রায় মিলিয়ন পাউন্ডের প্রয়োজন। আপাতত দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করা জরুরী ভিত্তিতে দরকার। সর্বত্র আশার আলো সৃষ্টিকারী ইসলামিক শিক্ষা স্থাপত্য "জামেয়াতুল খাইর আল ইসলামিয়া সিলেট" এর জমিক্রয়, নির্মাণ কাজ ও প্রচুর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আপনাদের দান এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। আগামী ৮ এপ্রিল মোতাবেক ১৭ সতেরো রামাদান শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটা থেকে সেহরি পর্যন্ত লন্ডনের ইকরা বাংলা টিভিতে জামেয়াতুল খাইর এর জন্য বিশেষ ফান্ডরাইজিং আপীল। আপানাদের অকাতরে দান হোক জামেয়ার নিত্যসঙ্গী।

প্রতিষ্ঠানের অনারারি ট্রাস্ট্রি ও লাইফ টাইম মেম্বার হওয়ার জন্য আপনারা **£1000** (এক হাজার) পাউন্ড বা সমপরিমাণ অর্থ দান করতে পারেন।

অনারারি ট্রাস্টি প্লাস হাফ ডিসিমেল ল্যান্ড ডোনার (ভূমি দাতা) হিসেবে **£1500** (পনের শত) পাউন্ড (বা সমপরিমাণ অর্থ) দান করে স্মরণীয় অবদান রাখতে পারেন।

**£200** পাউন্ড দান করে বড় এক সেট কিতাব দান করতে পারেন।

অন্য যেকোনো এমাউন্ট দিয়েও সদকায়ে জারিয়ার এ মহান প্রজেক্টে নিজেকে শরীক করতে পারেন। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

## বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

**Bank details:**
**Jamiatul Khair**
**HSBC**
**A/C: 43953017**
**Sort code: 40-06-30**

**Mufti Abdul Muntaqim**
13 Bilberry house, watts Grove, London E3 3RH
07983363952

# অ্যাডেনোভাইরাস সংক্রমণ বাড়ছে, কী করবেন

**ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান**

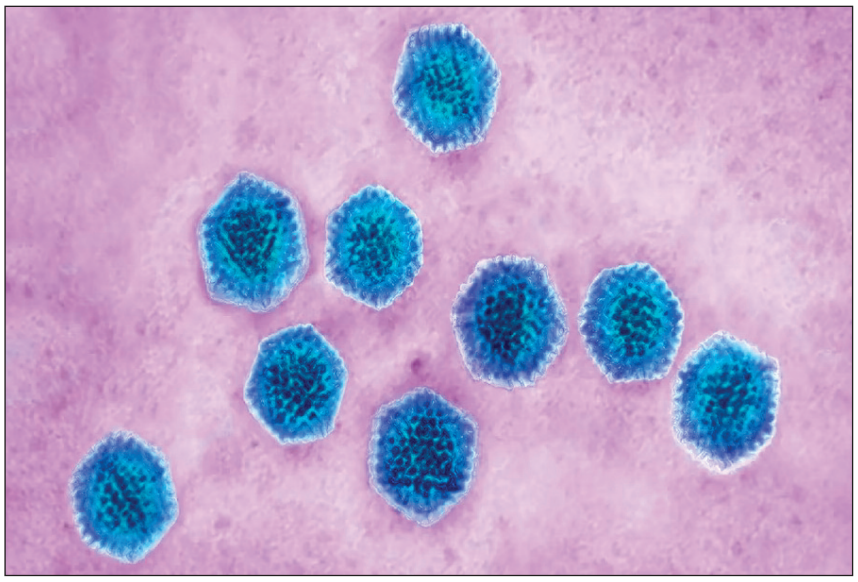

কভিড অতিমারির পর ফুসফুসের নানা রকম সংক্রমণ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা অনেক বেড়েছে। তবে সচেতনতা কখনো কখনো উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমনড়্অতি সম্প্রতি পাশের দেশের মতো আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণকারী একটি ভাইরাসের প্রকোপ। নাম ‘অ্যাডেনোভাইরাস’।

শ্বাসতন্ত্রের ওপরের অংশ; যেমনড়্নাক, গলবিল, শ্বাসনালিকে সংক্রমণকারী এই ভাইরাস একটি পরিচিত ভাইরাস। প্রতিবছর শীতের শেষে বা শুরুতে যেসব ভাইরাস আমাদের শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটনায় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ভাইরাস এটি।

এর সংক্রমণের প্রদাহের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে হলেও এর জন্য রোগীর যে সাময়িক ভোগান্তি, সেটি কখনো কখনো সমস্যার উদ্রেক করে। তবে নির্দোষ সর্দিকাশি-ঠাণ্ডা হিসেবে চিহ্নিত না করে এই ভাইরাসের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষত শিশু, বয়োবৃদ্ধ, গর্ভবতী এবং বিবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে বড় ধরনের দুর্ভোগের শিকার হতে পারে। তাই এই ভাইরাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার এখনই সময়।

অ্যাডেনোভাইরাস কী

১. অ্যাডেনোভাইরাস করোনাভাইরাসের মতোই একটি রেসপিরেটরি ভাইরাস, যা শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। এর উপসর্গগুলোও অনেকটা কভিডের মতোই এবং এটিও অত্যন্ত ছোঁয়াচে বা সংক্রামক।

২. যেকোনো বয়সীরাই অ্যাডেনোভাইরাসে সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু ঠিক কভিডের মতোই এখানেও শিশু, বয়স্ক এবং যাদের দীর্ঘমেয়াদি অন্য রোগ রয়েছে, তাদের আক্রান্ত হয়ে জটিল পর্যায়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।

৩. অ্যাডেনোভাইরাস সাধারণত চোখ, শ্বাসযন্ত্র, মূত্রনালি ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে। সাধারণত আক্রান্ত হওয়ার দুই দিন থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই শরীরে এই ভাইরাসের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। এই ভাইরাসের সবচেয়ে প্রচলিত লক্ষণগুলো হলো জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া, পেট ব্যথা, ব্রংকাইটিস, কনজাংটিভাইটিস ইত্যাদি। খুব কম ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া, ব্রেন ও স্পাইনাল কর্ডের জটিলতা হতে পারে।

**কিভাবে ছড়ায়**

এই সংক্রামক ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি থেকেই ছড়ায়। রোগীর ছোঁয়া কোনো জিনিসের সংস্পর্শে এলেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসও সরাসরি আক্রমণ করতে পারে ফুসফুসকে।

**কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন**

১. বেশি তাপমাত্রার জ্বর হলে।
২. শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলে।
৩. চোখ লাল হয়ে কনজাংটিভাইটিস হলে।
৪. শরীরের অক্সিজেন লেভেল নিচে নেমে গেলে।
৫. ডায়রিয়া হলে।
৬. মাথা ব্যথা, বমি, জন্ডিস দেখা দিলে।

চিকিৎসা

এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। সাধারণত লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। জটিল অবস্থায় অ্যান্টিভাইরালজাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**প্রতিরোধের উপায়**

১. বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। শিশুদেরও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যাস করা।
২. বাইরে থেকে এসে জামাকাপড় বদল করে এবং হাত ধুয়ে তবেই শিশুদের কাছে যেতে হবে।
৩. ভিড় থেকে শিশুদের দূরে রাখা। জনবহুল স্থানে যেতে হলে মাস্ক ব্যবহার করা।
৪. হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলা।

আক্রান্ত হলে করণীয়

করোনার মতোই অ্যাডেনোভাইরাস সংক্রামক। তাই আক্রান্ত হলে বিশেষ কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা জরুরি :

১. অ্যাডেনোভাইরাসে আক্রান্ত হলে বা উপসর্গ দেখা দিলে শিশুদের স্কুলে পাঠাবেন না।
২. বড়দের কারো যদি সংক্রমণ হয়, তাহলে তিনি শিশু, অতিবৃদ্ধ ও গর্ভবতী মহিলা থেকে দূরে থাকবেন।
৩. প্রতিদিন হালকা গরম লবণ পানি দিয়ে গার্গল করুন। ছোট বাচ্চাদের হালকা গরম পানি বা অন্য যেকোনো গরম পানীয় বারবার খেতে দিন।
৪. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিক বা কফ সিরাপ দেবেন না।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আমরা বহুদূর এগিয়ে গেলেও এখনো ক্ষুদ্র জীবাণু; যেমনড়্ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার কাছে অসহায়। তাই প্রতিকারের চেয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করাই সময়ের দাবি।

# ইনহেলার ব্যবহারে কি রোজা ভাঙ্গে?

**ডা. শেখ এ এইচএম মেসবাহউল ইসলাম**

বিশ্বের অনেক মুসলিম স্কলার একটি বিষয়ে এক সভায় একমত হয়েছেন যে, যদি দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন-অ্যাজমা ও সিওপিডি সমস্যা থাকে এবং সে যখন রোজা রাখে তখন ইনহেলার আকারে নেওয়া অ্যাজমা ও সিওপিডি ওষুধগুলো রোজা ভঙ্গ করে না।

বিষয়টি মেডিক্যাল জার্নালেও প্রকাশ হয়েছে। যদি কেউ তার রোজার অংশ হিসাবে সঠিকভাবে ওষুধ গ্রহণ না করাকে বেছে নেন, তবে তার অ্যাজমা ও সিওপিডি লক্ষণগুলো আরও খারাপ হতে পারে।

ইনহেলার ব্যবহারে রোজা ভেঙে যায়-রোগীদের এ দ্বিধা মোকাবিলায় সহায়তা করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি পদ্ধতি হলো রোগীদের তাদের ইনহেলার ব্যবহারের সময় নিয়ে সাহায্য করা। বেশিরভাগ অ্যাজমা ও সিওপিডি এর প্রতিরোধক ওষুধগুলো দিনে দুবার নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে রোগীরা সেহরির সময় এবং ইফতারের সময় ICS বা ICS+LABA দৈনিক প্রতিরোধক ইনহেলার পুনর্বিন্যাস করতে পারেন। যেহেতু হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য রোগীদের তাদের প্রতিরোধক ইনহেলার (ICS I LABA) নির্ধারিত হিসাবে গ্রহণ করা চালিয়ে যেতে হবে। রমজান মাসে প্রতিরোধক থেরাপি মেনে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে চিকিৎসকদের কর্তব্য রোগীদের সচেতন করা বা সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। রমজান মাসে রোগীদের ধূমপান বন্ধ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ হতে পারে। রোগীরা চাইলে এ সময়টা ধূমপান (যারা করেন) পরিহার করে ইনহেলার ব্যবহারজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।

# ক্যানসারের কোষ ৩০ দিনেই ধ্বংস হবে

**পোস্ট ডেস্ক :** মরণব্যাধি ক্যানসারের কোষ ধ্বংসের মডেল আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এ মডেল ব্যবহার করে ক্যানসারের কোষ ৩০ দিনের মধ্যে ধ্বংস করে রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) ব্যবহার করে গবেষকরা এমন মডেল আবিষ্কার করেছেন। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের ওপর ভিত্তি করে মডেলটি ক্যানসার রোগীর আয়ুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ‘ফার্মা’ এআই ড্রাগ মডেল ব্যবহার করে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা (এইচসিসি) রোগের চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। এটি লিভার ক্যানসারের একটি ধরন। ফার্মার সাহায্যে এমন একটি ওষুধের সন্ধান মিলেছে, যা ৩০ দিনের মধ্যেই ক্যানসার কোষ ধ্বংসের কাজ শুরু করে। তবে এআই মডেল এখনই বাজারে আসবে কি-না, তা নিয়ে গবেষকরা কিছু জানাননি। এখন চূড়ান্ত পর্যায়ের গবেষণা চলছে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া এবং বিসি ক্যানসার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের দাবি-এআই ড্রাগ মডেল রোগীর বয়সকাল নিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করছে, তা ৮০ শতাংশ সঠিক। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০২০ সালে ৪৬টি দেশে অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ লিভার ক্যানসার। মডেলটি বাজারে এলে এ মৃত্যুহার অনেকটাই কমে যাবে বলে আশাবাদী বিজ্ঞানীরা।

অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান, শরীরের বেশি ওজন, টাইপ-২ ডায়াবিটিস-এমন কিছু কারণে লিভার ক্যানসারের

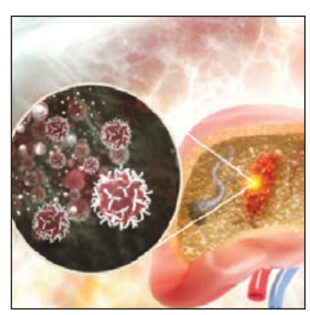

ঝুঁকি বাড়ে। চিকিৎসকরা জানান, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী লিভার ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর হার ক্রমশ বাড়ছে। ‘ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার’-এর তথ্যানুসারে ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী লিভার ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ। সম্প্রতি মেডিকেল পত্রিকা ‘জার্নাল অব হেপাটোলজি’তে প্রকাশিত সমীক্ষায় বলা হয়-২০৪০ সালের মধ্যে লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা সমীক্ষা বার্ষিক ৫৫ শতাংশ বাড়তে পারে।

# রোজার মাসে ত্বকের যত্নে যা করবেন

**ফাতেমা ইয়াসমীন**

প্রচণ্ড গরমে জনজীবন নাজেহাল অবস্থা। কয়েক দিন পর শুরু হচ্ছে রোজার মাস। যাঁরা রোজা রাখবেন তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে পানি ও খাবার গ্রহণ না করার ফলে শরীরের পানিস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। সেই সঙ্গে ত্বক মলিন হয়ে পড়ে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। এই সময়টাতে ত্বকের একটু বাড়তি যত্ন দরকার হয়। রোজার পরই ঈদ আর ঈদে সবাই চায় নিজেকে সুন্দর দেখা যাক। তাই রোজার সময় কিছু সতর্কতা মেনে চললে রোজার পর আপনি থাকবেন আরো সুস্থ ও সুন্দর। রোজার সময় খাবারদাবার গ্রহণের সময়সীমায় বেশ পরিবর্তন আসে। এ সময় নিয়ম মেনে শরীরের বাড়তি যত্ন করতে হবে। যত্ন মানেই সব সময় পার্লারে যাওয়া তা কিন্তু নয়। ঘরোয়া পদ্ধতি ও উপাদানে খুব সহজেই ত্বকের এই যত্নটুকু করা যায়।

রোজার সময় ত্বকে পানিস্বল্পতা দেখা দেয়। তাই ত্বক খুব শুষ্ক হয়ে পড়ে। ত্বকে মরা চামড়া দেখা যায়। অনেকের ত্বক লাল হয়ে পড়ে। মরা চামড়া ত্বকের উপরি ভাগে জমা হয়ে লোমকূপ বন্ধ করে দিতে পারে। এ সময় ত্বক পরিষ্কার রাখা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বাইরে থেকে এসেই আগে ক্লিনজিং ব্যবহার করতে হবে। ভালো ব্র্যান্ডের ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। এ সময় বারবার মুখে পানির ঝাপটা দেওয়া ভালো। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখে বরফ টুকরা দিয়ে ঘষতে পারেন। ত্বক সতেজ হবে ও মুখের ফোলা ভাব কমে আসবে। এরপর স্ক্যাবিং করতে হবে। ত্বকের ধরন অনুযায়ী স্ক্যাব বেছে নেওয়া খুব জরুরি। এতে ত্বকের লোমকূপে লুকিয়ে থাকা ময়লা পরিষ্কার হবে আর ত্বক আগের লাবণ্য ফিরে পাবে। স্ক্যাবিং করার পর অবশ্যই ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

**পেঁপের প্যাক**

পেঁপে যে শুধু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী তা কিন্তু নয়, এটি আমাদের ত্বকের মলিনতা দূর করতেও সাহায্য করবে। দুই চা চামচ পেঁপের পেস্ট, দুই চা চামচ মধু ও পেঁপের পেস্ট একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই পেস্টটি ত্বকে ১৫ মিনিট চক্রাকারে ম্যাসাজ করুন। প্যাকটি শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে ফরসা করে। কয়েকটি উপকারী প্যাকও ব্যবহার করতে পারেন।

**শসার প্যাক**

শসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পানি, যা আপনার ত্বককে মসৃণ এবং আর্দ্র করে। রোদে পোড়া ত্বকের জন্য শসা অনেক বেশি কার্যকর। যা যা লাগবেড়্দুই চা চামচ শসার কুচি, আধা কাপ টক দই। এরপর শসা ও টক দই একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন। এই প্যাকটি ত্বকে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। কিছুটা শুকিয়ে গেলে কুসুম গরম পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাকটি সপ্তাহে দুবার ব্যবহার করুন।

**লেবুর রস**

রোজায় নির্জীব ত্বক উজ্জীবিত করে তুলতে লেবু বেশ কার্যকর। লেবুর রস ত্বকের কালো দাগ দূর করার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের মলিনতা দূর করতে সাহায্য করবে। এক চা চামচ লেবুর রস, ডিমের সাদা অংশ, আধা চা চামচ দুধের সর, লেবুর রস, ডিমের সাদা অংশ এবং দুধের সর মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এই মিশ্রণটি ত্বকে ১৫ মিনিট রাখুন। শুকিয়ে গেলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাকটি সপ্তাহে এক বা দুবার ব্যবহার করুন।

রোজায় আমাদের খাবারদাবারের বেশ ভালো একটা পরিবর্তন আসে। এ সময় ভাজাপোড়া খাওয়ার একটা প্রচলন আমাদের দেশে আছে। যাঁরা ত্বক নিয়ে একটু চিন্তিত তাঁরা এই ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন। খাদ্য তালিকায় যথাসম্ভব ফলমূল ও শাক-সবজি রাখার চেষ্টা করুন। পানি জাতীয় খাবার বেশি বেশি রাখতে হবে এ সময়। অনেকেই ইফতারের পর বারবার চা-কফি খেয়ে থাকেন। অতিরিক্ত চা-কফি পান করলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা আরো বাড়তে পারে। তা ছাড়া চা-কফিতে ক্যাফেইন থাকে, যা আমাদের শরীরের তাপমাত্রা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করে।

# SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

## Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

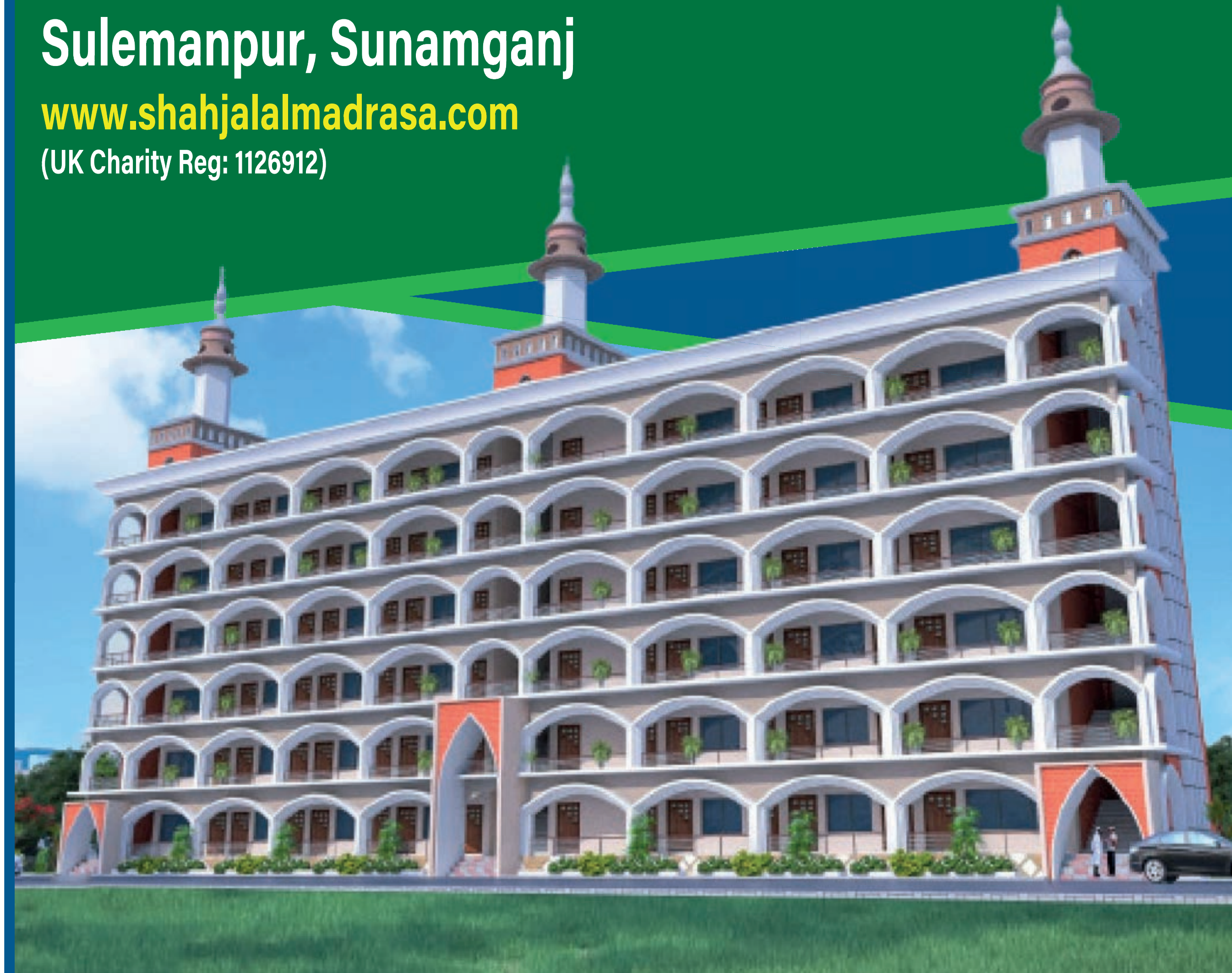

ntv

on NTV Sky 780

**Ramadan 2023 Live Appeal**

**26th Ramadan (Laylat-al-Qadr night)**

From 5.30pm till Fajr

(বিকাল ৫.৩০টা থেকে ফজর পর্যন্ত)

**DONATION HOTLINE 0208 090 1224**

**STUDIO HOTLINE 0203 515 5838**

## শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

**আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা** আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

## The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

**Assalamu Alaikum**

**Respectable Brothers and Sisters –** Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

## The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

## শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

**You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10 or any amount by setting up monthly direct debit**

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

**Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205**

You can make donations by PayPal by logging into our website

# মার্কিন ব্যাংকের ধস থেকে আমরা কী শিক্ষা নেব

ড. আর এম দেবনাথ

**এখান থেকে আমাদের শিক্ষা কী? আমাদের ব্যাংকগুলোর অনেক সমস্যা আছে। অনেক সমস্যার আলোচনা প্রতিদিন খবরের কাগজে হচ্ছে। কিন্তু যে বিষয়টি খুবই কম আলোচিত, তা হচ্ছে 'মিসম্যাচ' সমস্যা। আমাদের ব্যাংকগুলোর আমানত স্বল্পমেয়াদি। বিশাল পরিমাণ আমানতের মেয়াদ দুই বছরের নিচে**

গত সপ্তাহে বেশ সকালেই একটি ফোন পাই এক সিনিয়র শুভার্থীর কাছ থেকে। এত সকালে আমি ঘুম থেকে আজকাল উঠতে পারি না। ঘুম ঘুম চোখে হ্যালো বলতেই ওদিক থেকে ভেসে এলো পরিচিত কণ্ঠস্বর। তার জিজ্ঞাসা, আজকের কাগজ দেখেছেন? আমি বললাম, না। ঘুম থেকে উঠে পড়ব। তিনি বেশ উদ্বেগের কণ্ঠে বললেন, আমাদের ব্যাংকগুলোর অবস্থা কী? প্রশ্ন করেই বললেন, আজ আমেরিকায় দ্বিতীয় একটি ব্যাংক ব্যবসা বন্ধ করল। আগের (২০০৮) একটি ব্যাংকের ঘটনা ধরলে এটি যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাংক ধস। ২০০৮ সালে বন্ধ হওয়া ব্যাংকের নাম ছিল 'ওয়াশিংটন মিউচুয়াল ব্যাংক'। এবার প্রথমে যে ব্যাংকটি লালবাতি জালাল, তার নাম 'সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক'। কয়েকদিনের মাথায় দ্বিতীয় যে ব্যাংকটি এবার লালবাতি জালাল, তার নাম 'সিগনেচার ব্যাংক'। বিশাল স্টোরি এসব ধসের ওপর।

শুভার্থী এসব খবর দিয়ে একটি কাগজ পড়তে পরামর্শ দিলেন এবং কাতর কণ্ঠে একটি বাংলাদেশি ব্যাংকের নাম বলে জিজ্ঞাসা করলেন এর অবস্থা কী? বেশ উদ্বিগ্ন তিনি। বিদেশে অবস্থানরত তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বারবার জানতে চেয়েছে ওই ব্যাংকের অবস্থা কী। কারণ, তার বহুদিনের সঞ্চয়ের সব টাকাই ওই ব্যাংকে। অতএব তার আত্মীয়টি গভীর উদ্বেগের মধ্যে আছে। এ উদ্বেগ আরও বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দুই ব্যাংক ধসের ঘটনায়।

তার জিজ্ঞাসা, যেসব দেশে এত নিয়মনীতি মানা হয়, বস্তুত যেখান থেকে ব্যাংকিং নিয়মনীতির জন্ম হয়, সেখানে ব্যাংকে ধস দেখা দিলে আমাদের অবস্থা কী হবে? সেসব দেশে তো খেলাপি ঋণের সমস্যা আছে বলে আমরা জানি না। সেখানে ব্যাংকে সুশাসনের অভাব আছে বলেও জানা যায় না। ব্যাংকের মালিক কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলে সেখানে তো ব্যাংকের টাকা লুট করে না। বরং সারা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংকব্যবস্থা অনেকটা আদর্শস্থানীয়। ওইসব ব্যাংক চালায় বিশ্বের প্রথম শ্রেণির ব্যাংকাররা, যারা বড় বড় ও নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিল।

এসব ব্যাংকারের নাম শুনলেই আমাদের মাথা 'নত' হয়ে যায়। তারা বেতনভাতা পায় পর্বতসমান-মিলিয়ন মিলিয়ন (এক মিলিয়ন সমান দশ লাখ) ডলার। আবার উপরের কর্তারা বেতনের বাইরে পায় বোনাস-কমিশন। এসবের অঙ্ক শুনে আমাদের রীতিমতো ভয় পেয়ে যেতে হয়। তাদের দেশে নিয়মনীতি কঠোরভাবে পালিত হয়। বাজার অর্থনীতির 'ঠাকুরদা' দেশ তারা। তারা অবাধ বাণিজ্য চায়। অবাধ অর্থনীতি চায়। দুনিয়ার সব দেশ তাদের নিয়মনীতি স্কুলছাত্রের মতো অনুসরণ করুক, তারা তা-ই চায়। আন্তর্জাতিক নানা সংস্থার মাধ্যমে তারা তাদের পছন্দের নীতি আমাদের দিয়ে গ্রহণ করায়।

আবার আমাদের দেশেও তাদের অনুকরণ করার মতো লোকের/সরকারের অভাব নেই। তাদের অনুসরণ করে আমরা এখন 'অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার' (এজিএম) বলি না-বলি 'অ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট' প্রভৃতি। বলি 'চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার' (সিইও)। শুনছি এখন থেকে কোম্পানির নামের পেছনে 'লিমিটেড' শব্দ ব্যবহৃত হবে না-হবে 'লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি' (এলএলসি)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 'যাহা আমেরিকা তাহা বাংলাদেশ'। 'ফ্লোর' হবে 'লেভেল'। 'টয়লেট' হবে 'ওয়াশ রুম' প্রভৃতি।

সবই বুঝলাম, প্রশ্ন-ওইসব আদর্শ দেশেই যদি ব্যাংকে ধস নামে, তাহলে আমাদের ভরসা কোথায়? যাদের অন্ধের মতো অনুসরণ করছি, যাদের মতো করে নিয়মনীতি বানাচ্ছি, তাদের দেশেই যদি ব্যাংকে ব্যাংকে হাহাকার হয়, তাহলে আমাদের ব্যাংকগুলোর অবস্থা কী হবে? আমাদের ব্যাংক ব্যবসা তো এমনিতেই নানা সমস্যার মধ্যে আছে। হাজার হাজার সমস্যা। সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই। সবই চলছে, চলবে মতো করে। 'সবকিছু ঠিক হ্যায়'-এই হচ্ছে ভাব। তাহলে উপায়? উপায় কী হবে তা পরের কথা। এ মুহূর্তে বোঝা দরকার দুটি ব্যাংক কেন 'লালবাতি' জালাল? এর থেকে আমরা কি কোনো শিক্ষা নিতে পারি? এটি জরুরি প্রশ্ন।

প্রথমেই আসি সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের কথায়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম বৃহৎ ব্যাংক-২০০ বিলিয়ন (এক বিলিয়ন সমান শতকোটি) ডলারের সম্পদ এ ব্যাংকের। ব্যাংকটির জন্ম ১৯৮৩ সালে। অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তারা ব্যবসা করছিল এতদিন। নতুন নতুন ব্যবসা, যাকে এখন বলা হয় 'স্টার্টআপ', তারা ছিল তাদের বড় বড় গ্রাহক। টেক কোম্পানিরও প্রিয় ব্যাংক সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক (এসভিবি)। স্টার্টআপ ও টেক কোম্পানিগুলো দুই-তিন বছর ধরে প্রচুর ব্যবসা করে আসছে। প্রচুর 'ক্যাশ' তাদের। সব রাখছে এসভিবিতে। সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের রমরমা ভাব। তারা ওই টাকা কী করবে? বিনিয়োগ করে রেখেছে আমেরিকা সরকারের বন্ডে। সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ। বন্ডগুলো দীর্ঘমেয়াদি।

এদিকে হঠাৎ করে টেক কোম্পানি/স্টার্টআপ কোম্পানিগুলোর ব্যবসা কমতে থাকে। তাদের 'ক্যাশ' দরকার। তারা আমানত তুলছে, তুলছে তো তুলছেই। হঠাৎ এই ধাক্কা এসভিবি সামলাতে পারছিল না-তাদের এত 'ক্যাশ' হাতে নেই। অতএব তারা 'বন্ড' ভাঙাতে শুরু করে। শেয়ারবাজারে 'বন্ডের' দাম পড়ে যায়। আরও বিপদ হয় সুদহার পরিবর্তনে। যুক্তরাষ্ট্রীয় 'ফেডারেল রিজার্ভ' (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) নীতি সুদহার (পলিসি রেট) বাড়াতে থাকে। অবিরাম বাড়াতে থাকে মূল্যস্ফীতি ঠেকানোর জন্য। এখন সমস্যা হচ্ছে, 'ফেড রেটের' সঙ্গে 'বন্ডের' বাজারের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। 'ফেড রেট' কমলে বন্ডের বাজার চাঙা, আবার বাড়লে বন্ডের বাজার মন্দা।

এ সমস্যার মধ্যে পড়ে এসভিবি ক্যাশের চাহিদা মেটাতে বাজারে শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেয়। আর যায় কোথায়? আমানতকারীরা মনে করে, 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'। তারা লাইন ধরে আমানতের টাকা তুলতে থাকে। বলা বাহুল্য, এমন অবস্থায় দুনিয়ায় কোনো ব্যাংক টিকতে পারে না। সব আমানতকারী যদি তাদের টাকা একসঙ্গে তুলতে যায়, তাহলে চাহিদা মেটানোর মতো অবস্থা ব্যাংকের থাকে না। কারণ ব্যাংক আমানতকারীদের টাকা বসিয়ে রাখে না-খাটায়, সুদ আয় করে এবং তা আমানতকারীদের দেয়।

এই যে ঘটনা বর্ণনা করলাম, এর মূলে কী ইস্যু? মূলে রয়েছে চিরায়ত একটা ইস্যু। 'বোরোয়িং শর্ট' এবং 'লেন্ডিং লং'। আমানত নেওয়া হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি, যা যখন-তখন পরিশোধ করতে হবে। আবার এর বিপরীতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে দীর্ঘদিনের জন্য। একে বলে 'মিসম্যাচ অব ফান্ড'। এটি মারাত্মক একটা ব্যাধি। যখন-তখন বিপদ ডেকে আনতে পারে। এসভিবির ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। তারা স্টার্টআপ/টেক কোম্পানিগুলো থেকে আমানত নিয়েছে স্বল্পমেয়াদি।

অথচ এর বিপরীতে ঋণ দিয়েছে অর্থাৎ সরকারি বন্ড কিনেছে দীর্ঘমেয়াদি। এ অবস্থায় যখন আমানতকারীদের উত্তোলন চাহিদা বেড়েছে, তখন ব্যাংক আর ওই চাপ সহ্য করতে পারেনি। এখন কথা হচ্ছে, এখান থেকে আমাদের শিক্ষা কী? আমাদের ব্যাংকগুলোর অনেক সমস্যা আছে। অনেক সমস্যার আলোচনা প্রতিদিন খবরের কাগজে হচ্ছে। কিন্তু যে বিষয়টি খুবই কম আলোচিত, তা হচ্ছে 'মিসম্যাচ' সমস্যা। আমাদের ব্যাংকগুলোর আমানত স্বল্পমেয়াদি। বিশাল পরিমাণ আমানতের মেয়াদ দুই বছরের নিচে। আজকাল মানুষ ঘনঘন সুদের হার পরিবর্তনের কারণে তিন মাসের জন্য মেয়াদি আমানত ব্যাংকে রাখে। অথচ এর বিপরীতে আমাদের ব্যাংকের কর্তারা কী করছেন? তারা শিল্পঋণ দিচ্ছেন, যা দীর্ঘমেয়াদি।

আবার প্রকল্প/শিল্পঋণের বিপরীতে 'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল' দিতে হয়। ওটা আবার নানা কারণে দীর্ঘমেয়াদি ঋণে পরিণত হয়। এমনকি 'লোন এগেইনস্ট ট্রাস্ট রিসিপ্ট'-এর (এলটিআর) টাকা হরহামেশা দীর্ঘমেয়াদি ঋণে পরিণত হচ্ছে। এটি ঘটছে দীর্ঘদিন ধরেই। দেশে শিল্পে ঋণ দেওয়ার জন্য দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক ছিল : বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বিএসবি) এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস)।

খেলাপি ঋণে দুটি প্রতিষ্ঠানই ডুবে যায়। এখন দুটি প্রতিষ্ঠান নেই, এর বদলে হয়েছে 'বাংলাদেশ ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক লি.' (বিডিবিএল), যা একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ শূন্যতা কীভাবে পূরণ করা হয়? বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নামানো হয় শিল্প ঋণে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণে। এখন এটি একটি বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে ব্যাংক ব্যবসায় বড় বড় সমস্যার জন্ম হচ্ছে। এটি অনেকেই বলেছেন।

এমনকি অর্থমন্ত্রী মহোদয় পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে বলেছেন কয়েকবার। এবার দেখছি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও একই কথা বলছেন। অথচ এর কোনো বিহিত দেখা যাচ্ছে না। ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা মূলধন/চলতি মূলধনের জন্য শেয়ারবাজারে যাচ্ছেন না। তারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পেয়ে বসেছেন। ওখানে গেলেই তারা ঋণ পেয়ে যান। সরকারের নীতি এর জন্য দায়ী নয় কি? সরকারি নীতি হচ্ছে 'ব্যাংক ফিন্যান্স-লেড গ্রোথ'। শিল্পায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ দেবে। এই নীতি যে আমাদের কত ক্ষতি করছে, এতদিনে তা সবার টের পাওয়ার কথা। ব্যাংকগুলোর নাম 'বাণিজ্যিক ব্যাংক' (কমার্শিয়াল ব্যাংক), তাদের করার কথা ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থায়ন।

অথচ তারা এখন বড় বড় ব্যবসায়ীদের শিল্পে/প্রকল্পে ঋণ দিতেই আগ্রহী। এক সময়ে না হয় তা দরকার ছিল-এটা মেনে নিলেও এখন কি আর তার দরকার আছে? বড় বড় ব্যবসায়ীর প্রচুর টাকা আছে। অনেকের বিদেশেও আছে বলে শুনি। তারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারেন। যেতে পারেন শেয়ারবাজারে। না তা হচ্ছে না। কবে হতে তাও কেউ জানে না। ভেতরে ভেতরে যা ক্ষতি হওয়ার হচ্ছে। এবার এসভিবি থেকে শিক্ষা নিয়ে জরুরি পদক্ষেপ নিন।

ড. আর এম দেবনাথ : অর্থনীতি বিশ্লেষক; সাবেক শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# বরকতের পয়গাম নিয়ে ঐএলো রমাযান

জাফর আহমাদ

ঐ যে এলো রহমতের পয়গাম নিয়ে বরকতময় রমাযানুল মোবারক। এখনি শুরু হয়ে যাবে রহমতের বারিধারা। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের বৃষ্টিতে অবগাহন করবে বলে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। হে আল্লাহ! তাদেরকে রমযান পর্যন্ত হায়াত বাড়িয়ে দাও। আরবী বার মাসের মধ্যে অত্যন্ত বরকতময় মাস হলো, রমযান। "রমযানের প্রত্যেকটি নেক কাজের বিনিময় দশগুণ।"(বুখারী:১৮৯৪)

কিন্তু আপনি প্রস্তুত তো ? তাহলে দয়াময় প্রভুর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাদেরকে রহমতের বৃষ্টি ভাগ্যে নসীব করেন। রহমত ও বরকতের বারিধারা বেশী করে ধরে রাখার জন্য নিজের মধ্যে গভীরতা সৃষ্টি করতে হবে। কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি হলে যেমন গভীরতা অনুযায়ী বৃষ্টির পানি আটকে থাকে অর্থাৎ যার গভীরতা বেশী তাতে পানি বেশী জমা হয়। তেমনি আল্লাহর রহমত ও বরকত ধরে রাখার জন্য নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে। অন্যথায় সমতল ভুমিতে বৃষ্টি পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে যেমন পানি শূণ্য হয়ে পড়ে তেমনি আপনি যদি নিজেকে প্রস্তুত করতে না পারেন তবে রহমত বর্ষিত হবে ঠিকই কিন্তু আপনি সেই রহমত ধরে রাখতে পারবেন না। কারণ আপনি নিজের মধ্যে সেই রহমত ধরে রাখার মতো ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গভীরতা সৃষ্টি করতে পারেননি। অর্থাৎ নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করতে পারেননি। ফলে রমযান আসে রমযান যায় কিন্তু নিজের মধ্যে পরিবর্তনের কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় না। আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে ও সেই অনুযায়ী কাজ করা বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই।" (বুখারীঃ ১৯০৩, কিতাবুস সাওম, বাবু মান এদা কাউলি... আ.প্র-১৭৬৮ ও ইফা:১৭৭৯)

নিজেকে প্রস্তুত করার অর্থ হচ্ছে, রমযান আসার আগেই আপনি একটি পরিকল্পনা তৈয়ার করবেন যে, এক, অশ্লীল কথা ও কাজ ছেড়ে দিবো। অশ্লীলতা থেকে দুরে থাকবো। অশ্লীলতার ধারে-কাছেও যাবো না। এবং এটি হবে আমার স্থায়ী পরিকল্পনা। যদি কোন সময় এই অংগীকার থেকে সরে পড়ি তবে খুব দ্রুত তাওবা করে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে ফিরে আসবো। দুই, জীবনে আর কখনো মিথ্যা কথা বলবো না। অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না, মিথ্যা ওয়াদা করবো না। কাউকে কটু কথা বলবো না। কাউকে কষ্ট দিবো না। আবু হোরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে আমি রোযাদার। আর সেই মহান সত্তার শফথ, যার মুঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ। আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমার জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।" (বুখারী : ১৮৯৪, কিতাবুস সাওমঃ বাবু ফাযলে সাওম)এমনিভাবে আপনার পরিকল্পনার তালিকা ততটুকু পর্যন্ত লম্বা করুন যতটুকু আল্লাহর নাফরমানীতে আপনি যতটুকু দুরে পৌঁছেছেন। যেই নাফরমানীগুলো আপনার জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। আপনার পরিকল্পনার তালিকার শীর্ষে রাখুন যে, আপনি কোন দিন প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে আল্লাহর সাথে শিরক করবেন না। শিরক একটি জুলুম। শিরকের গুনাহ আল্লাহ তা'আলা কখনো মাফ করবেন না। শিরক সমস্ত নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এ শিরক বর্তমানে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আমাদের সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবেশ করেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় এ শিরককে পরিত্যাগ করতে হবে। নীচের আয়াতে উদ্বৃত গোনাহসমূহ পরিত্যাগ করার পরিকল্পনাও আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো। প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায় সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। আর তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এয়াতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পদ্ধতিতে যেতো পারো। ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা দেই যতটুকু তার সামর্থের মধ্যে রয়েছে। যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন। আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো। এ বিষয়গুলোর নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও তাঁর নির্দেশ হচ্ছে এই, এটিই আমার সোজা পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এ হেদায়াত তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।"(সুরা আনয়াম:১৫১-১৫৩)

এ তিনটি আয়াতে মহান আল্লাহ বড় বড় গোনাহগুলো সংক্ষিপ্তাকারে বলে দিয়েছেন। এছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাহ থেকে আরো কিছু বড় গোনাহ জানা যায়। আয়াতে বর্ণিত বড় বড় গোনাহগুলোর ক্রমধারা হচ্ছেঃ (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করা (৩) দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করা (৪) প্রকাশে বা গোপনে অশ্লীল কাজ করা (৫) কাউকে হত্যা করা (৬) অবৈধভাবে এয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা (৭) ওজনে কমবেশ করা (৮) আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ না করা (৯) ন্যায্য কথা না বলে পক্ষপাতিত্ব করা (১০) রবের নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। আরো কিছু বড় অপরাধ হলো, সুদের লেনদেন করা, অহংকার করা, যাদু করা, মদ, জুয়া, ঘোষ, চুরি-ডাকাতি, অত্যাচার বা জুলুম করা, দুর্নীতি, দুরাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, গিবত করা. কৃপণতা, অপচয় অপব্যয় করা, ধোঁকাবাজী, ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করা, দাম্ভিকতা প্রকাশ করা, প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া, মুসলমানদের অন্যায়ভাবে গালি গালি ও কষ্ট দেয়া, দূর্বল শ্রেনী গোষ্ঠীদের নির্যাতন করা, লোকদেখানো ইবাদাত-বন্দেগী করা, জ্যোতিষীর রাশি ফলে বিশ্বাস করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করা, গালি দেয়া ও উত্যক্ত করা, সৎ-আল্লাহভীরু বান্দাদের কষ্ট দেয়া, অপমাণিত করা, জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা, সত্যের বিরোধীতা করা, আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ইত্যাদি বড় বড় গোনাহসমূহ পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা তৈয়ার করতে হবে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আরো কয়েকটি গোনাহ যা উপরে উল্লেখিত মানুষকে কষ্ট দেয়ার মধ্যে পড়ে। তার একটি হলো, রমযান এলে অধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা। এই প্রবণতা থেকেই খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয়, মাল গুদামজাত করে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করা হয়। যা রোযাদারদেরকে কষ্ট দেয়ার মতো মারাত্বক গোনাহের কাজ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রমযানের মহানত্ব ও রোযাদারদের সম্মানের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যে বিশেষ ছাড় দেয়া হয়। এদের মধ্যে অনেক অমুসলিম ব্যবসায়ীও রয়েছেন। আর আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টো দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত কপাল পুড়া মুসলমান কিভাবে আল্লাহর রহমত পেতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে কিভাবে বরকত লাভ করবে? মহান আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন।

আমীন।

# জুড়ীর বেলাগাঁওও গ্রামের রাস্তায় ফাটল দুশ্চিন্তায় কৃষককুল

**জুড়ী সংবাদদাতা :** মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের হাওর তীরবর্তী বেলাগাঁও গ্রামের রাস্তায় ব্যাপক ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটলটি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তাটি নদীতে বিলীন হতে চলেছে। এতে করে এ এলাকার ৬/৭ হাজার অধিবাসীসহ কয়েক হাজার কৃষক দুশ্চিন্তায় ভোগছেন। বিশেষ করে এশিয়ার বৃহত্তম হাওর হাকালুকির চলমান রবিশষ্য আনয়ন ও কিছুদিন পর বোরো ধান স্থানান্তর নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মালিক-কৃষক-শ্রমিক।

সরেজমিনে জানা যায়, উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নে জুড়ী-কুলাউড়া সড়কের কন্টিনালা নদীর পশ্চিম দিকে গরেরগাঁও হয়ে বেলাগাঁও (পশ্চিম পার) গ্রামের রাস্তা বয়ে গেছে। রাস্তাটি গরেরগাঁও, কাটানালারপার, বেলাগাঁও, সোনাপুর ও রাবার ড্যাম হয়ে হাকালুকি হাওর পর্যন্ত চলে গেছে। এ সড়কে উক্ত এলাকার ৬/৭ হাজার বাসিন্দা নিত্য চলাচল করেন। হাজারো শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যাতায়াত করেন। তাছাড়া এশিয়ার বৃহত্তম এ হাওরে উৎপন্ন মাছ, বোরো ধান, শীতকালীন সবজি ও রবিশষ্য এ সড়ক দিয়ে পরিবহন করা হয়।

ইতিমধ্যে কন্টিনালা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এ সড়কের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট ভাঙন দেখা দিয়েছে। গত ৩/৪ দিন থেকে উক্ত সড়কের গরেরগাঁও এলাকায় ফাটল দেখা দেয়। প্রতিনিয়ত ফাটল বৃদ্ধি পেতে থাকে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ফাটলটি ব্যাপক আকার ধারণ করায় জন ও যান চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় সড়কটি নদীগর্ভে বিলীন

হওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় এ এলাকায় শতাধিক বাড়ীঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে হুমকির মূখে।

স্থানীয়রা জানান, জুড়ী নদীর শাখা কন্টিনালার পশ্চিম পার গরেরগাঁও হতে রাবার ড্যাম রাস্তার এক কিলোমিটার রাস্তা ২০১৫-১৬ সালে পাকাকরণ করা হয়। বাকী রাস্তা কাঁচা। এই রাস্তা দিয়ে গরেরগাঁও একাংশ, কাটানালারপার, বেলাগাঁও ও সোনাপুর গ্রামের লোকজন চলাচল করেন। প্রতিদিন অসংখ্য যানবাহন যোগে এ এলাকার বাসিন্দারা তাদের নিত্য পণ্য আনা-নেয়া করেন। সেই সাথে হাকালুকি হাওরের যাতায়াতের অন্যতম এই রাস্তা দিয়ে হাওরে উৎপাদিত মাছ, বোরো ধান, মিষ্টি কুমড়া, আলু, বাদাম, ভূট্টাসহ কৃষিপণ্য পরিবহন করা হয়। ফাটলের সাথে রাস্তাটি নদীতে বিলীন হতে যাওয়ায় রবি শস্য ও বোরো ধান পরিবহন নিয়ে লোকজন মহাসংকটে পড়েছেন। স্থানীয়রা দ্রুতভাবে রাস্তাটির ভাঙ্গন ঠেকানোর উদ্যোগ নিতে প্রশাসনের নিকট জোর দাবী জানান।

মঙ্গলবার রাস্তাটি পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রঞ্জন চন্দ্র দে ও উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী ননী গোপাল দাস।

জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বলেন, এই রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষের চলাচল। পাশাপাশি হাকালুকিতে যেসকল কৃষি পন্যের চাষাবাদ হয় সেগুলো পরিবহনের জন্য এ রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করে। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছি।

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) উপজেলা প্রকৌশলী ননী গোপাল দাস বলেন, আমি ও ইউএনও রাস্তাটি দেখে এসেছি। দ্রুত একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে নদী ভাঙ্গন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প প্রয়োজন। সেটির জন্য ও আমি এলাকাবাসীর সাথে পরামর্শ করেছি।

# চুনারুঘাটে মায়া হরিণ উদ্ধার

**চুনারুঘাট সংবাদদাতা :** হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় শিকার হওয়া মায়া হরিণ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলার ১০ নম্বর মিরাশি ইউনিয়ন থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা এ হরিণটি উদ্ধার করে।

জানা যায়, রেমা-কালেঙ্গা বনাঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী হচ্ছে মায়া হরিণ। বিলুপ্তপ্রায় এই প্রাণীটি বারবার শিকারীদের হাতে মারা পড়ে। ১০/১২ দিনের একটি মায়া হরিণের শাবককে শিকার করে নিয়ে যাওয়ার সময় রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সিএমসি'র সদস্য স্থানীয়দের সহযোগিতায় শিকারিদের ধাওয়া করলেন। এ সময় শিকারিরা হরিণের শাবকটিকে রেখে পালিয়ে যায়। পরে মায়া হরিণটি উদ্ধার করে স্থানীয় ভোলারজুম বাজারে নিয়ে আসা হয় এবং বিষয়টি বন কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়। মায়া হরিণটি স্থানীয়দের জিম্মায় রাখা আছে। এটি বন কর্মকর্তাদের হাতে স্থানান্তর করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

# ছাতকে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩৫

**ছাতক সংবাদদাতা :** সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৬ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার (২৬ মার্চ) ইফতারের সময় উপজেলার চরমহল্লা ইউনিয়নের কামরাঙ্গী গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে।

সংঘর্ষে গুরুতর আহতরা হলেন-মো. তাজিদুল ইসলাম (২৫), জুবায়ের আহমদ (২১), রমজান (২২), মঈন উদ্দিন (৩৫), আব্দুর রহিম (৪৫) ও জিল্লিল(২৮)।

ছাতক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মো. মাইনুল জাকির জানান- দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় দুটি পক্ষের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছিলো। এরই মধ্যে রোববার আছরের নামাজে এক পক্ষের এক কিশোরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করেন প্রতিপক্ষের লোকেরা। বিষয়টি নিয়ে দুপক্ষের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করে এবং বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানান ওসি খান মো. মাইনুল জাকির।

তিনি বলেন- এ ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করা হয়নি। উভয়পক্ষের লোকেরাই আহত, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরবর্তীতে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

# সিলেটে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত

**সিলেট অফিস :** মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়েছে বীর শহীদদের। দিকে দিকে উচ্চারিত হয়েছে শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার শপথ। দিবসটি উপলক্ষে সিলেটে পালিত হয়েছে নানা কর্মসূচি।

জেলা প্রশাসন, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে। মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে ফুল দেয়া হয়।

সর্বপ্রথম সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে বীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট জেলা ও মহানগর ইউনিট কমান্ড শাখার নেতৃবৃন্দ। পরে একে একে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ, সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক), বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি কার্যালয়, মহানগর পুলিশ (এসএমপি), জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, জেলা ও মহানগর বিএনপি, সিলেট প্রেসক্লাব, জেলা সিভিল সার্জন, সদর উপজেলা প্রশাসন, আরআরএফ, জাতীয় পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদ, বাসদ-এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।এছাড়াও রোববার দিনভর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এদিকে, প্রথমবারের মতো সিলেট ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন বধ্যভূমিতে নির্মিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার শহীদস্মৃতি উদ্যানে' শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সন্তান, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সংগঠন এবং বিভিন্ন স্কুল, কলেজসহ সিলেটের সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি সিলেটে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা, চিত্রাংকন ও ক্রিড়া প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী।

# বড়লেখায় দলিল জালিয়াতি মামলায় ২ জনকে হাজতে প্রেরণ

**বড়লেখা প্রতিনিধি :** বড়লেখা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জিয়াউল হক দলিল জালিয়াতি মামলার দুই আসামিকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। সোমবার দুপুরে জামিন নিতে হাজির হলে আদালত তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আসামিরা হলেন, উপজেলার বাঘমারা ঝগড়ি গ্রামের রকিব আলী ও সেজু মিয়া।

জানা গেছে, উপজেলার সুজানগর ইউনিয়নের প্রবাসী ফরিজ আলীর ১৫২/১৯৮২ নং দলিলমুলে ক্রয়কৃত ১১ শতাংশ ভূমির জাল দলিল তৈরীর মাধ্যমে গত বছরের ৬ জানুয়ারি নামজারি করে নেন রকিব আলী, ওয়াছিদ আলী ও সেজু মিয়া নামক ৩ ব্যক্তি। ঘটনাটি ধরা পড়লে প্রবাসীর ছেলে আলী হোসেন এই তিন জালিয়াতের বিরুদ্ধে বড়লেখা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। সোমবার ওই মামলায় জামিন নিতে আদালতে হাজির হলে আদালত দলিল জালিয়াত রকিব আলী ও সেজু মিয়াকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

বড়লেখা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারি ইকরাম হোসেন জানান, দলিল জালিয়াতি মামলায় বিজ্ঞ আদালত ২ আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

# মেয়র আরিফের বাসায় ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন

**সিলেট অফিস :** সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন।
মঙ্গলবার (২৮ মার্চ) বিকেলে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর বাসায় যান যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন।
বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনের সময় সিলেটে যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসনের শেষ সফরে এটি।
রাষ্ট্রদূত রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
সাক্ষাতে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়। এ সময় দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে আলোচনা হয়।
এতে উপস্থিত ছিলেন- সিসিকে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সহধর্মীনি সামা হক চৌধুরী, যুক্তরাজ্য দূতাবাসের সিলেটের কনস্যুলার রাহিন চৌধুরী, সিসিক মেয়রের একান্ত সহকারি সচিব সোহেল আহমদ, আইটি কনসালটেন্ট মো. সাদাত হোসেন খান, জনসংযোগ কর্মকর্তা আব্দুল আলিম শাহ, মেয়রের একান্ত সহকারি মুহিবুল ইসলাম ইমন প্রমুখ।

# শান্তিগঞ্জে অযত্নে অবহেলায় ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ঐতিহাসিক ডাকবাংলো

**সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা :** পরাধীন ব্রিটিশ আমল, বৈষম্যের পাকিস্তান আমল, সর্বশেষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-তিন আমলের জ্বলজ্যান্ত সাক্ষ্য বহন করছে সুনামগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলাবাজার ডাকবাংলো। এই ডাকবাংলোতে বসে আঁকা হয়েছে রাজনীতির উত্থান পতনের দৃশ্যপট। বাংলোর আঙ্গিনা, বারান্দা, মেঝে আর বিশ্রামাগারে পদচারণ হয়েছিল কত গুণীজনের। বিবর্তনের পরিক্রমায় এখন সেগুলো শুধু গল্প। পৃষ্ঠপোষকতা আর উন্নয়নের অভাবে জৌলুশ হারিয়ে নিশ্চিহ্নের পথে কালজয়ী স্থাপনাটি।
ব্রিটিশ শাসন আমলে আনুমানিক ১ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এ বাংলোটি করিম, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীসহ অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সেকেন্ড-মিনিট-ঘন্টার আশ্রয়স্থল এ বাংলো। তবে সরকারী এ সম্পদ আজ পরিচর্চার অভাবে সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়েছে। মেহগনি, সেগুন, জাম আর অর্ধশত বছরের পুরনো বিশালাকার দুটি রেইন্ট্রি গাছ শুধু ডাক বাংলোকেই নয় সারা বাজারকেই বৃষ্টি, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস থেকে ছাতার মত আগলে রেখেছে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে যখন সন্ধ্যা নামে সারা বাজার বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হলেও বিদ্যুতের আলো জ্বলে হয়।
পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সমাজকর্মী রেজাউল আলম নিক্সু বলেন, পাগলা বাজার ডাক বাংলো একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা। এখানে অনেক বড় বড় জনসভা ও সমাবেশ হয়েছিল। বর্তমানে এর অবস্থা বেহাল। এটার সংস্কার জরুরি।
সুনামগঞ্জ জেলা সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আশরাফুল ইসলাম প্রামানিক বলেন, স্বল্প পরিমাণে আমাদেরকে মেরামতের বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বরাদ্দ থেকে অন্যান্য উপজেলায় কাজ করি। তারপরও অর্থের স্বল্পতা দেখা দেয়। পাগলা বাজারের সরকারি ডাকবাংলো দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ডাস্টবিন আর ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগেরও চোখ নেই বাংলোর দিকে, তাই আঁধারে থেকেই যাচ্ছে কালের সাক্ষী এই সরকারী ডাক বাংলোটি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেশের বর্তমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া, সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এই ডাকবাংলো বিশ্রাম নিয়েছেন। করেছেন সভা সমাবেশ।
এছাড়াও বাউল সম্রাট শাহ্ আব্দুল না ডাক বাংলো প্রাঙ্গনে। ফলে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে পাল্টে যায় তার দৃশ্যপট। অন্ধকারে ডুবে যায় ডাকবাংলো প্রাঙ্গণ।
প্রাচীন এ স্থাপনাটি সুনামগঞ্জ জেলা সড়ক ও জনপথের দায়িত্বে থাকলেও এদিকে যেন ভ্রুক্ষেপ করার সময় নেই তাঁদের। অনেকে ক্ষোভের সাথে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, এখনি যদি এটি রক্ষার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়া হয় অদূর ভবিষ্যতে ভূমিখেকোদের পেটস্থ হতে পারে সরকারী এ সম্পদ। বাংলোটিকে যেনো সরকারীভাবে একটু সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়নি। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে বরাদ্দ পেলে বাংলোর সংস্কার ও সৌন্দর্য রক্ষায় কাজ করতে পারব।
শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফারুক আহমেদ বলেন, এ ডাকবাংলো একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে অনেক রথীমহারথীরা এখানে এসেছেন। এর সৌন্দর্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে আমরা বারবার সড়ক ও জনপথ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশাকরি তাদের যথাযথ পদক্ষেপে এই সরকারি বাংলো আবারও প্রাণ ফিরে পাবে।

# হাতিরঝিলের আদলে জগন্নাথপুরের নলজুর সেতু নির্মাণকাজের উদ্বোধন

**জগন্নাথপুর সংবাদদাতা :** সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলা সদরের নলজুর নদীর ওপর রাজধানীর হাতিরঝিলের আদলে দৃষ্টিনন্দন আর্চ সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন করলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।
রোববার (২৬ মার্চ) দুপুরে সেতুটির নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ সহ-সভাপতি সিদ্দিক আহমদ, এএসপি সার্কেল শুভাশিস ধর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী মাহবুব হোসেন, জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা মোঃ সাজেদুল ইসলাম, জগন্নাথপুর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা ওসি মোঃ মিজানুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সোহরাব হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ( ভারপ্রাপ্ত) আবুল হোসেন লালন, উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি মিজানুর রশীদ সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম প্রমুখ।
ইতিমধ্যে পুরাতন সেতু ভেঙে নতুন সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে ১৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ে সেতুর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ভাটি বাংলা এন্টারপ্রাইজ কিশোরগঞ্জ।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্র জানায়, জগন্নাথপুর উপজেলা সদর ও পৌর শহরের প্রবেশমুখ নলজুর নদীর উপর গুদামের সামনের সড়কে ১৯৮৯ সালে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে একটি সেতু নির্মাণ করা হয়। সরু এ সেতু দিয়ে যান চলাচল করতে যানজটের সৃষ্টি হয়। উপজেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে স্থানীয় সংসদ সদস্য পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এর প্রচেষ্টায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিইডি সেতু নির্মাণের উদ্যোগে নেয়। ৬০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১১.২৫ মিটার প্রস্ত সেতুতে দুই পাশে ফুটপাত ও লাইটিং থাকবে। রাজধানী হাতির ঝিলের আদলে দৃষ্টি নন্দন সেতুটি নির্মিত হবে।
জগন্নাথপুর উপজেলা প্রকৌশলী সোহরাব হোসেন বলেন, এক বছরের মধ্যে সেতুটির নির্মান কাজ সম্পন্ন হবে।
আশা করি আগামী জানুয়ারিতে যানবাহন চলাচলের জন্য সেতুটি খুলে দেওয়া হবে। রাজধানীর হাতিরঝিলের আদলে দৃষ্টি নন্দন সেতুটি বাস্তবায়িত হলে পৌর শহরের সৌন্দর্য বাড়বে এবং শহরের যানজট নিরসন হবে বলে আশা করছি।

# মাধবপুরে বখাটে কিশোর দলের যন্ত্রণায় বিষ পানে কিশোরীর মৃত্যু

**মাধবপুর সংবাদদাতা :** 'এই বখাটে পুলাপানের যন্ত্রণায় আমার মেয়ে জীবন গেছে। এক বছর ধইরা এই বখাটে দল আমার মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে আইছে। স্কুল থেইকা উঠাইয়া নিয়া যাইতে ছিল। হাত ধইরা টানা টানি করিয়াছে। অপমান অপদস্ত সইতে না পারিয়া আমার মেয়ে বিষ পান কইরা জীবন দিয়াছে। বার বার অভিভাবকের কাছে বিচার চাইয়াও কোন বিচার পাই নাই'। মাধবপুর উপজেলার আন্দিউড়া গ্রামে বখাটের অপমান ও অপদস্তে বিষ পানে আত্মহত্যাকারী ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী মাসুমা (১৪)'র মাসকুরা বেগম মেয়েকে হারিয়ে শনিবার সকালে বাড়িতে এমন বিলাপ করছিলেন। মাসুমার লাশ এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্ত শেষে বাড়িতে এনে দাফন করতে গ্রামবাসী জড়ো হয়েছেন। মাসুমার সহপাঠীরা সাথী বর্ষা, প্রিয়া, ছাদিয়া জানান, শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে মাসুমাকে নিয়ে তারা আন্দিউড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিশোরী ক্লাবে গান শিখতে যায়। এ সময় আন্দিউড়া গ্রামের কিশোর গ্যাং সদস্য নয়ন, ইমন, বিজয়, আরমান নামে ৪ বখাটে কিশোর বিদ্যালয়ের কক্ষে ঢুকে মাসুমার উপর শারীরিক নির্যাতন শেষে তাকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। ৪ বখাটের কবল থেকে স্কুল শেষে ফেরার পথে রাস্তায় এসে আবার মাসুমার হাত ধরে টানা টানি করে ভাবি বলে সম্বোধন করে। মাসুমার মা মাসকুরা জানান, প্রায় ১ বছর ধরে আন্দিউড়া গ্রামের মুন পাঠানের ছেলে বখাটে কিশোর নয়নের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার পথে মাসুমাকে উত্যক্ত করে আসছে। তাদের অভিভাবকের কাছে বিচার দিয়ে কোন লাভ হয়নি। শুক্রবার বিদ্যালয়ে ঢুকে মাসুমার উপর শারীরিক নির্যাতন করে। বিকালে মাসুমা মন খারাপ করে বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকে। বখাটেদের অপমান অপদস্ত সইতে না পেরে হঠাৎ করে বাড়িতে বিষ পান করে। মাসুমার পিতা মরতুজ আলী জানান, মাসুমাকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে শনিবার ভোর রাতে মাসুমা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আমার মেয়ের এ পরিণতির জন্য নয়ন সহ দায়ী বখাটে কিশোরদের দৃষ্টান্তমূলক আইনের বিচার চাই। শনিবার সকালে আন্দিউড়া গ্রামে মাসুমার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় মাসুমার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার সহপাঠীরা ও এলাকার লোকজন ভীড় জমিয়েছেন। অভিযুক্ত কিশোর নয়নের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাড়িতে তাদের কেউ নেই। মা বাবা আত্মীয় স্বজন অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন। মামী রেহেনা বেগম জানান, তারা মাসুমার নির্যাতনের কথা শুনেছেন। মাধবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় এখনও কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

# বাংলাদেশে শ্রমিকরা মৌলিক অধিকার চর্চার স্বাধীনতা না পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির প্রধান গন্তব্যস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মন্তব্য করে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, বাংলাদেশে এখনো বহু শ্রমিক সংগঠন তাদের মৌলিক অধিকার চর্চার স্বাধীনতা পায় না। এজন্য আমরা উদ্বিগ্ন। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলের বলরুমে চতুর্থ সাসটেইনেবল অ্যাপারেল ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ ও লডস ফাউন্ডেশন। পিটার হাস বলেন, গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পেছনে পোশাক শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির প্রধান গন্তব্যস্থল হতে পেরে যুক্তরাষ্ট্রও আনন্দিত। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধান (বিদেশি) বিনিয়োগকারী হতে পেরে গর্বিত।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের টেকসই পোশাক শিল্পের অন্যতম উৎপাদন উল্লেখ করে

পিটার হাস আরো বলেন, বাংলাদেশে এখনো বহু শ্রমিক সংগঠন তাদের মৌলিক অধিকার চর্চার স্বাধীনতা পায় না। এজন্য আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা বিশ্বজুড়ে শ্রমিকদের অধিকার সমর্থনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস, সক্ষম জনশক্তি সরাসরি সাসটেইনেবিলিটির সঙ্গে জড়িত। তাই গার্মেন্টস ও অন্যান্য খাতের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দেশের পোশাক শিল্পকে টেকসই করতে সবার সহযোগিতা চেয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, সরকারি নীতি পোশাক শিল্পের বর্জ্যভিত্তিক অর্থনীতিকে নবায়নযোগ্য অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির একটি দেশ বাংলাদেশ। দেশের পোশাক শিল্পকে দুটি উপায়ে টেকসই করা যায় বলে আমি মনে করি। একটি হলো পোশাক শিল্পের বর্জ্যভিত্তিক অর্থনীতিকে নবায়নযোগ্য অর্থনীতিতে রূপান্তরে সরকারী নীতি। দ্বিতীয়টি হলো টেকসই পোশাক শিল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবার সহযোগিতা। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার পোশাক শিল্পের বর্জ্যভিত্তিক অর্থনীতিকে নবায়নযোগ্য অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। পোশাক শিল্পকে টেকসই করতে বিভিন্ন উদ্যোগও ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে। সবার সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এ ক্ষেত্রে আরও ভালো ফল অর্জন করতে পারি।

এ সময় তিনি পোশাক শিল্পকে টেকসই করার ক্ষেত্রে সবাইকে একীভূত হতে নিজেদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

দেশে শতভাগ পোশাক কারখানায় নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে জানিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, পরিবেশবান্ধব কারখানায় বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে। সার্কুলার অর্থনীতি সবুজ পরিবেশ বাড়াতে সহায়তা করবে। আমার সবার জন্য সমান সুযোগ চাই। ব্যবসার টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতের দায় শুধু উৎপাদকের একার নয়।

এ সময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিতি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি, কেডিএসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান সেলিম রহমান, এপিক গ্রুপের নির্বাহী চেয়ারম্যান রঞ্জন মাহতানী, লডস ফাউন্ডেশনের শ্রম অধিকার কর্মসূচির প্রধান নওরীন চৌধুরী প্রমুখ।

# পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলবে ৪ এপ্রিল

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** পদ্মা সেতুসহ মাওয়া-ভাঙ্গা সংযোগ রেলপথে আগামী ৪ এপ্রিল (মঙ্গলবার) পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

বলেন, পদ্মা সেতুর উপর মাত্র ৭ মিটার কাজ বাকি আছে। এখানে শুধু স্লিপার বসানোর কাজ বাকি। এটা হয়ে গেলেই আমার পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালু করতে পারব।

মঙ্গলবার (২৮ মার্চ) দুপুর বিষয়টি জানান রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা মো. শরিফুল আলম। তিনি বলেন, ৩০ মার্চ সেতুতে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি না হওয়ায় ৪ এপ্রিল পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো হবে।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আফজাল হোসেন দুপুরে

এদিকে গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে জানানো হয়, নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হচ্ছে পদ্মা রেল সেতুর নির্মাণ কাজ। ২০২৪ সালের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। তবে আগামী জুনেই এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করছে রেলপথ মন্ত্রণালয়।

# কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র থেকে নামাজরত ইমামসহ ১৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** গুলশানের একটি ইসলামিক সেন্টার থেকে নামাজরত এক শিশু, দুই নারী ও তিনজন হাফেজসহ ১৭ জনকে আটক করেছে গুলশান থানা পুলিশ। করেছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের নাগরিকদের ধর্মীয় ইবাদাত বন্দেগি করা অবস্থায় আটক করে ধর্মীয় স্বাধীনতায় আঘাত হেনেছে। পবিত্র রমজান মাসে মুসল্লি ও ইমামকে আটক করে ইসরাইলী বাহিনীর মতো বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে।

রাজধানীর শাহজাদপুরের সুবাস্তু মার্কেটের কাছের ইসলামিক এন্টারপ্রাইজ (কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র) থেকে রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাদের আটক করে গুলশান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আটককৃত ইমামগণ হলেন-হাফেজ আব্দুল আজিজ (১৭), হাফেজ মুসফিকুর রহমান (১৬) ও হাফেজ জাকারিয়া (১৬)। আটককৃতদের মধ্যে দু-একদিনের মধ্যে ওমরা হজ্ব করতে যাবেন এমন মুসল্লিও রয়েছেন।

জানা যায়, ইসলামিক এন্টারপ্রাইজ বা কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রটি দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা পরিচালনা করে আসছেন। কেন্দ্রটিতে বয়স্কদের কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাসে পুরুষ ও নারীরা তারাবীহ নামাজ আদায় করে থাকেন। এছাড়া ইসলামিক সেন্টারটিতে কোরআন, হাদীস ও নামাজ শিক্ষা বইসহ বিভিন্ন বইও বিক্রি করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক আ. মোতালেব মঈন বলেন, পুলিশ অন্যায়ভাবে বিনা কারণে আটক

# শেখ হাসিনাকে যে বার্তা দিলেন জো বাইডেন

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** সংবিধানের অনুযায়ী নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ সময়ে গণতন্ত্র, সমতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বাংলাদেশকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাংলাদেশের ৫৩তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি এসব কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এই চিঠিটি পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের

কাছে সম্প্রতি পৌঁছে দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা ওই চিঠিতে জো বাইডেন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আপনাকে (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) এবং বাংলাদেশের জনগণকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু তাদের নিজেদের ভাগ্য এবং নিজেদের ভাষায় কথা বলার জন্য ১৯৭১ সালে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তাই তারা তাদের সেই ফ্রিডম এবং স্বাধীনতার (ফ্রিডম অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট) মূল্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

জো বাইডেন আরো লেখেন, বাংলাদেশ যেহেতু আগামী নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই আমি আমাদের জনগণের গণতন্ত্র, সমতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে তাদের গভীর মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সুরক্ষিত রাখতে বাংলাদেশ যে প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে তার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। গোবাল একশন প্লান সহআয়োজনে বাংলাদেশকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কারণ, এই উদ্যোগ বৈশ্বিক মহামারি খতমে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

জো বাইডেন তার চিঠিতে আরো লিখেছেন, প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রতি বাহু প্রশস্ত করে দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। সহমর্তিতা এবং উদারতা চর্চায় বিশ্বে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন আপনি। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের প্রতি আমরাও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের বিরুদ্ধে যারা নৃশংসতা চালিয়েছিল তাদেরকে জবাবদিহিতায় আনার ক্ষেত্রেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শেখ হাসিনাকে লেখা ওই চিঠিতে জো বাইডেন আরো লিখেছেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কমপক্ষে ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে প্রভূত অর্জন করেছে। অগ্রগতি হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে, জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু বিষয়ক ইস্যুর সমাধান হয়েছে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে মানবিক সহায়তায় অংশীদারি হয়েছে। একই সঙ্গে একটি সমৃদ্ধ, নিরাপদ, গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র।

চিঠির শেষে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে জো বাইডেন বলেছেন, স্বাধীনতা উদযাপনের দিনে আমার আন্তরিক শুভ কামনা আপনার এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য। তিনি চিঠি শেষ করেন- 'জয় বাংলা' বলে।

# নওগাঁয়ে জেসমিনের মৃত্যু নিয়ে যা বললো র‍্যাব

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নওগাঁয় 'র‍্যাব হেফাজতে' মৃত্যু হওয়া সুলতানা জেসমিনকে একজন যুগ্ম সচিবের অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে র‍্যাব। মঙ্গলবার (২৮মার্চ) ঢাকার কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে কর্মরত ওই যুগ্ম সচিবের নাম এনামুল হক। নওগাঁ সদর উপজেলার ভূমি অফিসের কর্মচারী সুলতানা জেসমিনকে র‍্যাব আটক করার সময়ও ওই যুগ্ম সচিব সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে র‍্যাব কর্মকর্তা মঈন বলেন, 'যুগ্ন সচিব এনামুল হকের অভিযোগে তার উপস্থিতিতেই র‍্যাব নওগাঁর ভূমি অফিসের কর্মী জেসমিনকে আটক করেছিল। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'যুগ্ম সচিবের ফেইসবুক আইডি হ্যাক করে দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র প্রতারণা করে আসছিল। যুগ্ম সচিবের নাম ও পদবী ব্যবহার করে চাকরি দেওয়ার নাম করে বা কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ আদায় করছিল চক্রটি। এ বিষয়ে ২০২২ সালের মার্চ মাসে প্রথমে জিডি করেন এনামুল হক।'

উল্লেখ্য, গত বুধবার সকালে সুলতানা জেসমিনকে (৪৫) তুলে নিয়ে যায় র‍্যাব। তাদের 'নির্যাতনে' ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন স্বজনরা।

এর আগে র‍্যাব জানিয়েছিল, সুলতানা জেসমিনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আটক করা হয়েছিল।

# দেশে পরিবারপ্রতি খাবার খরচ বেড়েছে ২৫ শতাংশ

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা করার সুপারিশ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সেই সঙ্গে মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা নিয়ে গত সোমবার ধানমন্ডির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সিপিডি। এতে মূল প্রবন্ধ তুলে ধরেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। বক্তব্য দেন গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ।

মূল উপস্থাপনায় বলা হয়, ঢাকা শহরের চারজনের এক পরিবারে প্রতি মাসে খাবারের পেছনেই খরচ হয় ২২ হাজার ৬৬৪ টাকা। তবে মাছ-মাংস না খেলে এই খরচ দাঁড়ায় ৭ হাজার ১৩১ টাকায়। এই হিসাব গত ফেব্রুয়ারি মাসের। এক বছরের ব্যবধানে পরিবারপ্রতি খাবার খরচ বেড়েছে ২৫ শতাংশ। কিন্তু সরকারি মূল্যস্ফীতির হিসাবে এ চিত্র উঠে আসছে না। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে মোট আয়ের ৬০ শতাংশ খাবারের পেছনে খরচ করতে হয়। ফাহমিদা খাতুন জানান, আমদানি করা অন্তত ২৮টি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ হারে কর দিতে হয়। এগুলো কমানোর সুপারিশ করেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে। দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি সামাল দিতে বেসরকারি খাতে ৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করা উচিত। পারলে এই ঈদেই বেতন-ভাতা বাড়ানো যেতে পারে। এ ছাড়া জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলছে। তাই সব খাতের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো উচিত। এ ছাড়া এমন অবস্থায় আগামী বাজেটে করদাতাদের কিছুটা স্বস্তি দিতে ন্যূনতম করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা করার সুপারিশ করেছে সিপিডি।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব আহরণ মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। ৩ দশমিক ১ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রথম ৬ মাসে। আগামী ছয় মাসে কীভাবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে সেটা বড় চ্যালেঞ্জ। চলতি অর্থবছর ৩ লাখ ৫৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে এনবিআরকে। কিন্তু রাজস্ব আদয়ের বর্তমান গতি একই থাকলে রাজস্ব আদায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা কম হবে।

তিনি বলেন, ২০২৩ সালের রাজস্ব আহরণের ঘাটতি নিয়ে আইএমএফের যে আশঙ্কা, সেটা আমাদেরও মনে হচ্ছে। এনবিআরের সম্পদ আহরণের দুর্বলতা রয়েছে। রাজস্ব আহরণের আওতা দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে সরকারের ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার চলতি মেয়াদের সর্বশেষ বাজেট হতে যাচ্ছে এটা। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও এটা পুনরুদ্ধার করা চ্যালেঞ্জ। আগামী জাতীয় নির্বাচনকে বিবেচনায় নিয়ে বাজেট প্রণয়ন হবে। এটা করতে গিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকারকে।

অভ্যন্তরীণ নীতিমালা ও সুশাসন না হওয়াই বড় দুর্বলতা উল্লেখ করে ফাহমিদা খাতুন বলেন, আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বড় ধরনের সংকট এখন আর বলা যাচ্ছে না। অর্থনীতির ভেতরের দুর্বলতা বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ কিছুটা কারণ হয়ে থাকলেও বড় প্রতিবন্ধকতা নয়। অভ্যন্তরীণ নীতি সহায়তা ও সুশাসন না হওয়াই বড় দুর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছয়টি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার বিষয় উল্লেখ সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব কাঠামো, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য, সামাজিক বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত আগামী বাজেটে বড় বিবেচ্য বিষয়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে অনেকগুলো পণ্যের দাম নিম্নমুখী। কিন্তু আমাদের দেশে সেগুলোর প্রতিফলন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। বাণিজ্য ভারসাম্যে ঝুঁকি রয়েছে। রিজার্ভের তেমন উন্নতি দেখতে পারছি না। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে ৯ দশমিক ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক। যদিও নন-গার্মেন্টেস পণ্যের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক। প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যার বাড়লেও সেই অনুপাতে রেমিট্যান্স আসছে না। বৈদেশিক সাহায্য ১২ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে। যদিও আগের বছর প্রায় ৪৫ শতাংশ বেড়েছিল বৈদেশিক সহায়তা।

তিনি বলেন, বিদেশি বিনিয়োগেরও খুব বেশি অগ্রগতি দেখা যায়নি। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাপকভাবে ঋণ নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৫১ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। কিছু কিছু বাণিজ্য ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট দেখা যাচ্ছে। ব্যাংকগুলোর বাইরে আবার টাকার সরবরাহ বাড়ছে। বাজারে এক ধরনের অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করছি। সুশাসনের অভাব রয়েছে। আইএমএফ থেকেও ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের কথা বার বার বলা হচ্ছে।

আগামী বাজেটে একগুচ্ছ সুপারিশ করেছে সিপিডি। এর মধ্যে পাচারের টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। সিপিডি বলছে, এই ধরনের সুযোগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে সৎ করদাতারা নিরুৎসাহিত হন। এ ছাড়া কালোটাকা সাদা করার সুযোগও বন্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছে সিপিডি। অন্যদিকে ব্যাংক খাতের সংস্কারের জন্য একটি ব্যাংক কমিশন করার সুপারিশ করেছে সিপিডি। ভর্তুকি কমাতে বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম বাড়িয়ে ভোক্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সমালোচনা করেছে সংস্থাটি।

# প্রভাবশালীদের চাপে ভোট হচ্ছে না দেশের আট পৌরসভায়!

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** দেশের মেয়াদোত্তীর্ণ আট পৌরসভায় নির্বাচনে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ফাইল আটকা আইন মন্ত্রণালয়ে, সে কারণে ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানাতে পারছে না স্থানীয় সরকার বিভাগ। সরকারি কর্মকর্তা কিংবা অনির্বাচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে এসব পৌরসভা পরিচালনা করা হচ্ছে; যা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইনের পরিপন্থী।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন অনুযায়ী কোনো নির্বাচিত মেয়রের মেয়াদ পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই পৌরসভা বিলুপ্ত হবে। সেখানে সর্বোচ্চ ১৮০ দিনের জন্য সরকার মনোনীত প্রশাসক নিয়োগের বিধান রয়েছে। তবে একজন প্রশাসক কোনোক্রমেই একসঙ্গে ১৮০ দিনের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, একজন প্রশাসকের ১৮০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সেখানে অন্য আরেক জনকে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, অথচ নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে মামলা-মোকদ্দমা যাই থাকুক, তা নির্বাচনের পক্ষে বাধা হবে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশের আটটি পৌরসভার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সরকার মামলার বিরুদ্ধে আপিল করায় বছরের পর বছর নির্বাচন না দিয়ে সেগুলো প্রশাসক দিয়ে চালানো হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কাজল ফারুকী জানান, ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে আটটিতে নির্বাচন করা যায়নি। এগুলো নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন করা যাবে কি না সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেটার উত্তর পাওয়া গেলে নির্বাচন যোগ্য হলে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুরোধপত্র ছাড়া নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আয়োজন করতে পারে না।

জানা গেছে, মামলা-মোকদ্দমা থাকলেও নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো বাধা নেই মর্মে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলো সেই প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর মেলেনি। যেসব পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করে পরিচালনা করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে যশোর জেলার বেনাপোল, নরসিংদী জেলার শিবপুর, চট্টগ্রাম জেলার দোহাজারী, পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া, হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ, চাঁদপুর জেলার ছেংগারচর, কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার

সলিসিটর উইং মতামত দিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের চিঠি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এক মাসেরও বেশি সময় আগে আইন মন্ত্রণালয়ে নথি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় থেকে গত সোমবার পর্যন্ত নথি ফেরত আসেনি।

আইন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, কয়েকটি পৌরসভার ক্ষেত্রে মতামত না পাঠাতে বা বিলম্ব করতে প্রভাবশালী মহলের চাপ রয়েছে। ফলে আইন মন্ত্রণালয় ঐ মতামত পাঠাচ্ছে না। আইনে বাধা না থাকার পরেও কেন এবং পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভা।

জানা যায়, এসব পৌরসভার প্রায় সবগুলোতেই একাধিকবার প্রশাসক বদল করা হয়েছে। স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী মহলের ইশারা বা হস্তক্ষেপ এগুলোর নির্বাচনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে আছে। সব পৌরসভায় সীমানাসংক্রান্ত জটিলতায় মামলা-মোকদ্দমা রয়েছে বলে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে। এ বিভাগ অবশ্য জানিয়েছে আগামী সপ্তাহের মধ্যে এ নির্বাচনসংক্রান্ত জটিলতার অবসান হতে পারে।

# দেশের ৩০০ আসনেই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের চিন্তা

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** জাতীয় নির্বাচনের সময় প্রত্যেক নির্বাচনী আসনে একজন করে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের চিন্তা করা হচ্ছে। এমন বিধান রেখে 'গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩' নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বর্তমানে জাতীয় নির্বাচনের সময় প্রত্যেক জেলায় একজন করে রিটার্নিং অফিসার থাকেন।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মাহমুদুল হোসাইন খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত আইনটির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার সময় আরও কিছু পরিবর্তন আসতে পারে।

# বাংলাদেশের অনলাইন সংবাদমাধ্যমে অপতথ্যের ঝুঁকি মাঝারি পর্যায়ের: গবেষণা

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** দেশের ৩৩টি সংবাদ ওয়েবসাইটের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় বাংলাদেশের অনলাইন সংবাদমাধ্যম বাজারে অপতথ্য ছড়ানোর ঝুঁকি সম্পর্কে একটি সার্বিক মূল্যায়ন উঠে এসেছে। গোবাল ডিজইনফর্মেশন ইনডেক্সে (জিডিআই) সঙ্গে জোট বেঁধে 'ডিজইনফর্মেশন রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট: দ্য অনলাইন নিউজ মার্কেট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ডিজিটালি রাইট নামে একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান। মঙ্গলবার একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় এবং এর ফলাফল তুলে ধরা হয়।

জিডিআই গবেষণা পরিচালক টালিয়া হেগার্টি, প্রথম আলোর ইংরেজি বিভাগের প্রধান আয়েশা কবির, চ্যানেল ২৪-এর নির্বাহী পরিচালক তালাত মামুন, ঢাকায় এএফপি-র ব্যুরো চিফ শফিকুল আলম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাইফুল আলম চৌধুরী প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডিজিটালি রাইটের প্রতিষ্ঠাতা মিরাজ আহমেদ চৌধুরী।

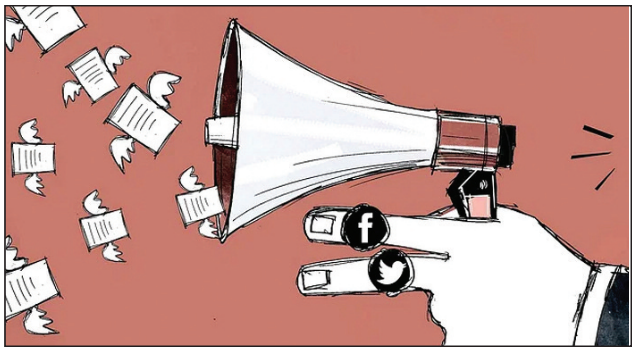

গবেষণায় বাংলাদেশের অনলাইন সংবাদ বাজারে অপতথ্য বিস্তারের ঝুঁকি এবং গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় ও পরিচালনগত সক্ষমতার একটি চিত্র উঠে এসেছে। এতে দেখা গেছে, ডিজইনফর্মেশন রিস্ক স্কোরে বাংলাদেশের সংবাদ সাইটগুলো সার্বিক বিচারে মাঝারি ঝুঁকিতে রয়েছে। সম্পাদকীয় সক্ষমতায় স্কোর যেখানে ১০০তে ৮৬, সেখানে পরিচালনগত স্বচ্ছতায় স্কোর হলো মাত্র ২৯। আর পরিচালনগত দুর্বলতার কারণে সার্বিক স্কোর ৫৮তে দাঁড়িয়েছে, যা জিডিআই গবেষণা পদ্ধতিতে মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকি বলে বিবেচিত।

এ মূল্যায়নে দেখা গেছে, ১৬টি সাইটের ক্ষেত্রে অপতথ্যের ঝুঁকি ছিল উঁচুমাত্রার এবং বাকিগুলোর ঝুঁকি ছিল মধ্যম মাত্রার। এরমধ্যে এমন মর্যাদাপূর্ণ সাইটও আছে, যারা তাদের স্বাধীন সংবাদ কাভারেজের জন্য সুপরিচিত। অবশ্য কোনো সাইটই সর্বোচ্চ ঝুঁকি রেটিং পাওয়ার মতো খারাপ করেনি, আবার কোনোটিই নিম্নঝুঁকির তালিকায় আসেনি।

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, বাংলাদেশের সংবাদ সাইটগুলোতে অপতথ্য ঝুঁকির প্রধান উৎস হলো পরিচালনগত (অপারেশনাল) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব। পক্ষপাতমুক্ত, নিরপেক্ষ ও নির্ভুল সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সব সাইটই ভালো স্কোর করেছে। কিন্তু ২৮টি সাইটে কোনো ধরনের নির্ভুলতা সংক্রান্ত নীতিমালা পাওয়া যায়নি। বেশিরভাগ সাইটেই সম্পাদকীয় নীতিমালা ছিল না। বিনিয়োগ ও মালিকানা কাঠামো সংক্রান্ত বিষয় তথ্য প্রকাশেও সাইটগুলো দুর্বল স্কোর করেছে।

যেসব সম্পাদকীয় ও পরিচালনগত সীমাবদ্ধতার কারণে গণমাধ্যমের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেগুলো প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়। সাংবাদিকতার বৈশ্বিক উত্তম চর্চাগুলোকে গণমাধ্যমের নিজস্ব পরিচালন ও সম্পাদকীয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার স্বার্থে কয়েকটি সুপারিশও রয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

গবেষণাটির ফলাফল অনুযায়ী, জার্নালিজম ট্রাস্ট ইনিশিয়েটিভের মানদণ্ডে সাংবাদিকতার যে উত্তম চর্চাগুলোর কথা বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবাদ সাইটগুলো সহজেই সেগুলো তাদের সম্পাদকীয় ও পরিচালন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

প্রতিবেদনটির লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে গণমাধ্যমকে সাহায্য করা, যেন তারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত ও বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে। জিডিআই ও ডিজিটালি রাইট মনে করে, এই ঝুঁকি-নির্ধারণী কাঠামো বাংলাদেশের গণমাধ্যম নীতিনির্ধারকদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করবে, যা অপতথ্যের বিস্তার ঠেকাতে সহায়তা করবে।

# সমকামীদের অ্যাপের ফাঁদে পড়ে খুন হন স্থপতি ইমতিয়াজ

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** একটি গে চ্যাটিং অ্যাপের মাধ্যমে আলিফের সঙ্গে পরিচয় স্থপতি ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভূইয়ার! অ্যাপে যোগাযোগের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। গত ৭ মার্চ ইমতিয়াজ ফোন করলে আলিফ তাকে কলাবাগান ক্রিসেন্ট রোডে আরাফাতের বাসায় যেতে বলেন। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়। আলিফ ও আরাফাত ব্ল্যাকমেইলিং করে ইমতিয়াজের কাছ থেকে টাকা আদায় করছিল। ইমতিয়াজ হত্যা মামলায় গ্রেফতার তিন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ও ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হারুন অর রশীদ এসব তথ্য জানান।

গত সোমবার মিন্টো রোডে মহানগর গোয়েন্দা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন তিনি জানান, ইমতিয়াজ হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলো- মিল্লাদ হোসেন মুন্না (১৯), আনোয়ার হোসেন (৩৮) ও এহসান অরফে মেঘ (হিজড়া) (২৩)। এসময় তাদের কাছ থেকে হত্যার পর লাশ বহনের কাজে ব্যবহৃত একটি সাদা প্রাইভেটকার (টয়োটা কারিনা), (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-গ-১১-১৯৪৪) উদ্ধার করেছে।

হারুন অর রশীদ বলেন, গত ৭ মার্চ রাজধানীর কলাবাগান থানাধীন ক্রিসেট রোড এলাকা থেকে ইন্টেরিয়র ডিজাইনার ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভূইয়া নিখোঁজ হন। ওই ঘটনায় পরের দিন ৮ মার্চ কলাবাগান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে ভুক্তভোগীর পরিবার। ওই দিনই মুন্সীগঞ্জ সিরাজদিখান থানার চিত্রকোট ইউনিয়নের কামারকান্দা গ্রামের নবাবগঞ্জ হাইওয়ে রোডের পাশের ঝোপ থেকে ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভূইয়ার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরের দিন সিরাজদিখান থানায় একটি হত্যা মামলা রুজু হয়। মামলা নম্বর ছিল ১২।

তিনি বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আরাফাত ফয়সাল আহমেদ রাহাত অরফে হৃদয়, মিল্লাত হোসেন মুন্না, আলিফ, এহসান অরফে মেঘ ও আনোয়ার হোসেনকে শনাক্ত করে অভিযান শুরু করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের তেজগাঁও বিভাগ। এদের মধ্যে ২৬ মার্চ সিরাজগঞ্জ থেকে মিল্লাত হোসেন মুন্নাকে গ্রেফতার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কলাবাগান এলাকায় থেকে আনোয়ার হোসেন ও এহসান অরফে মেঘকে গ্রেফতার করে ডিবির তেজগাঁও জোনাল টিম।

আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে হারুন অর রশীদ বলেন, আসামিরা সমকামী এবং হিজড়া। তারা একটি গে চ্যাটিং অ্যাপের মাধ্যমে পূর্ব থেকে সমকামী বিভিন্ন লোকজনকে রুম ডেটের কথা বলে টার্গেট করে। তাদের বিভিন্ন বাসায় ডেকে নিয়ে নানা কায়দায় ব্ল্যাকমেইল করে টাকা-পয়সাসহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে আসছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা আরও জানান, ইমতিয়াজ ওই দিন কলাবাগানের ওই বাসায় যান। পরে আলিফের সঙ্গে একান্তে একটি রুমে ছিলেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আলিফের সহযোগী আরাফাত, মেঘ, মুন্না ও আনোয়ার রুমে প্রবেশ করে ভিকটিমকে মারধর শুরু করে এবং তার কাছ থেকে বড় অংকের টাকা দাবি করে। ভুক্তভোগী টাকা দিতে অস্বীকার করলে আসামিরা ইমতিয়াজের বুকে, পিঠে আঘাতসহ প্রচন্ড মারধর করে। এতে তার মৃত্যু হয়।

ইমতিয়াজের মৃত্যু নিশ্চিত হলে আসামিরা পরিকল্পনা করে সু-কৌশলে বাসা থেকে তার লাশ নামিয়ে মেঘের প্রাইভেটকারে উঠিয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানা এলাকার কামারকান্দা গ্রামের নবাবগঞ্জ হাইওয়ে রোডের পাশে ঝোপে ফেলে দিয়ে আসে। পরে আলিফকে বাসাবো, আনোয়ারকে গ্রিনরোডে নামিয়ে দেয়। এরপর আরাফাত, মেঘ, মুন্না প্রথমে নারায়ণগঞ্জ পরে চাঁদপুর, মুন্সীগঞ্জ ও কুমিল্লা হয়ে পরবর্তীতে ব্রাক্ষণবাড়ীয়ার আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পালিয়ে যায়।

হারুন অর রশীদ জানান, ভারতে আসামিদের অবস্থান শনাক্ত করে ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় আসামিদের অবস্থানে অভিযান চালানো হয়। তবে তারা পালিয়ে আবার একইপথে বাংলাদেশে ফিরে আসে। এরপর ডিবি পুলিশের অভিযানে হত্যাকা-ের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তিন আসামিকে গ্রেফতার করে।

# দেশে অকাল মৃত্যুর ২০ শতাংশের জন্য দায়ী বায়ু দূষণ: বিশ্বব্যাংক

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বিশ্বের ১০টি সর্বাধিক দূষিত বায়ুর শহরের মধ্যে নয়টিই দক্ষিণ এশিয়াতে অবস্থিত।বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে মোট অকাল মৃত্যুর ২০ শতাংশের জন্যই দায়ী এই বায়ু দূষণ। মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে শিনহুয়া।

খবরে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বিশুদ্ধ বায়ু নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব এবং সাশ্রয়ী সমাধান রয়েছে। তবে এর জন্য দেশগুলোর মধ্যে নীতিমালা ও বিনিয়োগের সমন্বয় প্রয়োজন। 'স্ট্রিভিং ফর ক্লিন এয়ার: এয়ার পল্যুশন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইন সাউথ এশিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনটি মঙ্গলবার ঢাকায় উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, এই অঞ্চলের কিছু অতি ঘনবসতিপূর্ণ ও দরিদ্র এলাকার বায়ুকণা যেমন ঝুল এবং ধূলিকণা (পিএম২.৫) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত নিরাপদ মানদণ্ডের চেয়ে ২০ গুণ বেশি। দক্ষিণ এশিয়ায় এই বায়ুদূষণ প্রতি বছর আনুমানিক দুই মিলিয়ন লোকের অকাল মৃত্যু ঘটায়। এর কারণে অর্থনৈতিক ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুলায়ে সেক বলেন, বায়ুদূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। এমন অনেক নজির রয়েছে যে অঙ্গীকার, সঠিক পদক্ষেপ ও নীতিমালা গৃহীত হলে এই বায়ুদূষণ মোকাবিলা করা সম্ভব।

বাতাসের গুণমান ব্যবস্থাপনা বাড়াতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে এই শক্তিশালী পদক্ষেপের পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত সমাধান এই বায়ুদূষণ কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক সমন্বয় পরিচালক সিসিল ফ্রুম্যান বলেন, বায়ুদূষণ একটি শহর, রাজ্য বা জাতীয় সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অল্প কিছুসংখ্যক দেশ বাতাসের মান উন্নয়নে নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু জেলা ও গ্রাম পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা অতিজরুরি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিদ্যুৎকেন্দ্র, বড় কারখানা ও পরিবহনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে চলমান নীতিগত পদক্ষেপগুলো যদি দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে বায়ু দূষণ রোধে আংশিক সাফল্য আসবে। বৃহত্তর অর্জনের জন্য নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই অন্যান্য খাতগুলোতেও নজর দিতে হবে।

# সিলেটে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা

**সিলেট অফিস :** দক্ষিণ সুরমা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা লোকমান আহমদের বাড়ীতে সন্ত্রাসী হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সন্ত্রাসীরা একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে আগুন দিয়ে জালিয়ে দেয়। মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে দক্ষিণ সুরমার বরইকান্দির কামুশানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মাওলানা লোকমানের ভাই এডভোকেট সোলেমান আহমদ জানান, রাত পৌনে ২টার দিকে মাওলানা লোকমান আহমদের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হানা দেয়। এ সময় বাড়িতে রাখা একটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে। বাড়ীর লোকজন ঘুম থেকে জেগে গেলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় লোকমান আহমদ এক সন্ত্রাসীকে ঝাপটে ধরার চেষ্টা করলে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। রাতের আঁধারে গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে রক্ষা পান। এডভোকেট সোলায়মান জানান, ঘটনার পরপরই জরুরী সেবা ৯৯৯-এ কল দিলে তাৎক্ষণিক পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে এসএমপির দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.

শামসুদ্দোহা (পিপিএম) জানান, দু'পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দু'পক্ষ মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। উভয়পক্ষকে অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। এখনো (বুধবার রাত সোয়া ৮টা) পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি।

# লেবাননে মুসলিমদের ‘সময় ঘড়ি’ মানছে না খ্রিষ্টানরা

**পোস্ট ডেস্ক :** কয়টা বাজে? চরম অর্থনৈতিক সংকটে ডুবে থাকা লেবাননে এখন নতুন আপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে এই প্রশ্নটি! মুসলিমরা বলছে ১ ঘণ্টা পিছিয়ে। ৭টার বদলে ৬টা। খ্রিষ্টানরা বলছে ১ ঘণ্টা অগের সময়। ৭টার কাঁটার স্থানে ৮টা! দেশটিতে গত বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে এই দ্বন্দ্ব।

লেবাননের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি (সুন্নি মুসলিম) এদিন এক ঘোষণায় বলেন, দিনের আলো সংরক্ষণের সময় আগামী (২০ এপ্রিল) মাসে রমজান শেষ হওয়ার পর শুরু হবে। কারণ এতে মুসলমানরা আন্তর্জাতিক সময় ১৯:০০ (বাংলাদেশে সন্ধা ৭টা) এর পরিবর্তে ১ ঘণ্টা আগে ১৮:০০ এ (বাংলাদেশে সন্ধ্যা ৬টা) তাদের রোজা ভেঙে ইফতার কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন। এএফপি, গার্ডিয়ান।

সরকারের এ ঘোষণা কোনোভাবেই মানতে রাজি নয় খ্রিষ্টানরা। তাদের মতে, সরকার কেন রমজান মাসকে উপলক্ষ্য করে এ ঘোষণা দিলো? কেন মার্চ মাসের আগেই এ ঘোষণা দিলো না? তাদের বক্তব্য, নিজের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের প্রতি মুসলিম সহানুভূতি সৃষ্টি করতেই সময় ঘোষণাকে রাজনীতিকরণ করলেন তিনি। মিকাতি অবশ্য এই পদক্ষেপের কোনো বিশেষ কারণ ব্যাখ্যা করেননি। কেউ বলছেন, রমজানে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর কৌশল বেছে নিয়েছেন মিকাতি।

প্রসঙ্গত, রিজার্ভ সংকটে দিশেহারা দেশটিতে বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে কয়েক বছর ধরেই ১ ঘণ্টা এগিয়ে এনেছে কর্মদিবস। শীত-বর্ষা শেষে মধ্য মার্চের পর থেকেই শুরু হয় এ নতুন সময়। চলে অক্টোবর পর্যন্ত। কিন্তু এ বছর মার্চের বদলে রমজান মাস শেষের পর থেকে শুরু হবে নতুন সময় ঘড়ি। আর এতেই ফুঁসে উঠেছে দেশটির খ্রিষ্টানরা। লেবাননের প্রভাবশালী খ্রিষ্টান ম্যারোনাইট চার্চ বলেছে, এই সিদ্ধান্ত মেনে নিবে না তারা। এটিকে আশ্চর্যজনক বলে অভিহিত করেছে চার্চটি। এছাড়া বেশ কয়েকটি বড় লেবানিজ সংস্থাও এটিকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবার এই ঘোষণার মধ্যেই দেশটির দুটি নিউজ চ্যানেল এলবিসিআই এবং এমটিভি রোববার ভোরে তাদের ঘড়ির সময় ১ ঘণ্টা এগিয়ে নিয়ে গেছে।

দেশজুড়ে বিভিন্ন সেক্টরে এই ঘোষণার বাস্তবায়নও অবশ্য এখনো অস্পষ্ট। মিডল ইস্ট এয়ারলাইন্স (লেবাননের জাতীয় পতাকা বাহক এয়ারলাইন্স) এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে, রাজধানী বৈরুত থেকে ছেড়ে যাওয়া সব ফ্লাইট ১ ঘণ্টা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ গত বছরের নিয়মে।

# স্কটল্যান্ডের প্রথম মুসলিম নেতা কে এই হামজা ইউসুফ?

**পোস্ট ডেস্ক :** স্কটল্যান্ডের প্রথম মুসলিম নেতা নির্বাচিত হয়েছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হামজা ইউসুফ। ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলা স্টার্জনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। ফার্স্ট মিনিস্টার নির্বাচিত হওয়ার পর স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি বা এসএনপি-কে ঐক্যবদ্ধ করার কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার সামনে।

গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, স্কটল্যান্ডের আধা-স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ফার্স্ট মিনিস্টার হওয়ার দৌড়ে বিজয় নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের কোনো দেশের প্রথম মুসলিম শাসক হতে চলেছেন ইউসুফ। তিনি সাবেক ফার্স্ট মিনিস্টার স্টার্জনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তার জয় অনেকটাই প্রত্যাশিত ছিল। এসএনপি দলে তার জয় প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতাপন্থী দলটি অদূর ভবিষ্যতে তার প্রগতিশীল নীতি থেকে সরে আসছে না।

যদিও ইউসুফ স্বাধীনতা আদায়ে স্টার্জেনের কৌশলে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, এভাবে অনন্তকাল ধরে স্বাধীনতা নিয়ে শুধু বিতর্ক করে গেলে কোনো কিছু অর্জন হবে না। ফার্স্ট মিনিস্টার পদে তিনি জয় পেলেও প্রচারণার সময় তার দলের মধ্যে বড় ধরণের বিভেদ দেখা গেছে। স্বাধীনতা এবং সামাজিক ইস্যুগুলোতে প্রার্থীদের অবস্থানে ছিল ব্যাপক পার্থক্য। ফলে জয়ের পর এ বিষয়টির ওপরে জোর দিয়েছেন ইউসুফ। এডিনবার্গে তিনি বলেন, আমরা হচ্ছি সেই প্রজন্ম, যারা স্কটল্যান্ডকে স্বাধীন করবে।

আমাদেরকে অবশ্যই দলের মধ্যে সব বিভাজন দূর করতে হবে। আমাদেরকে দ্রুত এই বিভাজন দূর করতে হবে কারণ আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে। আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ থাকবো তখন দল হিসেবে আমরা হব সবথেকে শক্তিশালী। আর আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে শুধুমাত্র স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার দাবি।

গাসগোতে জন্মগ্রহণকারী ৩৭ বছর বয়সী ইউসুফ গাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতিতে ডিগ্রি নিয়েছেন। স্নাতক হওয়ার পর তিনি ২০১১ সালে নিজে একজন স্কটিশ এমপি’র সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি নিজেই এমপি নির্বাচিত হন। তার বাবা পাকিস্তানে জন্মেছিলেন এবং ১৯৬০ এর দশকে তিনি স্কটল্যান্ডে যান। আর তার মা কেনিয়াতে দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইউসুফকে ২০১২ সালে প্রথম একজন জুনিয়র মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সেই সময়ে স্কটিশ সরকারে নিযুক্ত হওয়া সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং প্রথম জাতিগত সংখ্যালঘু ছিলেন তিনি। তিনি ২০১৮ সালে বিচারমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং ২০২১ সালের মে মাসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন। ইউসুফ বলেন, স্বাধীন স্কটল্যান্ড রাজতন্ত্র থেকে বেড়িয়ে আসবে। পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের উচিৎ রাজতন্ত্র থেকে বেড়িয়ে এসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত করা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে বেশ কিছু সিদ্ধান্তের কারণে চাপের মুখে পড়েছিলেন ইউসুফ। অডিট স্কটল্যান্ড গত মাসে জানিয়েছে, স্কটল্যান্ডের স্বাস্থ্যসেবা নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ খাত নিয়ে সরকারের পরিকল্পনার বিষয়ে স্কটিশ সরকারের উচিৎ আরও বেশি স্বচ্ছ হওয়া। সংস্থাটি বলছে, স্বাস্থ্যখাতের অবস্থা এত খারাপ হয়েছে যে রোগীদের এখন চিকিৎসা পেতে, এমনকি সামান্য পরীক্ষার জন্যও বহু সময় ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

# ভারতে ঘুসের টাকাসহ এমপি গ্রেফতার

**পোস্ট ডেস্ক :** ভারতের কর্নাটকে ঘুস নেওয়ার অভিযোগে বিজেপি বিধায়ক মাদল বিরূপাক্ষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

চুক্তি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ঘুস নিয়েছিলেন সরকারি কর্মকর্তার ছেলে। এবার সেই ঘটনায় তার বাবাকে সোমবার গ্রেফতার করা হলো। খবর ইন্ডিয়া টুডের।

সাবান ও ডিটারজেন্ট তৈরির কাঁচামাল কেনার একটি চুক্তি পাইয়ে দেওয়ার জন্য এক ঠিকাদারর কাছ থেকে ৮১ লাখ রুপি ঘুস চেয়েছিলেন প্রশান্ত। এর পর সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারস্থ হন ওই ঠিকাদার। প্রশান্ত কুমারকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতা হয়। ৪০ লাখ রুপি ঘুস নেওয়ার সময় তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। বাবা মাদল বিরূপাক্ষের হয়ে তিনি ঘুস নিচ্ছিলেন বলে জানা যায়। মোট তিন ব্যাগভর্তি নোট উদ্ধার করা হয় অফিস থেকে।

সম্প্রতি মাদলের ছেলে প্রশান্ত কুমার ৪০ লাখ রুপি ঘুস নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন। ওই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন মাদল। ঘটনার ২০ দিনের বেশি সময় পর তাকে গ্রেফতার করা হলো।

প্রশান্ত কুমার কর্নাটক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিসের ২০০৮ সালের ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন।

বিরূপাক্ষ হাইকোর্টে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু হাইকোর্ট বিজেপি বিধায়কের কথায় কর্ণপাত করেনি। জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। তার পরই সোমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

# ইউক্রেনকে ১৮টি লেপার্ড-২ ট্যাংক দিয়েছে জার্মানি

**পোস্ট ডেস্ক :** রুশ আগ্রাসন মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইউক্রেনকে ১৮টি অত্যাধুনিক লেপার্ড-২ ট্যাংক দিয়েছে জার্মানি। মঙ্গলবার (২৮ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সোমবার (২৭ মার্চ) এক বিবৃতি দিয়েছে জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে জানানো হয়, ইউক্রেনকে ১৮টি লেপার্ড-২ ট্যাংক দিয়েছে জার্মানি। একইসঙ্গে দুটি ট্যাংক মেরামতের সরঞ্জাম ও ৪০টি সামরিক যান দেওয়া হয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিকে।

এই বিষয়ে জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস বলেন, ‘আমরা প্রতিশ্রুতি রেখেছি। ইউক্রেনের বন্ধুদের হাতে সময়মতো ট্যাংক তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এখন যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের বাহিনী স্পষ্ট ব্যবধান গড়তে পারবে।’

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানিসহ পশ্চিমা মিত্রদের কাছে ট্যাংক ও ভারী অস্ত্র চেয়ে আসছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাস দুয়েক আগে জার্মানি প্রথমবারের মতো ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক ট্যাংক সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছিলো।

জার্মান সংবাদমাধ্যম স্পেজেলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত সপ্তাহের শেষের দিকে জার্মানির সরকার ইউক্রেনকে ১৮টি অত্যাধুনিক লেপার্ড ট্যাংক সরবরাহ করেছে।

লেপার্ড-২ ট্যাংকের নানা বৈশিষ্ট্য আছে। ডিজাইনও বিভিন্ন রকম হয়। এই ট্যাংকে নাইটভিশন ইকুইপমেন্ট এবং একটি লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার আছে, যার সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব মাপা যায়। লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার রুক্ষ ভূখণ্ড বা রুক্ষ ভূমির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় চলমান লক্ষ্যের ওপর ভালোভাবে নজরদারি করতে সাহায্য করে।

বিশ্বের অন্যতম প্রথম সারির যুদ্ধট্যাংক লেপার্ড২। জার্মানির সেনাবাহিনী এবং অনেক ইউরোপীয় দেশের সামরিক বাহিনী এ ট্যাংক ব্যবহার করে। ইউরোপীয় নয়ড় এমন দেশগুলোর মধ্য কানাডা ও ইন্দোনেশিয়া এই ট্যাংক ব্যবহার করে। আফগানিস্তান, কসোভো ও সিরিয়ার সংঘাতে ডিজেল ইঞ্জিনচালিত এ যুদ্ধট্যাংকের ব্যবহার দেখেছে বিশ্ববাসী।

## আহলান সাহলান মাহে রমজান

করার মতো সুযোগ রমজানের মতো অন্য কোনো মাসে পাওয়া যায় না। আর তাই আমাদের উচিৎ এ মাসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের সামনের দিনগুলো আরো সুন্দর করে নেওয়া। রমজানে নফল ইবাদাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো কিয়ামুল লাইল বা রাতের ইবাদাত। আল্লাহর নবী সা. রমজানে কিয়ামুল লাইলকে খুবই গুরুত্ব দিতেন।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রমজান মাসের একটি ঘটনা। রাসূল সা. এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন, কিছু লোক তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। পরবর্তী রাতেও তিনি সালাত আদায় করলেন এবং লোক আরো বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাতে লোকজন সমবেত হলেন, কিন্তু রাসূল সা. বের হলেন না। সকাল হলে তিনি বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাদের কাছে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে শুধু এ আশঙ্কাই আমাকে বাধা দিয়েছে যে, তোমাদের উপর তা ফরজ হয়ে যাবে।

কাজেই এখান থেকে বুঝা যায় কিয়ামুল লাইল কতোটা গুরুত্বপূর্ণ হলে পরে নবী সা. এটি নিয়মিত করে থাকেন। কিন্তু উম্মতের কষ্টের কথা বিবেচনা করে তিনি এটি সবার সাথে পালন করা এড়িয়ে গেলেন। এমনিতেই বলতে গেলে সারা দুনিয়ায় মুসলিম প্রধান দেশগুলো বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে রমজান মাসে কিয়ামুল লাইলকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারাবির সালাতের পরই কিছুটা সময় বিরতি দিয়ে যে যার মতো করে তারা তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যান।

তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এ সালাত মানসিক প্রশান্তি দান করে। সম্মান এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। সাহাবিগণও রমজান মাসে নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। রমজান মাসে যেহেতু শেষ রাতে সাহরি খাওয়ার জন্য জাগতেই হয়, আর সাহরি খাওয়ার আগ পর্যন্ত শেষ রাত একান্ত দোয়া কবুলের সময়, তাই একটু আগেভাগে উঠে সাহরির আগে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অশেষ সওয়াব অর্জনের সুযোগ কাজে লাগানো যায়। আরবি 'তাহাজ্জুদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ রাত জাগরণ বা ঘুম ত্যাগ করে রাতে নামাজ পড়া। বছরের অন্যান্য সময়ের মতো রমজান মাসে তাহাজ্জুদ নামাজের ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। রমজান মাসে এর সুফল বহুগুণ বেড়ে যায়।

উম্মতে মুহাম্মদির জন্য এটা সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা অর্থাৎ এ নামাজ আদায় করলে অশেষ সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু আদায় করতে না পারলে কোনো গুনাহ হবে না। নবী করীম সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিয়তের সঙ্গে সওয়াবের আশায় মাহে রমজানের রোজা পালন করে, তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ইমান ও সওয়াবের আশায় মাহে রমজানের রাতে কিয়াম করে, তার বিগত দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ইমান ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে কিয়াম বা রাত জেগে ইবাদত করে, তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' তাহাজ্জুদ নামাজ সাধারণত শেষ রাতের দিকে পড়তে হয়। এসময় পড়লে সওয়াব বেশি পাওয়া যায়।

রাসুল সা. তাহাজ্জুদ নামাজ কখনও ৪ রাকাত, কখনও ৮ রাকাত এবং কখনও ১২ রাকাত পড়েছিলেন। তাই রোজাদার ব্যক্তির তাহাজ্জুদ নামাজ কমপক্ষে ৪ রাকাত আদায় করা উচিত। কিন্তু যদি কেউ এ নামাজ ২ রাকাত আদায় করেন, তাহলেও তাঁর তাহাজ্জুদ আদায় হবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এশার পর দুই বা ততোধিক রাকাত নামাজ পড়ে নেয়, সে হবে তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী।' তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত সব নফল ইবাদত অপেক্ষা অধিক এবং এটি আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। রমজান মাসে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে নিজের গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার একটা সুন্দর সুযোগ মিলে। রমজানের রাত জাগরণ করে যাঁরা তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন এবং অপরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন, তাঁরা আল্লাহর অপার রহমতের মধ্যে বিচরণ করেন। রাসূল সা. বলেছেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর রহমত নাজিল করেন, যিনি রাতে ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন এবং তাঁর স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন। অতঃপর তিনি অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন।

## ব্রিটেনে খাদ্যশস্য ও সবজি সংকট

নীতিনির্ধারকদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রাহকরা বেশি খরচ করতে পারবেন না জেনে যুক্তরাজ্যের অনেক খুচরা খাদ্য বিক্রেতা এখন দোকানের জন্য কম পরিমাণে মালামাল ক্রয় করছেন। যা তাদের লাভের ওপর আঘাত হানছে। ব্রিটিশ গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জ্যাক ওয়ার্ড বলেছেন, ব্রিটেনের তাজা খাদ্য উৎপাদকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

তিনি বলেন, উৎপাদকরা কতক্ষণ পর্যন্ত লোকসানে পণ্য উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারেন, তার একটি সীমা রয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন খরা এবং শীতের তুষারপাতের কারণে দেশটির কৃষক, কৃষক ইউনিয়ন এবং দোকানের মালিকরা সামনে আরও ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন। তবে শিগগিরই লিক, ফুলকপি এবং গাজরসহ বাসা-বাড়িতে উৎপাদিত অন্যান্য ফসল উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্য সাধারণত মার্চ মাসে চাহিদার প্রায় ৯৫ শতাংশ টমেটো আমদানি করে। তবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আমদানির পরিমাণ ৪০ শতাংশে নেমে আসে।

গত বছর দেশটির সুপারমার্কেটগুলো রেশনিং পদ্ধতিতে ডিম বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ার পর এবছর খাদ্য ঘাটতির এই সতর্কবার্তা দেওয়া হলো। ব্রিটেনের আপেল ও নাশপাতি চাষীরাও বলেছেন, বাগান রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো যাচ্ছে না। যদিও দেশটির সরকার ও সুপারমার্কেটগুলো বলেছে, তারা সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী।

তবে সালাদ সংকট ব্রিটেনের তাজা পণ্য শিল্পের অনিশ্চিত অবস্থার কথা তুলে ধরছে। দেশটির কৃষকদের সংগঠন লি ভ্যালি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠনের সদস্যরা ব্রিটেনের শসা ও মিষ্টি মরিচের ফসলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে।

সংগঠনটির সেক্রেটারি লি স্টিলস বলেছেন, মার্চ মাস নাগাদ দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকায় রোপণ করা যায়নি। লি ভ্যালি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় ১০ শতাংশ সদস্য গত বছর তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

## স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার হলেন হামজা ইউসেফ

লেবার পার্টির আনাস সরওয়ার দলের ২২ সদস্যের ভোট পেয়েছেন। আর চার লিবারেল ডেমোক্র্যাট ভোট দিয়েছেন অ্যালেক্স কোল-হ্যামিল্টনকে।

হামজা স্কটল্যান্ডের ষষ্ঠ ফার্স্ট মিনিস্টার। জাতিগত সংখ্যালঘুদের থেকে নির্বাচিত প্রথম ফার্স্ট মিনিস্টার তিনি। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হামজা সবচেয়ে কম বয়সী ফার্স্ট মিনিস্টারও বটে। এ ছাড়া প্রথম মুসলিম হিসেবে যুক্তরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন তিনি।

ফার্স্ট মিনিস্টার নির্বাচিত হওয়ার পর হামজার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি।

স্কটল্যান্ডের ক্ষমতাসীন স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (এসএনপি) নেতা নির্বাচিত হয়েছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হামজা ইউসেফ

এর আগে দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহের নেতৃত্বের লড়াই শেষে সোমবার এসএনপি প্রধানের পদ নিশ্চিত করেন হামজা। নিকোলা স্টার্জেনের উত্তরসূরি হিসেবে এসএনপির নেতৃত্ব দেবেন ইউসেফ। আট বছর দল এবং স্কটল্যান্ডের আধা-স্বায়ত্তশাসিত সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার পর গত মাসে আকস্মিক পদত্যাগ করেন তিনি।

## হাইকোর্টে প্রিন্স হ্যারি

এলটন জন, অভিনেত্রী স্যাডি ফ্রস্ট এবং লিজ হার্লি। যদিও প্রকাশক অভিযোগগুলিকে "অভিমানজনক স্মিয়ার" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। চার দিনের প্রাথমিক হাইকোর্ট শুনানি সোমবার থেকে শুরু। আইনি যুক্তি বিবেচনা করবে এবং একজন বিচারক সিদ্ধান্ত নেবেন যে, মামলাটি আরও এগিয়ে যাবে কিনা। মামলার মেরিট সম্পর্কে জানা যায়, লোকদের গাড়ি এবং বাড়ির ভিতরে গোপনে শোনার ডিভাইস রাখার জন্য ব্যক্তিগত তদন্তকারীদের নিয়োগ করা হয়। লোকদের লাইভ, ব্যক্তিগত টেলিফোন কলগুলি যখন তা সংঘটিত হচ্ছিল তখন গোপনে শুনতে এবং রেকর্ড করার জন্য ব্যক্তিদের কমিশনিং হয়। অভ্যন্তরীণ, সংবেদনশীল তথ্যের জন্য ব্যক্তিগত তদন্তকারীদের সাথে দুর্নীতির লিঙ্ক সহ পুলিশ কর্মকর্তাদের অর্থ প্রদান হয়।

এছাড়া প্রতারণার মাধ্যমে বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য ব্যক্তিদের ছদ্মবেশী করা হয়। অবৈধ উপায়ে এবং কারসাজির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট ইতিহাস এবং আর্থিক লেনদেন অ্যাক্সেস করা হয়।

সেই সময়ে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে, সংবাদপত্রের গ্রুপটি বলেছিল, আমরা সম্পূর্ণভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে এই অযৌক্তিক স্মিয়ারগুলিকে খণ্ডন করি, যা প্রবন্ধ সম্পর্কিত ফোন হ্যাকিং কেলেঙ্কারিতে মেল শিরোনামগুলিকে টেনে আনার পূর্ব পরিকল্পিত এবং সাজানো প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে হচ্ছে।

এই অপ্রমাণিত এবং অত্যন্ত মানহানিকর দাবিগুলি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে? দাবিদার এবং তাদের আইনজীবীদের দ্বারা কেবল একটি মাছ ধরার অভিযান বলে মনে হচ্ছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই অন্যত্রও মামলা চালিয়েছে।

## ব্রিটেনে ৩ বছরে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ

জানা গেছে, গত ৯ মার্চ ব্রিটিশ সংসদে এ ভিসা সংক্রান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ভিসায় সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, শর্ত পূরণ করতে পারলে তিন বছরে ব্রিটেনে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ মিলবে। এছাড়া এ ভিসায় সেভাবে কোনও আর্থিক বা বিনিয়োগের শর্ত আরোপ করা হয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে তরুণ উদ্যমী উদ্যোক্তারা উদ্ভাবনী নানা ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে সাফল্য পাচ্ছেন। এ ভিসা নিঃসন্দেহে সেসব উদ্ভাবনী তরুণদের জন্য সম্ভাবনার সুযোগ এনে দেবে। অতীতে যেসব ব্যবসায়িক ভিসা ছিল, প্রায় সব ক্ষেত্রেই বড় বিনিয়োগের শর্ত ছিল। কিন্তু এবার এই ভিসার ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসার ধারণা ও উদ্ভাবনী বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দেখা গেছে, ওয়ার্ক পারমিট বা কেয়ারার ভিসার জন্য ১৮ থেকে ২২ লাখ টাকা খুইয়ে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার পর কাজ মিলছে না। ব্রিটেনের অর্থনীতি এখন পড়তির ধারায়। সেই বাস্তবতায় ব্যবসা নিয়ে উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকলে মাত্র চার লাখ টাকার মধ্যে এই ভিসায় কোনও দালালের সাহায্য ছাড়াই ব্রিটেনে আসার সুযোগটি অভিবাসীদের জন্য নতুন সম্ভাবনা বলে মনে করছেন অভিবাসন বিশ্লেষকরা।

## গাড়ি বিক্রি করলেন রাজা চার্লস

চিহ্ন আছে। এই গাড়ি সর্বশেষ মেরামত করা হয়েছিল গত বছরের মার্চে।

রাজকীয় এই ল্যান্ড রোভার চার্লস-ক্যামিলা দম্পতি দীর্ঘদিন ব্যবহার করেছেন। তবে অনেক দিন থেকে তারা এই গাড়ি ব্যবহার করছেন না। নিলামে গাড়িটি কে কিনেছেন, তা বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি।

## রোজায় বর্ণিল সাজে লন্ডন

আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রমজান উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের এ শহরটিতে এ ধরনের সাজসজ্জা আগে কখনো দেখা যায়নি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, পশ্চিম লন্ডনের লিসেস্টার স্কয়ারের সঙ্গে পিকাডিলির সংযোগ ঘটানো কভেন্ট্রি স্ট্রিটে গেলেই সাজসজ্জার দৃশ্য চোখে পড়ে। দেখা যায়, মাথার ওপর উজ্জ্বল আলোয় জ্বলজ্বল করছে 'হ্যাপি রামাদান' তথা শুভ রমজান লেখা।

খবরে বলা হয়েছে, সম্প্রতি এই আলোকসজ্জার উদ্বোধন করেছেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খান। শহরটিতে ১৩ লাখ মুসলিমের বাস। তবে এই প্রদর্শনী আয়োজনের পেছনে যিনি রয়েছেন, সেই উদ্যোক্তার নাম আয়েশা দেশাই।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, এ বছর সবচেয়ে বেশি সময় না খেয়ে থাকতে হবে আইসল্যান্ডের বাসিন্দাদের। রমজানের প্রথম দিন অর্থাৎ ২৩ মার্চ সেখানে উপবাস থাকতে হবে ১৫ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট। রমজানের শেষ দিন সেখানে ফজর ও মাগরিবের মধ্যে ব্যবধান হবে ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট। অর্থাৎ দেশটিতে সর্বশেষ রোজাটি হবে ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিটের।

অপরদিকে রমজানে উপবাসের সময় কম হবে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে। এসব এলাকায় সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে ব্যবধান হবে ১১ থেকে ১২ ঘণ্টা। যেমন চিলির কিং স্কটে উপবাস থাকতে হবে ১২ ঘণ্টারও কম সময়।

## দেশে বেকার ২৬ লাখ ৩০ হাজার

অর্থবছরের তুলনায় ২০২২ সালে বেকারত্বের হার কমেছে। আগে যেখানে বেকারত্বের হার ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ এখন কমে সেটি হয়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ।

বিবিএস বলছে, দেশে মোট শ্রমশক্তি ৭ কোটি ৩৪ লাখ ১০ হাজার। যার মধ্যে পুরুষ ৪ কোটি ৭৪ লাখ ৮ হাজার এবং মহিলা ২ কোটি ৫৯ লাখ ৩ হাজার। এদিকে ১৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমশক্তির বাহিরে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪ কোটি ৬৯ লাখ। অন্যদিকে কর্মে নিয়োজিত আছে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৭ কোটি ৭৮ লাখ।

## উপজেলা পরিষদে কর্তৃত্ব হারালেন ইউএনওরা

ওপর ইউএনওদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকল না। তবে এখন থেকে উপজেলা পরিষদে ইউএনও সাচিবিক সহায়তা দেবেন।

বুধবার এ সক্রান্ত রিটের শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট আজমালুল হোসেন কিউসি, ব্যারিস্টার হাসান এমএস আজিম প্রমুখ।

এর আগে দেশের প্রতিটি উপজেলা পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) মতো নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। পরে ২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চের স্বাক্ষরের পর এসব আদেশের লিখিত অনুলিপি প্রকাশিত হয়।

আদালত তার আদেশে উপজেলা পরিষদ ভবনের সাইনবোর্ডে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের পরিবর্তে 'উপজেলা পরিষদ কার্যালয়' লেখা সাইনবোর্ড টানানোর নির্দেশ দেন।

পাশাপাশি একই আদেশে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ১৩ (ক), ১৩ (খ) ও ১৩ (গ) কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়। মামলার বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে সে রুলের জবাব দিতে বলা হয়।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি ও ড. মহিউদ্দিন মো. আলামিন। আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মেহেদী হাসান চৌধুরী ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

এর আগে গত বছরের ১৫ জুন উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা খর্ব করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দেওয়ার বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়। পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আব্দুল আজিজসহ তিনজন উপজেলা চেয়ারম্যান এ রিট করেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত সব দফতরের কার্যক্রম পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে ও বিধি অনুসারে করার জন্য ইউএনওদের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে ইতিপূর্বে জারি করা সার্কুলার অনুসরণের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ইউএনওরা যাতে ওই সার্কুলার অনুসরণ করেন, সে জন্য পৃথক আরেকটি সার্কুলার জারি করতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ উপজেলা পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের এক সম্পূরক আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ এসব আদেশ দেন।

## স্পেনে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েছে ১০

মোহাম্মদ আজানা বলেন, আগে স্পেনের মুসলিম জনসংখ্যাকে পুরোপুরি অভিবাসী হিসেবে দেখা হতো। বর্তমানে স্পেনের নাগরিকদের মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তাদের মধ্যে ১০ লাখের বেশি মুসলিম স্পেনের নাগরিক রয়েছে। তাছাড়া কিছুসংখ্যক অভিবাসী ও স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত মুসলিমও আছে।

মোহাম্মদ আজানা আরো বলেন, স্পেনের মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ এসেছে মরক্কো, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সেনেগাল ও আলজেরিয়া থেকে। তাদের বেশির ভাগ কাতালোনিয়া, ভ্যালেন্সিয়া, আন্দালুসিয়া ও মাদ্রিদের মতো শিল্পোন্নত অঞ্চলে বাস করে।

তিনি আরো জানান, বর্তমানে স্পেনে ৫৩টি ইসলামিক ফেডারেশন রয়েছে, যারা মুসলিমদের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও সামাজিক সেবা দিয়ে থাকে। তাদের তত্ত্বাবধানে প্রায় দুই হাজারের মতো মসজিদ আছে। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী হলেও পুরো দেশে মাত্র ৪০টি কবরস্থান আছে। মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাওয়াই মুসলিমদের প্রধান সমস্যা বলে মনে করা হয়। তদুপরি নানা সমস্যার মধ্যেও মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার অতীতের চেয়ে অনেক ভালো পর্যায়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রমজান উপলক্ষে অন্যান্য দেশের মতো স্পেনেও বিশেষ ইফতারের আয়োজন করা হয়। মোহাম্মদ জানান, রমজানের অনুষ্ঠানে স্থানীয় অমুসলিমদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কমিউনিটির সব সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ। পুরো বছর এ সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। মূলত ১৯৯২ সালে স্পেন সরকারের সঙ্গে খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলোর সহযোগিতা চুক্তি হয়, যার মাধ্যমে মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলোও আইনি ও সামাজিক অধিকার লাভ করে।

## দেশে প্রথমবারের মতো ভূমি সম্মেলন উদ্বোধন

প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের কার্যক্রম রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হবে।

## মুসলমান ভোটারদের মন জয় করতে জোর চেষ্টা

সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরটি তিনি নিজে দেখবেন। পাখির চোখ যেহেতু আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট এবং দুহাজার চব্বিশ এর লোকসভা ভোটে তাই মমতা নতুন দুটি বোর্ডের কথা ঘোষণা করেছেন। একটি হলো মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং অন্যটি পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ড। প্রথমটি সরাসরি রিপোর্ট করবে রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরকে। দ্বিতীয়টি শ্রম দপ্তরকে। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে এই ব্যাপারে বোর্ডেকে পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। সাগরদীঘির নির্বাচনে যথার্থ সংখ্যালঘু ভোট এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট তৃণমূল পায়নি বলে মমতার ধারণা। তাই তিনি দুটি বোর্ড গড়ে তাদের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যেই মমতা হাজি নুরুল ইসলামকে মাইনোরিটি সেলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ইটাহারের তরুণ বিধায়ক মোশারফ হোসেনকে সেই জায়গায় এনেছেন।
মে মাসে পঞ্চায়েত ভোট হতে চলেছে তার আগে ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছেন মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর এই পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত রাজ্যের নেতারা। আজ রাত ৯টায় পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে রাজ্য নেতারা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে একটি বৈঠকে বসছেন। সেখানেও মমতার স্ট্রাটেজি নিয়ে আলোচনা হবে।

## বার্মিংহামে মুসল্লির গায়ে আগুন, আটক ১

পুড়ে গেছে। তবে তিনি গুরুতর আহত হননি। অভিযুক্ত হামলাকারীকে পুলিশ ডুডলে রোড থেকে আটক করে।
এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন এজবাস্টন শহরের কাউন্সিল লিডার ইয়ান ওয়ার্ড, কমিউনিটি সেফটির কেবিনেট সদস্য জন কটন এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্যারন থম্পসন এবং মার্কাস বার্নাসকোনি। তারা এ হামলাকে 'ভয়ঙ্কর' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এছাড়া ওই এলাকায় বসবাসরত মুসলিমদের সবসময় সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন তারা।

## নর্থাম্পটনে স্কুল ছাত্র খুন কমিউনিটিতে আতংক

বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনাটি ঘটেছে নর্থাম্পটনের কিংসথপ এলাকার হারবরা রোডের কক হোটেলের সামনে। নিহত রোহান শান্ড ফ্রেড কিংসথপ কলেজের ইয়ার ইলেভেনের মেধাবী ছাত্র ছিলো। এঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ ১৪,১৬,২১ ও ৪৯ বছর বয়সী চারজন পুরুষ কে গ্রেপ্তার করেছে। নর্থাম্পটন শায়ার পুলিশ এ হত্যার তদন্ত শুরু করেছে।
নর্দাম্পটনের মতো শান্ত এলাকায় দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে দিবালোকে এ হত্যাকান্ডে কমিউনিটিতে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এদিকে এই হত্যাকান্ডের পেছনে কারন কি সেটা জানা যায়নি।

## আফগান শরণার্থীদের হোটেল থেকে উচ্ছেদ করবে

মাস ধরে সেখানে রেখে দেয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে সরকারি অব্যবস্থাপনার ফল এবং উপযুক্ত আবাসন খুঁজে পেতে স্থানীয় কাউন্সিল এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্বের সাথে সফলভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া।'
২০২১ সালের আগস্টে তালেবান থেকে পালিয়ে আসার পর প্রায় ৯ হাজার আফগান যুক্তরাজ্যে হোটেলে বসবাস করছে। উত্তর-পশ্চিম লন্ডনের হ্যারো থেকে আফগান বংশোদ্ভূত শ্রম কাউন্সিলর পেইমানা আসাদ, যিনি হোটেলগুলিতে আফগান শরণার্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন, বলেছেন যে, হোটেলে আটকে থাকার জন্য শরণার্থীরা নয়, সরকার দায়ী।
'আফগানদের থাকার কোনো সঠিক পরিকল্পনা না থাকায়, তারা হোটেলে করদাতাদের অর্থ অপচয় করেছে, আফগান উদ্বাস্তুদের জীবন সরকার অচল করে রেখেছে, আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সৈন্যদের পাশে থাকা ব্যক্তিদের মানসিক সুস্থতার অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছে, শেষ পর্যন্ত এ আফগান পরিবারগুলোকে পথে ফেলে দেবে, যে দেশে তাদের আনা হয়েছিল শখ করে নয় বরং প্রয়োজনে,' তিনি বলেন। সূত্রঃ দ্য গার্ডিয়ান।

## সৌদিতে বাস দুর্ঘটনায় ১৮ বাংলাদেশি নিহত

হলেন- নোয়াখালীর সেনবাগের শরিয়তউল্লাহর ছেলে শহিদুল ইসলাম, কুমিল্লার মুরাদনগরের আব্দুল আউয়ালের ছেলে মামুন মিয়া, নোয়াখালীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, লক্ষ্মীপুরের সবুজ হোসাইন, কুমিল্লার মুরাদ নগরের রাসেল মোল্লা, কক্সবাজারের মহেশখালীর মো. আসিফ, গাজীপুরের টঙ্গীর আব্দুল লতিফের ছেলে মো. ইমাম হোসাইন রনি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার কালু মিয়ার ছেলে রুকু মিয়া।
এরপর বুধবার সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন নতুন করে আরও ৫ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার কথা জানান।
তারা হলেন- কক্সবাজারের মহেশখালীর শাফাতুল ইসলাম, কুমিল্লার দেবিদ্বারের গিয়াস হামিদ, যশোরের কোতোয়ালির মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, যশোরের রনি এবং কক্সবাজারের রামু উপজেলার কাদের হোসাইনের ছেলে মোহাম্মদ হোসেন।
জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কবলিত বাংলাদেশিদের মধ্যে আহত ১৬ জনের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ফিরেছেন এবং কয়েকজন এখন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

## দিনে বিচারক, রাতে পর্ন ছবির নায়ক!

নামের ওই ব্যক্তি নিউ ইয়র্ক শহরের বাসিন্দা। একটি মার্কিন আদালতে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তও ছিলেন তিনি। কিন্তু এ সমাজমান্য পেশার বাইরেও আরও একটি পেশার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন বছর ৩৩-এর এই ব্যক্তি। এমনিতে এক পেশায় যুক্ত থাকার পরেও আরও কোনও পার্টটাইম কাজে যুক্ত হন অনেকেই। কেউ বাড়তি আয়ের প্রয়োজনে, কেউ আবার নিছকই শখ মেটাতে। যদিও সবরকম পেশার ক্ষেত্রে এই সুযোগ থাকে না। সেখানে নিজের পেশার বাইরে অন্য কোনও পেশায় যুক্ত হওয়াকে বেআইনি হিসেবেই দেখা হয়। বিশেষ করে যেসব চাকরিতে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গড়পড়তা হিসেবের চেয়ে খানিক বেশি, সেখানে দায়দায়িত্বও অনেক বেশি থাকে। আর তাই সেইসব চাকরিতে নিযুক্ত কর্মীরা অন্য কোনও ক্ষেত্র থেকে নিয়মিত উপার্জন করতে পারেন না, এমনটাই নিয়ম। বলাই বাহুল্য, আদালতের বিচারকের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। তার উপরে এই পেশার সঙ্গে আইনি নিরপেক্ষতার বিষয়টিও জড়িয়ে আছে। ফলে এই পেশার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের ক্ষেত্রে কিছু ব্যবহারবিধিও প্রযোজ্য হয়েই থাকে।
তবে সেইসব নিয়ম নিষেধকে একেবারে তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিয়েছেন এই ব্যক্তি। একটি পর্ন সাইটে নিজের প্রোফাইল খুলে সেখানে নিয়মিত নিজের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করতেন তিনি। সঙ্গে থাকত যৌন উসকানি দেয়া, শরীরী আবেদনপূর্ণ কথাবার্তাও। জানা গিয়েছে, এইসবের জন্য অনুরাগীদের থেকে মাসে ১২ ডলার নিতেন ওই ব্যক্তি। তার প্রোফাইলটিতে ১০০-রও বেশি এই ধরনের পোস্ট মিলেছে। শুধু তাই নয়, সেখানে নিজেকে বিচারপতি বলে পরিচয় দিতেও দ্বিধা করেননি ওই ব্যক্তি।
নিজেকে দিনের বেলার সুচাকুরে আর রাত্রিবেলার যৌনকর্মী বলেও ঘোষণা করেছেন তিনি। আর তার এমন কাণ্ডকারখানা সামনে আসতেই বেজায় চটেছে নিউইয়র্কের বিচার বিভাগ। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কর্মকর্তারা। অতি লোভে যে সত্যিই তাঁতি নষ্ট হয়, সে কথাই হয়তো এখন বুঝতে পারছেন অভিযুক্ত ওই বিচারপতি। সূত্রঃ ডেইলি মেইল।

# সৌদিতে সম্পত্তি কিনতে পারবেন বিদেশিরা

**পোস্ট ডেস্ক :** সৌদি আরব বিদেশিদের জন্য সম্পত্তির মালিকানা আইন শিথিল করার পরিকল্পনা করছে। অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনার কৌশলের অংশ হিসেবে সৌদি আরব তার আবাসন খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চায়। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এখন দেশটি নতুন আইন করতে যাচ্ছে।
সৌদির রিয়েল এস্টেট জেনারেল অথরিটির (আরইজিএ) প্রধান আবদুল্লাহ আলহাম্মাদ বলেন, নতুন আইন আসছে। আইনটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে আইনটির বিষয়ে সবাইকে জানানো হবে। নতুন আইনে সৌদি আরবে সব ধরনের ভূসম্পত্তি কেনার অনুমতি পাবেন বিদেশিরা।
বিদেশিদের সম্পত্তি কেনার বিষয়ে ২০২১ সালে একটি নির্দেশনা জারি করেছিল সৌদি আরব। এ নির্দেশনায় সৌদির নাগরিক নন, এমন ব্যক্তিসহ দেশটিতে থাকা বৈধ বাসিন্দাদের শর্ত সাপেক্ষে একক সম্পত্তি কেনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
আরইজিএর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বলেন, সৌদিতে রিয়েল এস্টেটের মালিকানার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের চেয়ে নতুন আইনটি আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক হবে। নতুন আইনের অধীন বিদেশিরা সৌদিতে বাণিজ্যিক, আবাসিক, কৃষিসহ যেকোনো ধরনের সম্পত্তি কিনতে পারবেন।
আগের আইনে সৌদির পবিত্র শহরগুলোতে বিদেশিদের সম্পত্তি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আরইজিএর প্রধান আবদুল্লাহ আলহাম্মাদ বলেন, নতুন আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, পবিত্র মক্কা-মদিনাসহ সৌদি আরবের সব জায়গায় বিদেশিরা সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন।
নতুন আইনের মাধ্যমে সৌদি আরব তার আবাসন খাতে একটা রূপান্তর আনতে চাইছে। তারা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে এ খাতকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়। সৌদি কর্তৃপক্ষ মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এ খাতের অবদান আরও বাড়াতে আগ্রহী।
সৌদির রিয়েল এস্টেট জেনারেল অথরিটি নতুন যে আইনটির কথা বলছে, তা কার্যকর হলে দেশটি প্রবাসী ও বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন বিনিয়োগের একটি গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে।

# অভিবাসনবিরোধী আইন বন্ধ করতে ব্রিটেনকে ইইউর আহ্বান

**পোস্ট ডেস্ক :** অনিয়মিত অভিবাসন বন্ধে ব্রিটেন সরকার সম্প্রতি যে নতুন আইন প্রস্তাব করেছে তা পাস না করতে দেশটির আইনপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনার দুনিয়া মিয়াতোভিচ। সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুই কক্ষের আইনজীবীদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। এতে তিনি দাবি করেছেন, ব্রিটেন সরকারের প্রস্তাবিত আইনটি মানুষের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ছোট নৌকায় চেপে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঠেকাতে নতুন আইন প্রস্তাব করেছে ব্রিটেনের সরকার। তবে ইইউ এই আইন পাস হওয়া ঠেকাতে চায়। ব্রিটিশ আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে দুনিয়া মিয়াতোভিচ বলেছেন, অভিবাসনবিরোধী বিলটি ব্রিটেনে অনিয়মিতভাবে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আশ্রয় চাওয়ার অধিকার কেড়ে নেবে। আইনটি প্রণয়নে দেশটির আইনপ্রণেতাদের বাধা দেওয়া উচিত।
ব্রিটেন সরকার বলেছে, ফ্রান্স থেকে ছোট নৌকায় আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন সীমিত করতে এবং মানবপাচারকারী চক্রের কার্যক্রম ভেঙে দিতে বিলটি প্রয়োজন। ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টির কয়েকজন সংসদ সদস্য চান বিলটি আইন আকারে পাস হোক। শুধু তাই নয়, তাদের অনেকে ব্রিটেনকে ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশন (ইসিএইচআর) থেকে বের হয়ে আসার আহ্বানও জানিয়েছেন। সুনাক বলেছেন, ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলার ক্ষেত্রেও নতুন আইন প্রবর্তন করতে পারে তার দেশ।

## যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে নারী 'বন্দুকধারীর' হামলা, নিহত ৬

**পোস্ট ডেস্ক :** যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অংগরাজ্যের ন্যাশভিলে এক প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুলে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৬ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে। মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলাকারী একজন নারী। পুলিশের গুলিতে তিনিও নিহত হয়েছেন। রয়টার্স বলছে, পুলিশ স্থানীয় সময় সকাল ১০ টা ১৩ মিনিট নাগাদ ফোন কল পেতে শুরু করেন। শহরটির কোভেন্যান্ট স্কুলে ওই বন্দুকধারী হামলা চালান। স্কুলটিতে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হত।
ন্যাশভিলে মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ডন আরন সাংবাদিকদের বলেন, স্কুলের দ্বিতীয় তলা থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেতো। তিনি আরো জানান, হামলাকারীর কাছে অন্তত দুইটি আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং একটি হ্যান্ডগ্যান ছিল। তবে এ হামলাকারীর উদ্দেশ্যে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

## ইউক্রেনে ২টি অস্থায়ী গ্রাম বানাবে যুক্তরাজ্য ও পোল্যান্ড

**পোস্ট ডেস্ক :** ইউক্রেনের পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে দুটি অস্থায়ী গ্রাম নির্মাণ করবে যুক্তরাজ্য ও পোল্যান্ড। রাশিয়ার আক্রমণে ঘরবাড়ি হারানো ইউক্রেনীয়দের গ্রাম দুটিতে আশ্রয় দেওয়া হবে। মঙ্গলবার যুক্তরাজ্য এই ঘোষণা দিয়েছে। খবর রয়টার্স।
ব্রিটিশ সরকার এই প্রকল্পে ১ কোটি পাউন্ড বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দেশটি জানিয়েছে, পশ্চিম ইউক্রেনের এলভিভ এবং মধ্য ইউক্রেনের পলতাভায় এই দুটি গ্রাম গড়ে তোলা হবে। এগুলোতে সাত শতাধিক মানুষকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে।
ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি এক বিবৃতিতে বলেছেন, গত বছর থেকে পুতিন ইউক্রেনে বেসামরিকদের বাড়ি ও অবকাঠামোতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউক্রেনীয়দের চড়ামূল্য দিতে হচ্ছে।
তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য ও পোল্যান্ডের এই নতুন অংশীদারত্ব সংকটে থাকা মানুষদের আলো, উষ্ণতা ও আশ্রয়ে সহযোগিতা করবে।
যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ব্রিটেনের বিভিন্ন পরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন ১ লাখ ১৮ হাজার ইউক্রেনীয় নাগরিক। তবে স্থায়ী আবাসন পেতে অনেকেই সংকটে রয়েছেন।

# ইফতারের জরুরি কয়েকটি মাসআলা

## মুফতি সাদেকুর রহমান

দেরি না করে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা মুস্তাহাব। হজরত সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলমানরা কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ তারা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১৯৫৭)

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা ফরমান: আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ওই ব্যক্তি, যে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে। (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-৭০০)

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন; ইসলাম ধর্ম বিজয়ী হিসেবে থাকবে যতক্ষণ মুসলমানরা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করবে। কেননা ইহুদি এবং খৃষ্টানরা বিলম্বে ইফতার করে। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদিস নং-২৩৫৩)

এ সব হাদিসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যখন সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে তখন আর বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে নেওয়া মুস্তাহাব।

**মাগরিবের নামাজ পড়ার আগেই ইফতার করা**

মাগরিবের নামায পড়ার আগেই ইফতার করে নিতে হবে। যেন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করার সওয়াব পাওয়া যায়।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাজ পড়ার আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনা খেজুর দ্বারা। তাও না পেলে এক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন। (জামে তিরমিযী, হাদিস ৬৯২)

**কখন ইফতার করা মাকরূহ?**

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে এটা নিশ্চিত জানার পরও বিলম্ব করে ইফতার করা মাকরূহ। নিশ্চিত সূর্যাস্ত হয়ে গেছে কিন্তু এখনো দিনের আলো অবশিষ্ট রয়ে গেছে, অন্ধকার হয়নি, অথবা এখনো শরীরের পশম দেখা যাচ্ছে, অথবা মসজিদ থেকে আজান হচ্ছে না ইত্যাদি কারণে বিলম্ব করে ইফতার করা মাকরূহ। (ফাতাওয়া আলমগীরী-১/২০০)

**কী দ্বারা ইফতার করবেন?**

খেজুর দ্বারা ইফতার করা উত্তম। এর ব্যবস্থা না থাকলে পানি দ্বারা।

হজরত সালমান ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ইফতার করতে চাইলে যেন খেজুর দ্বারা করে। কেননা তা বরকতপূর্ণ। আর তা সম্ভব না হলে পানি দ্বারা করবে। কেননা তা পবিত্রকারী। (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-৫৫৮ ; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-১৬৯৯)

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাজ আদায়ের পূর্বে কিছু পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর তা না থাকলে কয়েকটি শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন আর তাও না পাওয়া গেলে কয়েক ঢোঁক পানি দ্বারা ইফতার করতেন। (সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং-৬৯৬, তাবয়ীনুল হাকায়েক-১/৩৪৩)

**ইফতারের পূর্বে করণীয় কী?**

ইফতারের সময় হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ইফতার প্রস্তুত করে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা, বেশি বেশি দোয়া-দরুদ পড়া, তাওবা-ইস্তিগফার করা। ঘরে মা বোনরাও এর প্রতি যত্নশীল হবেন। এক্ষেত্রে পুরুষরাও তাদেরকে সহায়তা করবেন।

**ইফতারের সময় দোয়া**

ইফতারের সময় নিন্মোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে

ﺍَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲْ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻲْ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻴْﺊٍ ﺃَﻥْ ﺗَﻐْﻔِﺮَ ﻟِﻲْ

হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে তোমার সেই রহমতের ওসীলায় প্রার্থনা করছি, যা সকল বস্তুতে পরিব্যাপ্ত, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ১৭৫৩)

**ইফতার গ্রহণের সময় কী দোয়া পড়তে হবে?**

হজরত মুআয বিন যুহরা (রা.) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন- ﺍَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ﻟَﻚَ ﺻُﻤْﺖُ ﻭَﻋَﻠٰﻰ ﺭِﺯْﻗِﻚَ ﺃَﻓْﻄَﺮْﺕُ (হে আল্লাহ তোমার জন্যই আমি রোজা রেখেছি এবং তোমার রিযিক দ্বারাই ইফতার করেছি। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদিস নং-২৩৫৮)

**ইফতার গ্রহণের পরের দোয়া**

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন-

ﺫَﻫَﺐَ ﺍﻟﻈَّﻤَﺄُ، ﻭَﺍﺑْﺘَﻠَّﺖِ ﺍﻟْﻌُﺮُﻭْﻕُ، ﻭَﺛَﺒَﺖَ ﺍﻟْﺄَﺟْﺮُ ﺇِﻥْ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟٰﻰ

(তৃষ্ণা দূর হয়েছে, শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে। যদি আল্লাহ চান তবে রোজার সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুনানে আবূ দাউদ, হাদিস নং-২৩৫৭)

**ইফতারি ও রাতের খাবার এক সঙ্গে খেয়ে একটু বিলম্বে মাগরিবের নামাজ আদায় করা যাবে কি?**

উত্তম হলো, সংক্ষিপ্ত সময়ে ইফতার করে নামাজ আদায় করা। তারপর ইচ্ছা হলে খাবার খাবে। তা সত্ত্বেও যদি বিশেষ কোন কারণে ইফতারি ও রাতের খাবার একসঙ্গে খাওয়ার পর নামাজ আদায় করে, তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। তবে এই পরিমান সময় বাকি থাকতেই পানাহার শেষ করতে হবে, যাতে মাকরূহ ওয়াক্তের পূর্বেই নামাজ আদায় করা যায়। (ফাতাওয়া হক্কানিয়া- ৪/১৫৪)

**লেখক: মুফতি ও মুহাদ্দিস, শেখ জনূরুদ্দীন রহ দারুল কুরআন মাদ্রাসা, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা।**

# রোজার আমল ও কয়েকটি দোয়া

## মাওলানা ওহিদুদ্দিন খান

রোজার প্রথম আমল হলো রোজা রাখার নিয়ত করা। হাদিসে বলা হয়েছে : ফজরের আগে রোজা রাখার নিয়ত না করলে রোজা হয় না (সুনানে নাসায়ি, হাদিস নম্বর : ২৩৪১)।

বোঝা যাচ্ছে, রোজা একটি সচেতন প্রয়াস, অভ্যাসবশত করে বসা কোনো আমল নয়। রোজা পালন করতে হয় অনুভূতি সজাগ রেখে, অমনোযোগী বা অচেতনভাবে নয়। একই কথা ধর্মের ক্ষেত্রেও, ধর্ম সর্বাংশে সচেতন অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ধার্মিক যিনি সচেতন অনুভূতি সহকারে ধর্মীয় নির্দেশনা মেনে চলেন।

রোজাদারকে সুবহে সাদিকের আগে খাবার খেয়ে নিতে হয়, একে আরবিতে বলা হয় 'সেহরি'।

হাদিসে বলা হয়েছে: তোমরা সেহরি খাও, কারণ সেহরিতে বরকত রয়েছে (সহি বুখারি, হাদিস নম্বর : ১৯২৩)।

ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) নামের একজন সাহাবি বলেন যে, আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাকে সেহরি খেতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, 'এসো, বরকতময় খাবার খাও।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস নম্বর: ২৩৪৪)।

আরও একজন সাহাবি বলেন, রমজান মাসে ফজরের আগে আমি রাসুল (সা.)-এর কাছে যখন গেলাম, তখন তিনি সেহরির খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন : সেহরি হচ্ছে বরকত, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। এটাকে ছেড়ে দিয়ো না।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস নম্বর : ২১৬২)।

ফজরের আগে সেহরি খাওয়া আসলে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ যখন কোনো কঠিন কাজের নির্দেশ দেন, তখন একই সঙ্গে ব্যক্তির জন্য কাজটি সহজে সম্পাদনের পথও বলে দেন। তিনি রোজার নির্দেশ দিলে সঙ্গে সেহরির নির্দেশও দেন। ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিলে প্রচারিতের (মাদুউর) মোকাবিলায় প্রচারকের (দা'য়ির) সুরক্ষার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন।

আল্লাহর দেওয়া নির্দেশে বাহ্যিক কষ্ট বা কাঠিন্য দেখা গেলে, ঈমানদারদের তার ওপর নির্ভরের পথ বেছে নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ শুধু হুকুম দেন না, বরং নিজের হুকুমের চাহিদাও তিনি পূর্ণ করেন। তিনি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলেন, আবার উদ্ধারও করেন। তিনি পরীক্ষার সঙ্গে মানুষকে সাহায্যের ব্যবস্থাও করেন।

সেহরি বা অন্যভাবে বললে শেষ খাবার খেয়ে ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের দিন শুরু করেন। দৈনন্দিন যে সমস্ত কাজকর্ম রোজাহীন অবস্থায় করতেন, একই কাজ এবার তিনি রোজারত অবস্থায় করেন। ফলে তার সমস্ত কাজে নতুন এক প্রাণ আসে। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, কুরআন পাঠ করেন, আল্লাহকে স্মরণ করেন, মানুষের সঙ্গে নানারকম লেনদেন করেন। বাহ্যিকভাবে সমস্ত কাজই যথানিয়মে হয়; কিন্তু আত্মিকভাবে এখন তার সমস্ত কাজ এক নতুন অনুভূতির সঙ্গে সাধিত হয়। আগে যে সমস্ত কাজ দৈনন্দিন রুটিন হিসেবে করা হতো, এবার তাতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়। আগে যে সমস্ত কাজ নিরসভাবে করা হতো এবার সে সমস্ত কাজ মনোযোগের সঙ্গে হতে থাকে। রোজা একজন ঈমানদার ব্যক্তির সাধারণ কাজকে অসাধারণ করে তোলে।

এভাবেই একজন ঈমানদার ব্যক্তি তার সময় কাটাতে থাকেন। সন্ধ্যা হয়, ইফতারের সময় আসে। এবার আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে তিনি খাদ্য ও পানীয় মুখে নেন। যে আল্লাহর নির্দেশে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন, এবার তিনি আল্লাহর নির্দেশেই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে নিজেকে সফলকাম করে তোলেন।

এই পর্যায়ে রাসুল (সা.) থেকে বর্ণিত কিছু দোয়া পড়া ঈমানদার ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপকারী। হাদিসে বলা হয়েছে: সারাদিন রোজা রাখার পর সন্ধ্যায় নবী (সা) যখন ইফতার করতেন তখন এসব দোয়া পড়তেন। কয়েকটি দোয়া: আলহামদুলিল্লা হিল্লাজি আয়া নানি ফা ছুমতু ওয়া রযাকানি ফাআফ তারতু।

অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সাহায্য করায় আমি রোজা রেখেছি এবং রিজিক দান করায় ইফতার করেছি। (শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নম্বর : ৩৬১৯)

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার দেওয়া খাদ্য দিয়ে ইফতার করেছি। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নম্বর: ২৩৫৮)

আলহামদুলিল্লাহি যাহাবাজ্জামায়ু ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তৃষ্ণা মিটেছে, শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে, আর আল্লাহ যদি চান প্রতিদান নিশ্চিত হয়েছে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নম্বর: ২৩৫৭)।

দোয়ার এই শব্দগুলো রোজার আসল সারমর্মকে বোঝার জন্য বেশ সহায়ক। এই দোয়াগুলো মূলত রোজা রাখার কারণে বান্দার ভেতর যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহর একজন বান্দা আল্লাহর জন্য সারাদিন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় থাকেন, তার পর সন্ধ্যায় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার মাধ্যমে যখন নিজের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটান তখন তার হৃদয়ে আপন প্রতিপালকের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা এই ধরনের শব্দের মাধ্যমেই প্রকাশ করা যেতে পারে, যার একটি নমুনা এই দোয়াগুলোতে দেখা যায়।

# রোজাদারের হৃদয়ে ঝরে রহমতের বৃষ্টি

## মাওলানা সেলিম হোসাইন আজাদী

মাহে রমজানের ফজিলত আলোচনা করতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেছেন, রমজানের তিন দশকে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে তিন ধরনের বৃষ্টি ঝরে।

প্রথম দশকে ঝরে রহমতের বৃষ্টি। দ্বিতীয় দশকে মাগফিরাত এবং তৃতীয় দশকে ক্ষমা। প্রথম ১০ দিন ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর রহমতে সিক্ত হবে।

দ্বিতীয় দশকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আর তৃতীয় দশক তথা শেষ দশকে বান্দা কান্নাকাটি এবং ইতেকাফের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে নাজাত-মুক্তি নিশ্চিত করবে।

পাঠক! এখন আমরা রহমতের বৃষ্টিতে ভিজছি। দুনিয়াজুড়ে আরশের মালিক রহমত বর্ষণ করছেন। ভাগ্যবান বান্দা সে, যে প্রভুর রহমত ধারণ করতে পারল। আর যে অবহেলা-অযত্নে প্রভুর রহমত থেকে দূরে থেকেছে, তার ব্যাপারে আমরা আর কী বলব, নবিজি নিজেই বলেছেন-এমন হতভাগ্য বান্দা আরশের নিচে জমিনের ওপরে আর কেউ নেই। বৃষ্টি যখন হয়, তখন সব জায়গায়ই বৃষ্টি ঝরে।

কিন্তু সব ভূমি বৃষ্টির পানি ধারণ করে না। যে ভূমিটা উঁচু, বাকা, সেখানে বৃষ্টি ঝরলেও পানি জমে না। তেমনি আল্লাহর রহমত সব বান্দার ওপর সমানভাবে ঝরছে, ঝরবে। কিন্তু যে বান্দার কলবের জমিনটা অহংকারে উঁচু হয়ে আছে, নাফরমানিতে বেঁকে গেছে, সে বান্দা খোদার রহমত ধারণ করার যোগ্যতা রাখে না। কারণ, অহংকারীকে আল্লাহপাক যতটা অপছন্দ করেন, আর কাউকে এতবেশি অপছন্দ করেন না।

আমার প্রিয় ভাই, অহংকারী মনকে বিনয়ী করার মাস। বান্দা যখন সিয়াম সাধনা শুরু করে, আস্তে আস্তে মসজিদের সঙ্গে, কুরআনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে, তখন অটোমেটিকভাবে হৃদয় নরম হয়ে আসবে। চোখ ভিজে উঠবে। দুনিয়ার মায়ামোহ তুচ্ছ মনে হবে। কবরের জীবনের জন্য এক ধরনের পেরেশানি, টান অনুভব হবে। কিন্তু শুরুটা আপনাকেই করতে হবে।

অনেক মানুষ মনে করে, কোনো এক অলৌকিক শক্তি তাকে হঠাৎ ভেতরে-বাইরে বদলে দেবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বান্দা যদি নিজেকে বদলানোর জন্য প্রস্তুত না করে, নিজের ভেতরে যদি রহমত ধারণের জন্য বিনয়ী না হয়, তাহলে আল্লাহ নিজ থেকে কাউকে পরিবর্তন করে দেন না।

বছরের অন্যান্য মাসে যে সুযোগটা থাকে না, রমজানে সে সুযোগ আমরা পেয়ে যাই। রমজানজুড়ে সবজায়গায় এক ধরনের ধর্মীয় আবহাওয়া পাওয়া যায়। কেউ চাইলে এ সময়ে খুব সহজেই নিজেকে বদলে নিতে পারে। খারাপ অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। অহংকারে উঁচু মনটাকে বিনয়ে গলিয়ে নেওয়ার সুযোগ রমজান ছাড়া আর অন্য কোনো মাসে এত সুন্দর এত চমৎকারভাবে ধরা দেয় না।

যারা প্রভুর সামনে দাঁড়ায় না, নিজেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করে না, তাদের চেয়ে হতভাগা আর কে আছে? রমজানের বৃষ্টিতে যে ভিজল না, রহমতের প্রতিটি ফোঁটা যে যত্নের সঙ্গে আগলে রাখে না, তার চেয়ে পোড়া কপাল আর কে আছে?

## সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

| তারিখ | ফজর | সূর্যদ্বয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩১.০৩.২৩ শুক্রবার | 5:24 | 6:36 | 01:45 | 5:30 | 7:35 | 9:20 |
| ০১.০৪.২৩ শনিবার | 5:22 | 6:34 | 01:30 | 5:32 | 7:36 | 9:23 |
| ০২.০৪.২৩ রবিবার | 5:20 | 6:29 | 01:30 | 5:32 | 7:38 | 9:23 |
| ০৩.০৪.২৩ সোমবার | 5:17 | 6:27 | 01:30 | 5:34 | 7:40 | 9:25 |
| ০৪.০৪.২৩ মঙ্গলবার | 5:15 | 6:25 | 01:30 | 5:35 | 7:41 | 9:26 |
| ০৫.০৪.২৩ বুধবার | 5:13 | 6:23 | 01:30 | 5:36 | 7:43 | 9:28 |
| ০৬.০৪.২৩ বৃহস্পতিবার | 5:11 | 6:20 | 01:30 | 5:37 | 7:45 | 9:30 |

*নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।*

# বদলে গেল পেনাল্টি নিয়ম

**পোস্ট ডেস্ক :** যার জন্য বদলে গেল পেনাল্টির দীর্ঘদিনের একটা নিয়ম। কাতার বিশ্বকাপে একের পর এক পেনাল্টি ঠেকিয়ে সবার নজরে আসেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। বিশেষ করে নেদারল্যান্ডস ম্যাচে টাইব্রেকারে ঝলক দেখানো, এর পর ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে দুর্দান্তভাবে পেনাল্টি শট আটকে দেওয়ার পর বুনো উল্লাসে মাতা এসব ভালোভাবে নেননি ফিফার কর্তারা।
সে জন্য দীর্ঘ আলোচনার পর নিয়ম বদলাতে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের শরণাপন্ন হন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত আইনের ১৪ ধারায় পেনাল্টি কিকের নিয়মে নতুনত্ব এনেছেন।
যেখানে সবচেয়ে গুরুত্ব পায় শুটারের এভাবে শুটারদের চাপে ফেলতেন তা নয়, ইউরোপিয়ান ফুটবলে অনেক গোলকিপারই পেনাল্টি শুটারকে নানা উপায়ে প্রভাবিত করতেন, যাতে করে ওই শুটার পেনাল্টি মিস বা পোস্টের বাইরে বল পাঠিয়ে দেন। তবে মার্টিনেজের বিষয়গুলো বেশি নজরে পড়ে।
আইএফএবি প্রণীত নতুন নিয়ম
গোলকিপারকে অবশ্যই পোস্টের নির্দিষ্ট লাইনে থাকতে হবে
পেনাল্টিশুট নেওয়ার সময় অহেতুক সময় নষ্ট করা যাবে না
এমন আচরণ করা যাবে না, যা শুটারের মনোযোগ নষ্ট করে
গোলকিপার পোস্ট, ক্রসবার ও জাল স্পর্শ করতে পারবেন না

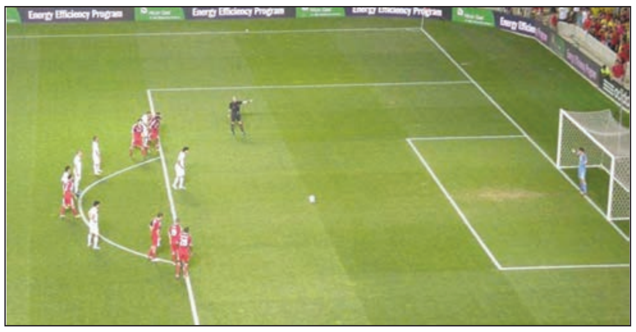

সময় নষ্ট না করা। যে কাজটা এমি ফাইনালে করেছিলেন। ফ্রান্সের বিপক্ষে যখন চুয়েমেনি শট নিতে আসেন, তার আগে বলটা তিনি দূরে ঠেলে দেন। এর পর পোস্ট থেকে তাকে লক্ষ্য করে কিছু একটা বলেন। যেটা চুয়েমেনিকে আরও চাপে ফেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত মিস করেই বসেন এই ফরাসি তরুণ। তার আগে কিংসলে কোম্যানের পেনাল্টিও আটকে দেন মাইন্ড গেম খেলে।
শুধু কাতার বিশ্বকাপ নয়, এর আগে ২০২১ কোপা আমেরিকায় কলম্বিয়ার ইয়েরি মিনারের পেনাল্টিও রুখে দেন একই কায়দায়। অবশ্য এমি একাই যে
যেদিন থেকে কার্যকর
এই নিয়ম চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।
কেন এমন পরিবর্তন?
কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ পেনাল্টি ঠেকাতে যে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' দেখিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে বিশ্বকাপের পর তুমুল আলোচনা চলে, যা ফিফা হয়ে আইএফএবি কর্তাদের কানে যায়। এর পর তারা নিয়ম পরিবর্তনে হাত দেন। সব শেষ বিচার-বিবেচনা করে একাধিক বদল আনা হয়েছে পেনাল্টি কিকের নিয়মে।

# পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে হারাল মরক্কো

**পোস্ট ডেস্ক :** পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা ব্রাজিলকে প্রথমবারের মতো হারাল আশরাফ হাকিমি-হাকিম জিয়েশ-সোফিয়ান বৌফলের দল।
রোববার তাঞ্জিয়েরের ইবনে বতুতা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো। মরক্কোর হয়ে গোল বাদের দুটি করেন সোফিয়ান বৌফল ও আব্দেলহামিদ সাবিরি। ব্রাজিলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ক্যাসেমিরো।
ইনজুরির কারণে দলে নেই নেইমার। কাতার বিশ্বকাপে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলা রিচার্লিসনও নেই। গোলপোস্টের নিচে অ্যালিসন, রক্ষণভাগে থিয়াগো সিলভা, মার্কুইনিয়োসও নেই। এ এক নতুন ব্রাজিল এদিন মাঠে। জার্সি না দেখে যাদের চেনাই দায়!
এদিন ব্রাজিলের হয়ে অভিষেক হলো রোনি, আন্দ্রে সান্তোস, ভিতর রোকে, রাফায়েল ভেইগা ও ইয়ুরি আলবার্তোর। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের দলে এদিন নতুনের ছড়াছড়ি। অন্যদিকে মরক্কো আস্থা রেখেছে কাতার বিশ্বকাপে খেলা দলটার ওপরেই।
নিজেদের মাঠে শুরুতে বলের দখল নিয়ে গুছিয়ে খেলতে থাকে মরক্কো। প্রথম কয়েক মিনিট ব্রাজিলিয়ানরা বলই পায়নি। আক্রমণেও শুরুতে মরক্কোই এগিয়ে ছিল। তবে ধীরে ধীরে বলের দখল বাড়ায় সেলেসাওরা।
বলের দখল নিলেও কাউন্টার অ্যাটাকে ত্রাস ছড়াচ্ছিল অ্যাটলাস লায়নরা। যারই প্রেক্ষিতে ২৭ মিনিটে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ভড়কে দিয়ে গোল আদায় করে নেয় গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্টরা। এল খান্নৌসের পাস থেকে গোল করেন সোফিয়ান বৌফল।
গোল খেলে সংবিত ফিরে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। গুছিয়ে আক্রমণ শানাতে থাকে মরক্কোর রক্ষণে। কিন্তু জমাট রক্ষণ ভেঙে গোলরক্ষক বুনুকে ফাঁকি দিতে ব্যর্থ ভিনিসিউস-রদ্রিগোরা। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকেই নিস্প্রভ রদ্রিগো ও রোনিকে তুলে নেন ব্রাজিলের কোচ র‍্যামন মানেজেস। অ্যান্টনি ও ভিতর রোকেকে নামিয়ে আক্রমণভাগের শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি। তাতে আক্রমণের ধার কিছুটা বাড়ে।
৬৭ মিনিটে ব্রাজিলকে সমতায় ফেরান অধিনায়ক ক্যাসেমিরো। থিয়াগো সিলভার অবর্তমানে অধিনায়কের ভার পাওয়া ক্যাসেমিরো লুকাস পাকুয়েতার পাস থেকে গোলটি করেন।
সমতায় ফিরে ম্যাচ জয়ের জন্য উঠে-পড়ে লাগে সেলেসাওরা। তবে অ্যাটলাস লায়নরাও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নামা আব্দেলহামিদ সাবিরি ৭৯ মিনিটে গোল করে মরক্কোকে ফের এগিয়ে দেন।
শেষ দিকে অনেক চেষ্টা করেও আর সমতা ফেরাতে পারেনি ব্রাজিল। শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

# ইতালিকে জিতিয়ে বিরল কীর্তি পেসিনার

**পোস্ট ডেস্ক :** ইংল্যান্ডের কাছে হারার বিষাদ ভুলে জ্বলে উঠলো ইতালি। মাল্টার মাঠে পেলো সহজ জয়। রোববার রাতে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে 'সি' গ্রুপের ম্যাচটি ২-০ গোলে জেতে রবার্তো মানচিনির দল। দলের জয়ে অবদান রেখে বিরল কীর্তি গড়েন ইতালিয়ান মিডফিল্ডার মাত্তেও পেসিনা। মাল্টার মাঠে ম্যাচের ১৫তম

মিনিটে এগিয়ে যায় ইতালি। গোলটি করেন ফরোয়ার্ড মাতেও রেতেগুই। ২৭তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মনজার ইতালিয়ান মিডফিল্ডার মাত্তেও পেসিনা। আর এই গোলেই রেকর্ড গড়েন তিনি। ইতালিয়ান সিরি আ'র ক্লাব মনজার প্রথম ফুটবলার হিসেবে ইতালি জাতীয় দলের হয়ে গোল করার কীর্তি গড়লেন পেসিনা। নিজের রেকর্ডের কথা অবশ্য জানতেনই না তিনি।
ম্যাচ শেষে রাই স্পোর্টসকে পেসিনা বলেন, 'আমি আসলে জানতাম না এটা। এই গোল বাদেও আমি দলের জয়ে খুশি। এই ম্যাচগুলো কখনই সহজ ছিল না। আজকে (রোববার) যেমনটা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইউরো বাছাইয়ে প্রথম জয়ে পয়েন্ট টেবিলে একটা স্থান পেয়েছি আমরা।'
প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ২-১ গোলে হারে ইতালি। 'সি' গ্রুপে রাতের অন্য ম্যাচে ইউক্রেনকে ২-০ গোলে হারায় ইংল্যান্ড। ৩৭তম মিনিটে হ্যারি কেইনের গোলে লিড নেয় ইংলিশরা। ৪০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বুকায়ো সাকা। ইউরো বাছাইয়ের দুই ম্যাচে ১টি করে হার ও জয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপ টেবিলের দুইয়ে ইতালি। পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইংল্যান্ড। তিনে থাকা নর্থ মেসিডোনিয়ার পয়েন্ট ৩। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে থাকা ইউক্রেন এবং মাল্টার পয়েন্ট শূন্য। ম্যাচ শেষে ইতালি কোচ রবার্তো মানচিনি বলেন, 'এগুলো এমন ম্যাচ যেখানে আপনি সবকিছু হারাতে পারেন এবং তা খুব বাজে ভাবে।' ম্যাচের শুরুতেই লিড নেয়ার বিষয়টি ইতিবাচক মনে করছেন মানচিনি। তিনি বলেন, 'ভালো বিষয় হলো, ম্যাচের শুরুতেই আমরা নিয়ন্ত্রণ পাই। আরও বেশি গোল করতে পারতাম আমরা। তবে এই ম্যাচগুলো খুব কঠিন।'

# মেসির নামে অনুশীলন সেন্টার

**পোস্ট ডেস্ক :** আগে নাম ছিল 'কাসা দে এসেইসা'। এখন নাম, 'লিওনেল আন্দ্রেস মেসি'। বুয়েন্স এইরেসে আর্জেন্টিনা দলের অনুশীলন সেন্টার এখন থেকে এই নামেই পরিচিত হবে।
খেলোয়াড়ি জীবনেই এমন কিছু পাওয়া যে কারও জন্যই বড় সম্মান বটে! ৩৬ বছরের বিশ্বকাপ শিরোপা খরা ঘোচানোর নায়ককে এই সম্মান দিয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।
এএফএ প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তাপিয়া শনিবার টুইটারে ফলক উন্মোচনের ছবি পোস্ট করে জানান নতুন নামকরণের বিস্তারিত, ''আমাদের কাসা দে এসেইসায় আজ ঐতিহাসিক এক দিন, বিশ্বের সেরা ফুটবলারের প্রতি সম্মান জানিয়ে এখন থেকে যেটির নাম 'লিওনেল আন্দ্রেস মেসি'। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সব কোচ, ফুটবলার ও এএফএর কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।'' আর্জেন্টিনার বর্তমান দল তো বটেই, সাবেক অনেক

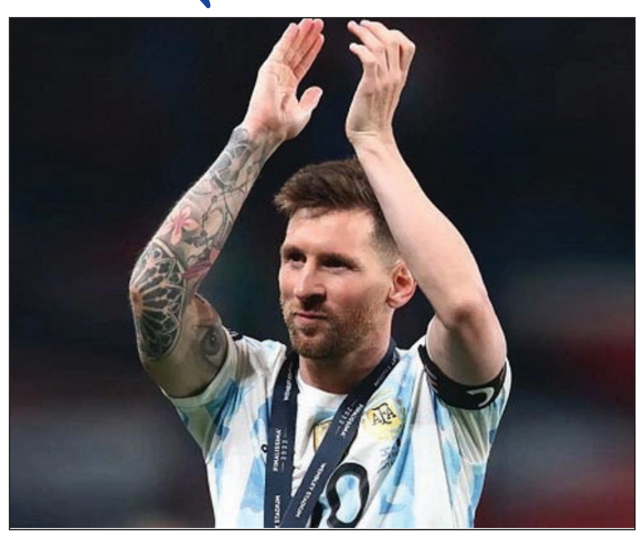

ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন এই আয়োজনে।
স্বাগত জানিয়ে তাপিয়া বলেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের আঙিনায় সবাইকে স্বাগত।' নিজ দেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের এই সম্মান ও ভালোবাসার ছোঁয়ায় উষ্ণ মেসির হৃদয়ও, 'খুবই ভালো লাগছে আমার। এই সম্মাননা সত্যিই স্পেশাল। এখন থেকে এটির নাম লিওনেল আন্দ্রেস মেসি হবে জানতে পারাটা দারুণ কিছু।'

CLASSIFIED

**সিলেট শহরে বাসার জায়গা বিক্রয়**

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডের, মদিনা মার্কেট সংলগ্ন, কালিবাড়ি রোড, নোয়াপাড়ায় আবাসিক এলাকায় সাড়ে চৌদ্দ শতক নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হবে।
চারপাশ সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, অনেক বড় মেটালের গেট সম্পন্ন, যেখানে ডিপকল ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।
অত্যন্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
বাসার সামনে ১২ফিট প্রশস্তের একটি বড় রাস্তা রয়েছে।
শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন।

**বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন**

**মোবাইল- 07436796415**
**শেখ মোঃ মফিজুর রহমান**

**INDIAN RESTAURANT FOR SALE**

**Southports most established & popular indian restaurand for sale**

- 56 seats with accommodation and car park
- Est. 1984.
- Weekly takings 8/9k

**Please contac Mr Mahadie Hassan on 07897552592 for more details**

**TIJARAH SWEETS LTD**
246A BOW ROAD, E3 3AP
**Mob: 0774 249 1294**

**OUR SERVICES:**
Money Transfer/Bikash
Cargo / DHL
Air ticket
No visa required
Sweets

**আমাদের সেবা সমুহ**
মানি ট্রান্সফার / বিকাশ
কারগো / ডি এইচ এল
এয়ার টিকেট/ নো ভিসা
মিষ্টি

**Open : Mon - Sun 9am - 8pm**

# হৃদয়বান এক মহান নেতা

## তোফায়েল আহমেদ

বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নাম একাকার হয়ে আছে। এ তো শুধু একটি নাম নয়, বাঙালির জাতীয় মুক্তির ইতিহাস। এ কারণে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক।

১৭ মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। দিনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসাবে প্রতিবছর পালিত হয়ে থাকে। জাতির পিতার শুভ জন্মদিনে সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। ইতোমধ্যে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ 'মুজিববর্ষ' সগৌরবে পালিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের আলোয় জাতীয় দিগন্ত আজ উদ্ভাসিত।

বঙ্গবন্ধু জীবনব্যাপী একটিই সাধনা করেছেন-বাঙালির মুক্তির জন্য নিজকে উৎসর্গ করা। ধাপে ধাপে প্রতিটি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৮ থেকে '৫২ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আন্দোলন, '৫০ থেকে '৫৪ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, '৫৪ থেকে '৫৬ সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন, '৬৪তে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতা, '৬৬তে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্থাৎ স্বাধিকার তথা ছয় দফা, '৬৯-এর গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকূপ থেকে মুক্তমানব হয়ে বেরিয়ে এসে সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি এবং সংখ্যাগুরুর অধিকার আদায়, '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ভূমিধস বিজয় অর্জন এবং পরিশেষে '৭১-এ স্বাধীনতার ডাক দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক এ পর্বগুলো সংঘটনে তাকে জীবনের ১৩টি বছর কারান্তরালে কাটাতে হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার একটি উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ÔIt is said that no one trulz knows a nation until one has been inside its jails.' অর্থাৎ 'বলা হয়ে থাকে যে, সত্যিকার অর্থে কেউ একটি জাতিকে জানতে পারে না, যতক্ষণ না কেউ একজন এর কারাগারে বন্দি থাকে।'

বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হিসাবে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলনে গিয়ে মিয়ানওয়ালি কারাগারের প্রিজন গভর্নর (জেল সুপার) হাবীব আলীর কাছ থেকে বর্ণনা শুনেছি, কারাকক্ষের সামনে কবর খুঁড়ে বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী অথবা কবর বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু কবরকেই বেছে নিয়ে বলেছিলেন, 'যে বাংলার আলো-বাতাসে আমি বর্ধিত হয়েছি, মৃত্যুর পর এই কবরে না, আমার লাশ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিও।' জাতির পিতা সাড়ে ৯ মাস পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারের নির্জন সেলে বন্দি ছিলেন। মিয়ানওয়ালি কারাগার ভিন দেশে হওয়ায় আমরা তা সংরক্ষণ করতে পারিনি। তবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের যে কক্ষে তিনি বন্দি ছিলেন, সেসব সংরক্ষণ করা হয়েছে। আগরতলা মামলায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের যেখানে তিনি বন্দি ছিলেন, সেটিও জাদুঘর করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সব সময় বলতেন, 'মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।' 'আমার সবচেয়ে বড় শক্তি দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।' বঙ্গবন্ধু ছিলেন হৃদয়বান এক মহান নেতা। কারও দুঃখ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পরকে সহজেই আপন করে নিতেন। যারা বিরোধী ছিলেন, তাদেরও কাছে টেনে নিতেন। তিনি ক্ষমতার জন্য, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজনীতি করেননি। প্রিয় মাতৃভূমিকে শোষণ-বঞ্চনার নাগপাশ থেকে রক্ষা করে বাঙালিরা যাতে বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে সেজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে রাজনীতি করেছেন। '৬৭-এর ১৭ মার্চ নিজের জন্মদিনে লিখেছেন, 'আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ববাংলার এক ছোট্ট পল্লিতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই-বেশি হলে আমার স্ত্রী এ দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটি উপহার দিয়ে থাকত। এ দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধহয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস।' (কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-২০৯)।

মনে পড়ছে '৭১-এর রক্তঝরা মার্চের ১৭ তারিখের কথা। সেদিন বঙ্গবন্ধুর ৫২তম জন্মদিন ছিল। দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা শেষে তখনকার প্রেসিডেন্ট ভবন অর্থাৎ পুরোনো গণভবন সুগন্ধা থেকে দুপুরে যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবনে ফিরে এলেন, তখন বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনাকালে একজন সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, '৫২তম জন্মদিনে আপনার সবচেয়ে বড় ও পবিত্র কামনা কী?' উত্তরে বঙ্গবন্ধু স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'জনগণের সার্বিক মুক্তি।'

এরপর সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকালে বেদনার্ত স্বরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জন্মদিন পালন করি না, আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না, কেকও কাটি না। এ দেশে মানুষের নিরাপত্তা নেই। আপনারা আমাদের জনগণের অবস্থা জানেন। অন্যের খেয়ালে যে কোনো মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। আমি জনগণেরই একজন, আমার জন্মদিনই কী, আর মৃত্যুদিনই কী? আমার জনগণের জন্য আমার জীবন ও মৃত্যু। আমি তো আমার জীবন জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছি।'

জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে আসা জনসাধারণকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে আবৃত্তি করে বলতেন, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক।'

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই বঙ্গবন্ধু লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের লালিত স্বপ্ন। '৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্বকণ্ঠে স্লোগান দেন, 'আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।' স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় যা কিছু সংঘটিত হয়েছে সবকিছু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলা '৫২তে বলেছিলেন, 'একদিন আমি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হবো।'

আর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'একদিন আমি এই দেশকে স্বাধীন করবো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীত্ব আমার কাছে তুচ্ছ।' সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে ধাপে ধাপে তার আরাধ্য কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। '৭১-এর ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে '৭০-এর নির্বাচনে নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ গ্রহণ করাবেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। সেদিন বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, '৬ দফা ও ১১ দফা আজ আমার নয়, আমার দলেরও নয়।

এ আজ বাংলার জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। কেউ যদি এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে বাংলার মানুষ তাকে জ্যান্ত কবর দেবে। এমনকি আমি যদি করি আমাকেও।' জনগণের জন্যই ছিল তার রাজনীতি ও কর্মসূচি।

বক্তৃতায় সেদিন তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমাকে মোনেম খান কাবু করতে পারেনি, এমনকি আইয়ুব খানও পারেনি-কিন্তু আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে আপনাদের এ অকুণ্ঠ ভালোবাসা। আপনারা দোয়া করবেন যেন আপনাদের এ ভালোবাসার মর্যাদা দিতে পারি।' বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসার মর্যাদা দিতে তিনি একাই রক্ত দেননি, সপরিবারে রক্ত দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করে গেছেন।

মনে পড়ে, '৭১-এর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা; যে ভাষণ আজ 'বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিল' হিসাবে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে আসীন। সেদিন তিনি একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে জাতীয় মুক্তির মোহনায় দাঁড় করিয়েছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ভাষণই ছিল আমাদের প্রেরণার উৎস।

ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রারম্ভে বলেছিলেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' তার এ শেষ বার্তা স্বাধীনতার ঘোষণা হৃদয়ে ধারণ করে হাতিয়ার তুলে নিয়ে ৯ মাস যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর দেশকে হানাদারমুক্ত করেও আমরা স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে পারিনি। '৭২-এর ১০ জানুয়ারি যেদিন তিনি স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন মনে হয়েছে আজ আমরা প্রকৃতই স্বাধীন। এরপর ১২ জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ১০ এপ্রিল 'বাংলাদেশ গণপরিষদে'র প্রথম অধিবেশনে দেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের ঘোষণা দেন। মাত্র সাত মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা অর্জন করি সদ্য স্বাধীন দেশের উপযোগী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিদেশ সফরে গিয়ে তার প্রতি বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা স্বচক্ষে দেখেছি। বিশ্বের রাষ্ট্রনায়করা বঙ্গবন্ধুর ত্যাগের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান নিকোলাই পোদগর্নি, প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন, কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল জোসেফ ব্রোজ টিটোসহ বিশ্বের বরেণ্য নেতারা বিভিন্ন সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করেছেন।

আলজেরিয়াতে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত। শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' সেই বক্তৃতা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জাতিসংঘে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বক্তৃতায় বলেছেন, 'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার।' যখন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যান, তখন দেশটির শীর্ষ চার নেতা পোদগর্নি, কোসিগিন, ব্রেজনেভ ও গ্রোমিকো তাকে অভ্যর্থনার জন্য ক্রেমলিনে সমবেত হন।

ব্রেজনেভ বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমি ধন্য। আজ আপনার মতো মহান নেতার সান্নিধ্য লাভ করেছি।' জাপান সফরকালে সম্রাট হিরোহিতো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে বলেছিলেন, 'সত্যিই আপনি ইতিহাসের একজন মহান নেতা।' তৎকালীন বিশ্বে মার্শাল টিটো অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। কাছে থেকে দেখেছি বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। '৭৩-এ কমনওয়েলথ সম্মেলনে ৩২টি দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও সরকারপ্রধান এসেছিলেন। বিশ্বের খ্যাতিমান নেতৃবৃন্দসহ অনেকেই কমনওয়েলথ সম্মেলনে এসেছিলেন।

দৃঢ়প্রত্যয়ী বঙ্গবন্ধু বলেন, 'করুক না। তাতে কী? ওরা আমাকে আগেও গ্রেফতার করেছে এবং তাতে ওদের কোনো লাভ হয়নি। ওরা ফের আমাকে গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু এ থেকে ওরা কী সুবিধা পাবে আমি জানি না। ওরা যদি আমাকে মেরেও ফেলে তাতেও ওদের কোনো লাভ হবে না। আমার মৃত্যুর বদলা নিতে বাংলার মাটিতে হাজারও শেখ মুজিবের জন্ম হবে। ওদের দিন শেষ এটা ওরাও জানে। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর আজ এ সত্যই আমার হৃদয়টাকে অনাবিল আনন্দে ভরে দিচ্ছে। ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলে এবং তুমি আমার লাশ দেখার সুযোগ পাও তখন দেখবে আমি কেমন সুখে হাসছি।'

গণহত্যা শুরুর প্রাক্কালে এক সাক্ষাৎকারে রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা উদ্ধৃত করে বিষাদাচ্ছন্ন স্বরে অথচ অটল মনোবলে বলেছিলেন, 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়...।'

'৭২-এর ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে রেসকোর্স ময়দানের সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসমুদ্রে হৃদয়ের অর্ঘ্য ঢেলে আবেগমথিত ভাষায় বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।' স্থির-প্রতিজ্ঞ থেকে জনতার উদ্দেশে বলেন, 'ভাইয়েরা, তোমাদেরকে একদিন বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আজকে আমি বলি, আজকে আমাদের উন্নয়নের জন্য আমাদের ঘরে ঘরে কাজ করে যেতে হবে।' সেদিন বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, 'আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।'

বঙ্গবন্ধু জীবনের প্রতিটি ধাপেই বাঙালির সার্বিক মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। যে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, যে বাংলার জন্য তিনি যৌবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটিয়েছেন, ফাঁসির মঞ্চে গেয়েছেন বাঙালির জয়গান, সেই বাংলা ও বাঙালির জন্য তার ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভব; কিন্তু বাংলা ও বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের যে দরদ, যে ভালোবাসা-তার গভীরতা অপরিমেয়।

***তোফায়েল আহমেদ : আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা, সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি***

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

## UN International Organization for Migration says

# Illegal Migration Bill will prevent victims of modern slavery from getting protection

**Post Desk :** The United Nations' International Organization for Migration (IOM) yesterday became the latest international body to raise serious concerns over the Government's Illegal Migration Bill.In a statement, the IOM expressed its deep concern over the impact the Bill would have on the modern slavery protection system in the UK. IOM warned that the legislation would limit the ability of survivors of modern slavery to report trafficking and to obtain help and assistance.

IOM's statement says: "The proposed Illegal Migration Bill in its current form would make it impossible for victims who arrive in an irregular manner to access the [National Referral Mechanism (NRM)] and get the support and protection they need. Instead, these persons would be detained and removed."

The statement adds that countries must act in compliance with international and regional law obligations and conventions when managing their borders, including the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings (ECAT). Victims of trafficking should not be subject to detention or prosecution for the irregular entry or residence in transit or destination countries, IOM emphasised.

While Government ministers have stated that action on modern slavery laws is needed to prevent abuse of the system, IOM said it was unable to find evidence of misuse.

Immigration minister Robert Jenrick, for example, told the Commons yesterday during the second day of the Illegal Migration Bill's committee stage: "When the Modern Slavery Act was passed in 2015, the impact assessment envisaged 3,500 referrals a year, but last year there were 17,000 referrals. The most referred nationality in 2022 was citizens of Albania, a safe and developed European country, a NATO ally and, above all, a signatory to the European convention against trafficking. ... In 2021, 73% of people who arrived on small boats and were detained for removal put forward a modern slavery claim."

IOM UK's Chief of Mission, Christa Rottensteiner, noted: "There have been several statements around irregular migrants allegedly abusing the modern slavery protection system. Publicly available data shows no evidence of abuse. In addition, only 7 per cent of individuals arriving in small boats are referred as potential victims of modern slavery."

IOM says that its analysis of publicly available government data about the NRM does not find evidence of misuse, but rather highlights a number of concerns for victims about the current system.

A short briefing here outlines IOM's concerns. It notes: "Almost 90% of individuals referred to the NRM in 2022 who have received a decision were found to be a victim of modern slavery and trafficking by the Home Office (the decision-makers). ... Individuals cannot self-refer to the NRM, they can only be referred by trained professionals working for organisations permitted by the Home Office to make referrals ... In 2022, nearly half of all individuals referred to the NRM were referred by entities within the Home Office, including Border Force, UK Visas and Immigration, and Immigration Enforcement."

The IOM briefing adds: "Despite references to Albanian nationals allegedly abusing the NRM, two third of Albanians referred in 2022, who received a decision from the Home Office, were found to be victims. Albanian nationals have been in the top 3 most referred nationalities in the NRM since records began in 2014, so this is not a new trend."

A letter to Prime Minister Rishi Sunak published yesterday by After Exploitation warns the Illegal Migration Bill will drive modern slavery underground and inflict harm on survivors. The letter was signed by 60 NGOs, academics and MPs.

"As awareness of trafficking has grown, the prevalence of serious exploitation in the UK is beyond doubt. Yet, your Illegal Migration Bill does not tackle the issue directly. Instead, it threatens survivors with detention and removal for entering the country without immigration leave. Under the measures, many survivors would not be recognised as victims, even in cases where they were deceived with fake job offers and documents, or forced to cross borders through threats and violence. If passed, the measures would drive modern slavery underground by removing survivors' ability to report trafficking and access assistance," the letter states.

The letter also expresses concern at the Government's "villianisation" of trafficking victims, such as the Home Secretary claiming that people confirmed as victims are 'gaming the system'.

A Home Office spokesperson was quoted by the Guardian as saying: "The Illegal Migration Bill will change the law so that if someone is identified as a potential victim of modern slavery or human trafficking, we will ensure they are safely returned home or to another safe country, away from those who have trafficked them."

# King Charles praises Ukraine support on state visit to Germany

**Post Desk:** King Charles III has paid tribute to Germany's "extraordinary hospitality" towards Ukrainian refugees during his first state visit as monarch.

The King said both the UK and Germany "stand together" with Ukraine in "defence of freedom and sovereignty".

In his toast at a lavish state banquet, which he delivered partly in German, the King promised to strengthen ties.

The speech was delivered to dignitaries from both countries, including former German chancellor Angela Merkel.

The King's three-day tour with Camilla, the Queen Consort, comes after a planned visit to France was cancelled following unrest in several cities over pension reforms.

Germany, due to be the second stop on the trip, is instead the location of King Charles' first foreign visit of his reign - and the first of a British monarch since the late Queen Elizabeth II's own state visit there in 2015.

The British government hopes the King's visit will reinforce relations between the two nations following the UK's decision to leave the EU - described as a "sad day" by German President Frank-Walter Steinmeier in his own toast.

At the President's Bellevue Palace on Wednesday evening, the King said he would do everything he could to "strengthen the connections between us".

He also heaped praise on the "generosity of spirit of the German people" for taking in more than one million Ukrainian refugees displaced as a result of the ongoing conflict with Russia.

"We stand side-by-side in protecting and advancing our shared democratic values," he said.

"This is epitomised so clearly today as we stand together with Ukraine in defence of freedom and sovereignty in the face of unprovoked aggression."

The King also spoke about the fight against climate change, adding: "I am utterly convinced that the connections between us will grow ever stronger as, together, we pursue a more sustainable, prosperous and secure future."

He also mentioned his late mother, thanking the German people for the messages of "support and affection" they sent when she died last year.

"Over all these years, and in so many ways, I have been struck by the warmth of the friendship between our nations and by the vitality of our partnership in countless areas," the King said.

"It was, Mr President, a friendship which mattered greatly to my mother, the late Queen, who cared deeply about the bond between our two countries.

"The relationship between Germany and the United Kingdom matters greatly to me... I will do all I can to strengthen the connections between us."

In his speech the King drew laughs from guests when he referenced a British comedy sketch called "dinner for one". In it an elderly aristocrat dines alone while her waiter gets progressively more drunk as he consumes the alcohol poured for her missing dinner guests.

# The State of Qatar makes a generous £10,000 donation to Open Kitchen to support the fight against hunger in the UK

The Embassy of the State of Qatar in London has made a £10,000 donation to the Muslim Hands Hounslow Open Kitchen. The Open Kitchen in Hounslow, which is reliant on individual donations, has seen a 25% increase in demand for its services over the past few years; and with the Holy month of Ramadan coinciding with the Easter holidays this year, many will be looking to the Open Kitchen for meals and support.

Thanks to the generous donation from the State of Qatar in the spirit of the holy month of Ramadan to support communities in need, the Open Kitchen will be able to provide nearly 3000 meals to service users from all walks of life to collectively tackle food poverty in the UK.

Driven by the Islamic values of serving humanity, with a specific focus on feeding one's neighbours, the donation from the State of Qatar will provide additional resources and funds to the Open Kitchen and the Hounslow community to ensure that more meals and support services are accessible to anyone in need, including those facing homelessness, refugees, elderly-people and low-income families.

Ehsan Choudhury, Open Kitchen Hounslow Manager, says:

'We are extremely grateful for the generous donation made by the Qatar Embassy. This money will go towards providing nearly 3,000 nutritious meals to those who would otherwise go hungry. These meals include rice, meat, vegetables and fruit ensuring that service users receive all the goodness they need. The Open Kitchen is a beacon of hope to so many in the Hounslow community and is dedicated to serving those in need in line with our Islamic values and traditions where we are reminded of the Prophet [saw] who said, 'he is not a believer whose stomach is filled while his neighbour goes hungry.'

## Asda promises to bring 'taste happiness' to your dinner tables during Ramadan

As the holy month of Ramadan commences, kitchens are buzzing with preparations for Iftars and Suhoors. While home cooks are busy preparing for the holy month, they are also looking for recipe ideas to add a variety to their mealtimes. At ASDA, there is something

for everyone, a wide range of brands and products, which promises to add a taste of happiness to this joyous occasion at affordable prices.

Asda is celebrating its biggest Ramadan yet with 150 new product lines, and to showcase that, the brand hosted a special event on March 9 th in collaboration with Zubda Malik (@kitchen_ diaries_ by_ zubda), a food enthusiast, content creator and food influencer.

Talking about her family favourites, Zubda shared that "my iftars are incomplete without chaats, kebabs and pakoras. My kids look forward to the Iftar every evening in the hope of trying new dishes every day. So, I am constantly trying out new recipes and ensuring I serve a variety to my family. With Asda, I don't have to go to 10 different stores to get my shopping done."

She is particularly pleased with the range of seasonings available as they are versatile and can be used to enhance the flavours of any recipe. A range of Dunn's River and Tropics seasonings are now available in Asda, whether you are looking to create the classics like Jerk Chicken or to lift the flavours of your Iftars with BBQ or Oxtail seasoning.

With an endeavour of encouraging everyone to try out new recipes this Ramadan, Zubda has created Ouzi rice, a Jordanian rice dish, prepared using Laila Basmati rice (10Kg pack now available at £14.50) and lots of almonds, cashews and pine nuts.

And for those with a sweet tooth, Zubda's homemade Kulfi Cheesecake is a perfect fusion of Pakistani Kulfi and the classic cheesecake, served with a garnish of Pistachios and Rose Petals.

Asda is making every effort to ensure that the community is able to enjoy the celebration, by adding newer products to the range every year, making the shopping experience hassle free.

This year the brand has strengthened its association with small businesses and their inspiring stories, providing them with a platform to make their products available to a much larger audience. Speaking on the occasion, an Asda spokesperson said, "at Asda, you can shop with ease and confidence, knowing that we have everything you need to celebrate this holy month with your loved ones. Don't miss out on our exclusive Ramadan offerings and visit us today."

This Ramadan, let Asda add a taste of happiness to your celebration with its special range, amazing offers and the convenience of shopping under one roof.

## Tilda celebrates the global flavours of Ramadan

Ramadan is the holy month of rejuvenation and reflection which brings with it moments of togetherness and sharing for families and friends. It is a special time of holy significance for 1.9 billion Muslims across the world and over 3.9 million in the UK. An eclectic mix of communities celebrate Ramadan in the UK including Pakistanis, Bangladeshis, Indians, Arabs, Turks, Kurds, Persians, Africans, Malaysians, Indonesians, and several others. The beauty of Ramadan celebrations lies in the diverse range of flavours and cuisines that are brought together by various communities. While each community brings their unique flavours to the table, rice remains a fundamental ingredient that ties them altogether. Tilda has been bringing flavoursome and wholesome meals to the dinner tables, for over 50 years in the UK.

To mark the onset of the holy month of Ramadan, Tilda hosted a special evening of flavours in partnership with TV chef Parveen Ashraf (@parveenthespicequeen) and food writer Zaleha Olpin (@zaleha.olpin). While Ashraf gave a tribute to her Pakistani heritage on a platter with her hero dish 'Chicken Biryani' using Tilda Grand Extra Long Basmati, Zaleha educated and delighted the audience about authentic taste of Malaysia with her classic 'Nasi Goreng' using signature Tilda Pure Original Basmati. The audience witnessed an evening interspersed with family stories, Ramadan rituals and memories of cooking rice.

Jean-Philippe Laborde, the Managing Director from Tilda, began the evening by wishing everyone Ramadan Mubarak and said "Ramadan is a special time for the communities and as a brand it is an equally important time for us as we want to make sure that our range of products enable home cooks to observe and enjoy their culinary cultures. Be it expert traditional cooks or explorers of world cuisine, Tilda is at the heart of Ramadan celebrations".

Parveen's Iftar spread also included the must have Chana Chaat Cups and a cooling cucumber raita. And Zaleha's spread included Pai Tees (crispy top hats with vegetable filling) and Kerabu Ikan (watercress and fish salad). Rich aromas of saffron wafted through the room and converged with aromatic lemongrass through the evening.

Both the chefs made sure there were plenty of options for the vegetarian and vegan guests as well. Zaleha's Nasi Goreng Kerabu was a vegetable fried rice dish served with chunky slices of Tofu. And Parveen brought to the table a vegetarian version of her Biryani made with succulent pieces of jackfruit and sweet potato. To find the recipes from the menu served on the day, keep an eye on Tilda's website.

Talking about her secret ingredient, Parveen Ashraf emphasised that "having the right ingredients always helps create wonderful family recipes, but one thing which makes any recipe special is the love you put in it while cooking. I have been a fan of Tilda since I was a child as my mother always cooked with Tilda Basmati, and today it gives me immense pride to serve my Pakistani heritage to everyone through this collaboration".

No meal is complete without a dessert, and the evening culminated with a generous serving of coconut creamed kheer made with Tilda Fragrant Jasmine rice, topped with pistachios and rose petals and Kuih Lopes (sticky rice dessert with sugar syrup), made with the newest member of Tilda ready to heat microwaveable rice family, Tilda Sticky Rice.

This Ramadan, explore the flavours of Persia, the aromas of Jordan, the tastes of Afghanistan, the delicacies of the Middle East, the comforts of Bangladesh, the vibrance of Africa, the wholesomeness of Somalia and much more as Tilda promises to elevate your plate.

# High Commissioner calls upon British parliament to recognise Bangladesh Genocide

"There are strong documentary and eyewitness evidence that genocide was committed on Bangladesh soil in 1971, yet the world has failed to recognise it", said High Commissioner for Bangladesh to the UK Saida Muna Tasneem at a special discussion titled '1971 Bangladesh Genocide and International Recognition'.

Commemorating the Bangladesh Genocide Day, Bangladesh High Commission, London hosted the discussion at the 'Bangabandhu Lounge' of the Mission. Eminent Bangladeshi journalist and columnist Syed Badrul Ahsan delivered the keynote speech at the event.

In her remarks, the High Commissioner cited several international media reports on Bengali Genocide, including Anthony Mascarenhas's lead article in the Sunday Times headlined "Genocide" and similar reports on mass atrocities by The Telegraph and BBC that shocked the world and prompted global leaders to act.

The envoy said, "In April 1971, Sir Peter Shore, MP, who was chair of the UK's Foreign Affairs Committee, moved a motion in the UK parliament condemning atrocities committed in erstwhile East Pakistan, followed by another motion, moved by Action

Bangladesh and supported by over 233 cross-party members, calling for the end of genocide in East Bengal and the recognition of Bangladesh".

The High Commissioner commended the US Congress resolution led by Congressman Ro Khanna and Congressman Steve Chabot, which needs to be emulated in the British parliament and reaffirmed her commitment to working with British Parliamentarians towards the recognition of the Bangladesh genocide in the UK parliament.

Expressing her gratitude to Prime Minister Sheikh Hasina for declaring 25 March as Bangladesh Genocide Day, the High Commissioner said: "Bangladesh High Commission, London has organised many events including one with the University College, London for creating global awareness about the 1971 Bengali genocide and getting international recognition of it."

She called upon British-Bangladeshi politicians, academia, professionals and community leaders to create greater awareness of the Bangladesh genocide amongst British political, humanitarian and think-tank circles.

Syed Badrul Ahsan in his keynote speech said, "Successive Pakistan governments and state failed in their moral, ethical and legal obligations to seek apology for the atrocities committed in Bangladesh in 1971."

He said, "The massacre of 1971 in Bangladesh is in no way less significant than those in Cambodia, Bosnia and Rwanda; and suggested coordinated diplomatic efforts in Bangladesh and abroad for international recognition of the Bengali genocide.

British-Bangladeshi social activist Shahina Chowdhury and a prominent British-Bangladeshi community leader Abdul Ahad Chowdhury also spoke on the occasion, paying their respects to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the martyrs who were killed in the March 25 genocide and during the nine-month glorious liberation war.

Messages from the President and Prime Minister on the Day were read out and special prayers were offered, seeking eternal peace for Bangabandhu, his martyred families, the martyrs of March 25 and the glorious liberation war. A one-minute silence was observed in honour of the martyrs of 71 genocide. A documentary on the genocide was also screened.

# Foreign Ministers at the Commonwealth call upon Myanmar to comply with the 'Provisional Measures' by the International Court of Justice (ICJ)

"The world must not forget that it was Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's extraordinary courage, compassion and humanitarian decision to open up border and heart to more than 7,50,000 Rohingyas in 2017 that saved the world from witnessing a human catastrophe," said State Minister for Foreign Affairs of Bangladesh, Md Shahriar Alam MP while addressing the 22nd Commonwealth Foreign Affairs Ministers Meeting (CFAMM) held in London on March 15, 2023 chaired by Dr. Vincent Biruta, Foreign Minister of Rwanda.

Highlighting the serious ramifications of the prolonged stay of 1.2 million Myanmar Rohingyas for Bangladesh and the region, State Minister Alam categorically reiterated that the earliest repatriation of all forcibly displaced Rohingyas back to their ancestral homeland in Rakhine in safety and dignity remains Bangladesh's compelling priority.

He lauded the Gambia for pursuing the ICJ case on the

question of Myanmar's accountability and commended Canada, the Netherlands, Germany and the UK for joining the Gambia's side.

In the context of declining foreign attention and assistance, Canada called on Commonwealth Nations to continue their support to the cause of Rohingyas until they are able to return to their rightful homes in Myanmar. Gambia appreciated the outstanding generosity of Prime Minister Sheikh Hasina for continued hosting of Rohingyas and urged more Commonwealth countries to join their side in the ICJ case highlighting the importance of accountability and repatriation issues for sustainable solution to this protracted crisis.

The United Kingdom stressed on the sustainable return of Rohingyas while the Commonwealth Nations expressed solidarity with Bangladesh on this gravest crisis.

As regards Bangladesh's leadership in climate issues globally, Mr. Alam said that despite its own vulnerabilities, Bangladesh has emerged as a global leader in climate adaptation and established Global Centre for Adaption (GCA)'s South Asia hub in Dhaka to champion locally led adaptations. During Bangladesh's Presidency of the 53-member Climate Vulnerable Forum (CVF), Bangladesh held the first Commonwealth-CVF Climate Prosperity Dialogue at the COP26 in Glasgow in 2021. He also mentioned that Bangladesh spends 5 billion US$ annually on climate and has already launched a low-carbon transition strategy, namely "Mujib Climate Prosperity Plan 2030". Mr. Alam also offered to host the proposed Commonwealth Climate Conference in Bangladesh before the COP 28.

State Minister Alam also apprised the CFAMM that Bangladesh, as the Commonwealth Business-to-Business Connectivity Cluster Lead, organised two high-level B2B conferences creating institutional connectivity amongst top chambers and Trade Ministers from all 4 Commonwealth regions.

In his statement, Mr. Alam recommended that the Commonwealth must address the vulnerabilities of LDCs, LLDCs, SIDS, and countries with special needs at the 2024 WTO Ministerial, focusing on areas such as continuation of their trade-related GSPs beyond LDC graduation, private capital flows and flexible financing for green technology transfer.

Year: 20 ◆ Issue: 961 ◆ Friday 31 March - Thursday 06 April 2023

# BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

Ramadan MUBARAK
FOR THE DAILY
BREAKING NEWS HEADLINES
Visit: www.banglapost.co.uk

# দেশে প্রথমবারের মতো ভূমি সম্মেলন উদ্বোধন করলেন শেখ হাসিনা

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী জাতীয় ভূমি সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। ভূমি মন্ত্রণালয় আয়োজিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের আরও সাতটি উদ্যোগেরও উদ্বোধন করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বুধবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলন উদ্ধোধন করেন।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী আনিসুল হক এবং আইন সচিব মো. গোলাম সারওয়ার সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভূমি সচিব মো. মুস্তাফিজুর রহমান, পিএএ এবং রাজবাড়ী সদর উপজেলার সহকারী

কমিশনার (ভূমি) নুরজাহান আক্তার সাথী সহকারী কমিশনারদের পক্ষে তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ওপর একটি ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য একটি 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা তুলে ধরা এবং ভূমি সেবার ডিজিটালাইজেশনের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জগুলো খুঁজে বের করা।

জাতীয় ভূমি সম্মেলনের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে নাগরিক, সরকারী সংস্থা এবং স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা, ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ভূমি সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও প্রবিধান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

সাতটি উদ্যোগের মধ্যে একটি হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স, যা জাতির পিতার দর্শনীয় একটি স্মরণীয় স্থান লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে স্থাপিত হয়েছিল।

বাকি ছয়টি উদ্যোগ হল রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন ইন্টারকানেকশন, স্মার্ট ল্যান্ড ম্যাপ, স্মার্ট ল্যান্ড রেকর্ডস, স্মার্ট ল্যান্ড পিডিয়া, স্মার্ট ল্যান্ড সার্ভিস সেন্টার এবং ইউনিয়ন ল্যান্ড অফিস।

'ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন স্মার্ট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট', 'সায়রাত ও খাস জমি ব্যবস্থাপনা', 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা এবং সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' এবং 'বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে'-এর মতো ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে চারটি সেমিনার ও --২৫ পৃষ্ঠায়

## স্পেনে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েছে ১০ গুণ

**পোস্ট ডেস্ক :** স্পেনে গত ৩০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ১০ গুণ বেড়েছে। স্পেনের ইসলামিক কমিশনের সেক্রেটারি মুহাম্মদ আজনা জানিয়েছেন, যে স্পেনে বসবাসকারী মুসলিম জনসংখ্যা গত ৩০ বছরে ১০ গুণ বেড়ে তা ২৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ লক্ষের বেশি হলেও, বেসরকারি মতে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলিম বসবাস করে স্পেনে।

গত রোববার আলজাজিরা মুবাশির এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে --২৪ পৃষ্ঠায়

## মুসলমান ভোটারদের মন জয় করতে জোর চেষ্টা মমতার

**পোস্ট ডেস্ক :** সাগরদীঘি উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে হ্যান্ডস ডাউন হারের পর মুসলিম ভোট পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

তিনি মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করেছেন সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা উন্নয়ন মন্ত্রী গুলাম রাব্বানিকে। জানিয়ে দিয়েছেন যে, --২৫ পৃষ্ঠায়

## আফগান শরণার্থীদের হোটেল থেকে উচ্ছেদ করবে ব্রিটেন!

**পোস্ট ডেস্ক :** তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীকে সহায়তা করেছিল তারা। পরে আফগানিস্তানে তালেবান আবার ক্ষমতায় ফিরলে তাদের একাংশকে পরিবারসহ আশ্রয় দেয়া হয় যুক্তরাজ্যে। এখন সেই হাজার হাজার আফগান শরণার্থীকে হোটেল থেকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। তাদেরকে বিকল্প আবাসনের প্রস্তাব দেয়া হলেও এর ফলে তারা গৃহহীন হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ডাউনিং স্ট্রিট নিশ্চিত করেছে যে, আফগান শরণার্থীদের হোটেল থেকে সরিয়ে নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে। ঋষি সুনাকের সরকারী মুখপাত্র বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী প্রবীণদের বিষয়ক মন্ত্রী জনি মার্সারকে 'বর্তমানে হোটেলে থাকা শরণার্থীদের সহায়তা করার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে নতুন প্যাকেজের রূপরেখা প্রণয়ন করতে' বলেছেন।

মার্সার হাউস অফ কমন্সে এ বিষয়ে ঘোষণা দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। একটি সরকারী সূত্র গার্ডিয়ানকে জানিয়েছে যে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ সমস্ত আফগান পরিবারকে হোটেল থেকে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। শরণার্থী কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী এনভার সলোমন বলেছেন, এ পদক্ষেপের ফলে তাদের গৃহহীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 'আমরা এ পরিকল্পনার অনেক উপাদান সম্পর্কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে আফগানিস্তানে তালেবান থেকে পালিয়ে আসা লোকদের ব্রিটেনের রাস্তায় গৃহহীন এবং নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'যুক্তরাজ্যে যাদের উষ্ণ স্বাগত জানানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তাদের সাথে এইভাবে আচরণ করা উচিত নয়। হোটেলগুলো শরণার্থীদের থাকার জন্য সঠিক জায়গা নয় কিন্তু সত্য যে হাজার হাজার আফগানকে কয়েক --২৫ পৃষ্ঠায়

## নর্থাম্পটনে স্কুল ছাত্র খুন কমিউনিটিতে আতংক

**এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম :** ব্রিটেনের নর্থাম্পটনের কিংসথপ কলেজ থেকে হেঁটে বাড়ি যাওয়ার পথে ফ্রেড শ্যান্ড নামের এক কিশোর দুর্বৃত্তের হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে। ২২ মার্চ বুধবার বিকাল ৩ টা ৩৫ মিনিটে কলেজ ছুটির পর --২৫ পৃষ্ঠায়

## বার্মিংহামে মুসল্লির গায়ে আগুন, আটক ১

**স্টাফ রিপোর্টার :** যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে একটি মসজিদ থেকে নিজের বাড়ি ফেরার পথে এক মুসল্লির গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত এক দুস্কৃতকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

গত সোমবার সন্ধ্যায় গ্রিনিচ মান সময় ১৯টায় মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর ৭০ বছর বয়সী এক মুসুল্লিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা চালায় অভিযুক্ত ব্যক্তি। মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে হামলাকারীকে আটক করতে সমর্থ হয় পুলিশ।

এ ঘটনার আসল কারণ খুঁজে বের করতে সাধারণ মানুষের সহায়তা চেয়েছেন ব্রিটিশ কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সদস্যরা।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পুলিশ বলেছে, হামলার শিকার মুসল্লি ডুডলি রোডের একটি মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে এক ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে আসে এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ করে। পরে ওই ব্যক্তি তার গায়ে একটি অজ্ঞাত বস্তু ছিটিয়ে জ্যাকেটে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও খতিয়ে দেখা হবে। ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, এক ব্যক্তির গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিবিসি জানিয়েছে, আগুনে ওই বৃদ্ধের মুখমণ্ডল --২৫ পৃষ্ঠায়

## দিনে বিচারক, রাতে পর্ন ছবির নায়ক!

**পোস্ট ডেস্ক :** বিচারপতি নিজেই নাকি নীল ছবির নায়ক! গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে একইসঙ্গে দুটি পেশা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু হল না শেষরক্ষা। শেষ পর্যন্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে তার এই গোপন জীবনের কথাও। আর সব জেনে

হতবাক আদালতও।

কী ঘটেছে ঠিক? জানা গিয়েছে, গ্রেগরি এ লক --২৫ পৃষ্ঠায়

## সৌদিতে বাস দুর্ঘটনায় ১৮ বাংলাদেশি নিহত

**পোস্ট ডেস্ক :** ওমরাহ করতে যাওয়ার পথে সৌদি আরবের আসির প্রদেশে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৮ বাংলাদেশি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বুধবার জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের প্রথম সচিব (শ্রম) আরিফুজ্জামান জানান, আসির প্রদেশে আকাবা শারে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আরও ৬ প্রবাসী বাংলাদেশির পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে।

নতুন করে পরিচয় পাওয়া ৬ জন হলেন- খাইরুল ইসলাম, রুহুল আমিন, তুষার মজুমদার, মিরাজ

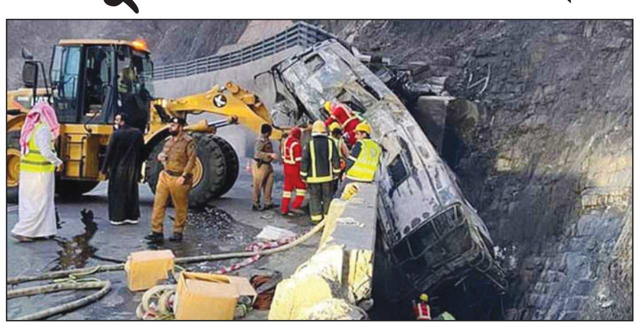

হোসাইন, সাকিব এবং রানা মিয়া। তবে তাদের বিস্তারিত এখনো জানতে পারেনি দূতাবাস।

সোমবার ওমরাহ পালন করতে পবিত্র মক্কা নগরী যাওয়ার পথে একটি বাস ব্রিজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে আগুন ধরে যায়।

খালিজ টাইমস ও গালফ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, সোমবার আসির প্রদেশ এবং আভা শহরের সঙ্গে সংযোগকারী একটি সড়কে বাসটির ব্রেক ফেল হওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ওই বাসে মোট ৪৭ জন যাত্রীর মধ্যে ৩৪ জনই ছিলেন বাংলাদেশি। দুর্ঘটনায় মোট ২২ জন নিহত এবং তার মধ্যে বাংলাদেশি ৮ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার কথা মঙ্গলবার রাতে জানিয়েছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাস।

ওই আটজন --২৫ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
**Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk**